পারেন, সেইরূপ এই কালেই তাঁহার কুচিন্তা ও কুপ্রবৃত্তি জন্মিবার অধিক সম্ভাবনা। দুঃখের বিষয় এই অধিকাংশ লোকই অবকাশকালের প্রকৃত ব্যবহার জানেন না। ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাঁহার যত অবসর তাঁহার ততই আলস্য ও বিলাসাসক্তি। ইহা কে না জানেন যে, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী নিষ্কর্ম্মা ধনাঢ্যের অপেক্ষা শ্রমজীবী দরিদ্র কৃষক অনেকাংশে সচ্চরিত্র?

এই অবকাশকাল কিরূপে যাপন করিলে পাপপথ হইতে রক্ষা পাইয়া, পুণ্যপথে অগ্রসর হইতে পারা যায় তাহা সকলেরই বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। মনুষ্য যে সময়ে এই কোলাহল-পূর্ণ সংসার হইতে অবসর প্রাপ্ত হয়েন, সেই সময়ে যদি তিনি অনন্যমনে পরম পিতা পরমেশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারেন, তাহাহইলে তাঁহার জীবন যে কত মধুর ও পবিত্র হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আহা! এরূপ ব্যক্তির হৃদয় পার্থিব সুখ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া যে কি এক অনুপম স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করে তাহা দেবতাদিগের বাঞ্ছনীয়!

অবসর কালে যতক্ষণ মনের একাগ্রতা রক্ষা করিতে পারাযায়, ততক্ষণ ঐরূপ ঈশ্বর সাধনে উৎসর্গ করিয়া অবশিষ্ট সময় সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তির সহিত সদালাপ করা সকলেরই নিতান্ত প্রয়োজন। যাঁহারা জ্ঞান-ধর্ম্মে সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের সহিত মধ্যে মধ্যে সৎপ্রসঙ্গ করিলে নিশ্চয়ই মনুষ্য উন্নতি লাভ করিতে পারেন। যেমন চুম্বকের ঘর্ষণে সামান্য লৌহখণ্ডও উহার অপূর্ব্ব গুণ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সাধু ব্যক্তির সহিত সদালাপে অতি অধম চরিত্রও পবিত্রতা লাভ করে।

সাধুসঙ্গের ন্যায় সদ্ভাবপূর্ণ পুস্তক পাঠেও বিশেষ উপকার দর্শে। উত্তম গ্রন্থ নীরবে মনুষ্যকে হিতশিক্ষা প্রদান করে এবং সত্যের পথ দেখাইয়া দেয়। ইহার বলে লোকের বিবেক শক্তি স্ফূর্ত্তি পায় এবং কুপ্রবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত হয়। অবকাশ কালে এইরূপ ঈশ্বর সাধন, সদালাপ এবং সৎগ্রন্থ পাঠের ন্যায় পরহিতানুষ্ঠান, পবিত্রভাব-পূর্ণ সংগীত গান, প্রেমার্দ্র চিত্তে প্রকৃতির শোভাদর্শন, চিত্র বা শিল্প চর্চ্চা প্রভৃতিতে অতিবাহিত করিলে নিশ্চয়ই মনুষ্য সৎ ও সুখী হইতে পারিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীরমাসুন্দরী ঘোষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২০৩ সংখ্যা।	অগ্রহায়ণ ১২৮৮—ডিসেম্বর ১৮৮১।	২য় কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এবৎসর তত্রত্য বালিকাগণ নারীজাতির গৌরব বিশেষরূপে বর্দ্ধন করিয়াছেন। বি এ অনর পরীক্ষায় (যাহা বস্তুতঃ এম্ এ পরীক্ষা) ইংরাজীতে সর্ব্বশুদ্ধ ৬জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হন, তন্মধ্যে ৩জন রমণী এবং ইহঁাদের মধ্যে একজন সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন। জর্ম্মণ ভাষাতে ৪জন উত্তীর্ণের মধ্যে ২জন রমণী, গণিতে ৩জনের মধ্যে ১জন রমণী, কিন্তু তিনিই প্রথম স্থানীয়। এম বি (চিকিৎসা বিদ্যায়) শারীর বিধান অনর পরীক্ষায় ৩জন উত্তীর্ণ হন, তিনটীই বালিকা। দ্রব্যগুণ ও রসায়নের অনর পরীক্ষায় ৩জন উত্তীর্ণ হন তন্মধ্যে একটী রমণী। যাঁহারা উচ্চশিক্ষা বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা রমণীর বুদ্ধিকে হীন বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারা এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শনে আপনাদিগের ভ্রম দূর করুণ।

আমরা সংবাদ পত্রে দর্শন করিলাম, গবর্ণমেণ্ট বহুবাজার বালিকা-বিদ্যালয়ে ১০ সহস্র টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। কলিকাতার একমাত্র বেথুন স্কুল দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার সকল অভাব মোচন হইতে পারে না,

সুতরাং গবর্ণমেণ্ট অন্যত্র যে সাহায্য করিতেছেন, ইহা আবশ্যক বটে। কিন্তু উক্ত বিদ্যালয় সকলে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করা না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, নতুবা গবর্ণমেণ্টের অর্থব্যয়ে সাধারণের উপকার দর্শিবে না।

পূর্ব্বদেশীয় রাজাদিগের অন্তঃপুরে ক্রমশঃ পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবিষ্ট হইতেছে। মিশর রাজের (খিডিব) এক মাত্র পত্নী ইউরোপীয় শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সন্তানেরা ইউরোপীয় শিক্ষয়িত্রীর অধীনে শিক্ষিত হইতেছে। ইউরোপীয় শিক্ষা লাভ করা ভাল, কিন্তু জাতীয় ভাব লোপ না পাইলে হয়।

কলিকাতা অপেক্ষা মান্দ্রাজ মেডিকাল কলেজ এক বিষয়ে উৎকৃষ্ট, তথায় রীতিমত চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থ রমণীদিগের প্রবেশাধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার একটী স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। এ বৎসর কলেজ খুলিবা মাত্র ৩টী ছাত্রী তাহাতে প্রবিষ্ট হন, ৫ দিবস পরে মফস্বল হইতে একটী হিন্দু যুবতী আসিয়া ভরতি হইয়াছেন, আর একটী রমণীর শীঘ্র আসিবার কথা আছে। কলিকাতা মেডিকাল কলেজে ধাত্রীশ্রেণী হইয়া অনেক উপকার হইয়াছে কিন্তু এক্ষণে স্ত্রীলোক ডাক্তারের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব একটী স্বতন্ত্র বিভাগ খুলিয়া তাহার উপযোগী ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক।

লণ্ডনে স্ত্রীলোকদিগের জন্য যে চিকিৎসা বিদ্যালয় আছে, তথায় আনি বার্কার নাম্নী একটী রমণী এক বক্তৃতা করেন। তিনি বক্তৃতার মধ্যে বলেন "স্ত্রীচিকিৎসকদিগের বিরুদ্ধে পুরুষদিগের যে কুসংস্কার আছে, পুরুষচিকিৎসকের বিরুদ্ধে স্ত্রীলোকদিগেরও সেইরূপ আছে, এরূপ প্রতি-গ্লানি না করিয়া স্ত্রী চিকিৎসকেরা নিষ্ঠার সহিত আপনাদিগের কর্ত্তব্য সম্পাদন করুন এবং স্ত্রীজনোচিত কোমলতা ও আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করুন, তাহা হইলেই জনসমাজের কুসংস্কার তিরোহিত হইবে।"

গার্হস্থ্য-শিক্ষা।

(২০১ সংখ্যার ১৭২ পৃষ্ঠার পর।)

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তিমাত্রেরই সুস্বাদু ও হিতকর অন্ন ব্যঞ্জন ভক্ষণ করা আবশ্যক। কিন্তু তাদৃশ অন্ন ব্যঞ্জন ধনহীন ব্যক্তিদিগের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না। তাহাদের মনে ধারণা আছে যে, অনেক প্রকার মশলা সংযোগ ব্যতীত সুস্বাদু পাক হয় না এবং অর্থব্যয় ব্যতীত গুণকর দ্রব্য আহরণ করা যায় না; সুতরাং তাহারা যেন তেন প্রকারেণ শাক শবজী সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা উদর পোষণ করে। সত্যবটে, অল্পব্যয়ে উত্তম খাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে না; কিন্তু উপায় অবলম্বন, কৌশল জানিলে, তাদৃশ উত্তম না হউক, অল্পব্যয়ে অতি সামান্য দ্রব্যেরও অপেক্ষাকৃত উত্তমতা সম্পাদন করা যাইতে পারে, সদোষ দ্রব্য নির্দ্দোষ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। যদি কোন গৃহিণী জিজ্ঞাসা করেন যে, কি উপায়? কি কৌশল? তাঁহাকে আমরা বলি, পাকবিদ্যা শিখ—পাকবিদ্যা শিখিলে সমস্ত উপায় ও কৌশল জানিতে পারিবে। পাকবিদ্যা শিখিলে অতি যৎসামান্য কদর্য্য দ্রব্যকেও সুস্বাদু ও গুণকর করিয়া লওয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশের পাক-পটু গৃহিণীরা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন।—

"মাচ্ পচা? না রঁধুনী পচা?
তেল ঘিয়ে কি হয়? রাঁধ্‌তে জান্‌লে হয়।"

বস্তুতঃ অনেক স্ত্রীলোক পচা মৎস্য পাইলে ঘৃণা বা উপেক্ষা না করিয়া অতি আনন্দের সহিত পাক করিয়া থাকেন এবং তাহা জীবন্তমৎস্য অপেক্ষাও উত্তম হয়। কি প্রকারে ক্রিয়া প্রয়োগ করিলে পচামাছের দোষ যায়, দুর্গন্ধ যায়, এবং আস্বাদ উত্তম হয়, তাহা তাঁহারাই জানেন, সকলে জানেন না। যাঁহারা পাককৌশল জ্ঞাত নহেন, তাঁহারাই পচামাচ ফেলিয়া দেন। এইরূপ সর্ব্বপ্রকার অপকৃষ্ট দ্রব্যই পাক-কৌশলে আস্বাদে উত্তম ও গুণে উত্তম হইতে পারে, ইহা নিশ্চিত জানিবে।

পূর্ব্বাধ্যায়ে আরও বলা হইয়াছে যে, বিস্বাদ ও দুষ্পাচ্য কদর্য্য দ্রব্য

ভক্ষণ করা উচিত নহে। কেন না, তাদৃশ অন্ন ব্যঞ্জন নিয়ত ভক্ষণ করিলে শরীর ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে, আহারের দোষেই বর্ণের মালিন্য, কান্তির বা লাবণ্যের হ্রাস, মনের ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় নিচয়ের গ্লানি, কথায় কথায় রোগ, ইত্যাদি অশেষবিধ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। যদি বল, চাষা বা ছোটলোকেরা সকলই ত কদর্য্য অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে। থাকে সত্য, কিন্তু সেই জন্যই তাহাদের মন অনুন্নত, ইন্দ্রিয় অপ্রসন্ন, কান্তি বা লাবণ্য হীনতা, বুদ্ধির জড়তা, বর্ণ মলিনতা দৃষ্ট হয়। তবে তাদৃশ কুৎসিত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়াও যে তাহাদের শরীর দৃঢ় ও রোগ শূন্য থাকে তাহার অন্য কারণ আছে। তাহারা নিয়মিত রূপে ব্যায়াম বা পরিশ্রম করে বলিয়াই তাহারা উক্তদোষে পতিত হয় না। ইহাও সত্য জানিবে যে, দুষ্পাচ্য কদর্য্য অন্নভক্ষণ ভদ্রলোকের পক্ষে যত অহিতকর, শ্রমজীবীদিগের পক্ষে তত নহে। নিয়মিত পরিশ্রম করায় তাহাদের জঠরাগ্নি বা পরিপাক শক্তি সতেজ বা উদ্দীপ্ত থাকে, সে অবস্থায় তাহারা যাহা পারে তাহাই খায় তাহাই সুনিয়মে পরিপাক হয়; কাযে কাযেই তাহারা কদর্য্যান্ন ভক্ষণ করিয়া অবসন্ন বা রোগগ্রস্ত হয় না। এ বিষয়ে একটী সংস্কৃত কবিতা আছে, "শ্রমাদগ্নিস্ততো বলম্" শ্রমদ্বারা অগ্নি সতেজ থাকে, অগ্নি বা পরিপাক শক্তি সতেজ থাকায় যে সে বস্তু ভক্ষণেও বল থাকে। প্রাচীনা স্ত্রী লোকেরাও কথায় কথায় এইরূপ উদাহরণ দিয়া থাকেন। যথা,——

"আল্‌সে কুড়ি রোগ শোক,
গতর্ সোকার অনেক দোষ।"

"আল্‌সে" আলস্য। "কুড়ি" খোস্, পাচ্‌ড়া প্রভৃতি রোগ। "রোগ" অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ। "শোক" দুঃখ। "গতর্" গাত্র। "সোকা" সুখকামী। অথবা তালব্য শ "শোকা" শোককারী।

যে শরীরের জন্য শোক করে, বা শরীরে চালন করিতে অসুখ বোধ করে, তাহাকে গতর্ শোকা বলে। গতর্ শোকা মনুষ্যের অনেক দোষ জন্মে। সে অলস হয়, নানা প্রকার রোগে পরিপূর্ণ হয়, সুতরাং সে দুঃখ বা সর্ব্বদা অসুখী থাকে। যখন দেখা যায় যে, সুনিয়মে পরিশ্রম না করায় অশেষ অসুখ ঘটে তখন কি স্ত্রী কি পুরুষ, মনুষ্য মাত্রেরই প্রতিদিন কোন

না কোন প্রকার শারীরিক পরিশ্রম আবশ্যক। যাঁহাদের নিয়মিত রূপে শারীরিক পরিশ্রম করার সুযোগ নাই, তাঁহাদের পক্ষে বিস্বাদ ও দুর্জ্জর খাদ্য বিশেষ দুষনীয়, কিন্তু শ্রমজীবিদিগের পক্ষে তাহা বিশেষ দুষনীয় নহে।

আমাদের দেশের যেরূপ অবস্থা, দেখা যাইতেছে তাহাতে বরং পুরুষ জাতির পরিশ্রম না করিলে চলে না বলিয়া সকলেরই কিছু না কিছু পরিশ্রম করা ঘটে, কিন্তু ভ্রান্ত স্ত্রীপ্রিয় বা স্ত্রীদেবতাদিগের প্রেয়সীগণের আর কোন প্রকার পরিশ্রমের কার্য্য নাই। ইহাতে ভবিষ্যতে বহুপ্রকার বিঘ্ন ঘটনা হইবার সম্ভব। যাহাই হউক গৃহিণীরা যখন গৃহস্থের সর্ব্বস্ব, তখন অন্ততঃ তাঁহাদেরও একটু সাবধান হওয়া আবশ্যক। তাহারা অন্য কার্য্য করুন বা না করুন, আমাদের প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা অন্ততঃ পাক-কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখুন। আহারই মনুষ্যের সুখ স্বাচ্ছন্দের হেতু। বল, বর্ণ, তেজঃ, এবং সমস্ত প্রকার দৈহিক ব্যাপার, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত সমস্তই আহারের অধীন। এতাদৃশ আহারের ভার এদেশে নারীজাতির উপরেই অর্পিত ছিল। কেন ছিল? তাহা প্রথম প্রস্তাবেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের স্বামীরাও যে তাহা ইচ্ছা করেন না, তাহা বলিয়া তাঁহদের হস্ত হইতে আজ্ও আহারের ভার অন্য কাহারও স্কন্ধে অবতারিত হয় নাই। ভবিষ্যতে যে হইবে, তাহাও হইবে না। না হইবার কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আহারের ভার চিরকালই নারী দিগের হস্তে থাকিবেক। অতএব, আহারীয় বিষয়ে নারীজাতির সবিশেষ দৃষ্টি অভ্যাস না করা অত্যন্ত অসুখের কারণ। আহারীয় বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইলে তদ্বিষয়ে শিক্ষা লাভ ও তাহার অভ্যাস করা উচিত। যদিও আঢ্য-গৃহিণী দিগের স্বয়ং পাক করিতে হয় না, না করিলেও চলে বটে, তথাপি তাহাদিগের পাক বিদ্যায় অনভিজ্ঞা থাকা উচিত নহে। কর্ত্তা বা কর্ত্রী অজ্ঞ হইলে ভৃত্যেরা সুচারুরূপে কার্য্য করিতে প্রস্তুত থাকিবে না। কর্ত্রী যদি তাহাদের রন্ধন বিষয়ে সুশিক্ষিতা থাকেন, তাহাহইলে তিনি স্বীয় পাচক বা পাচিকার বিনা অপচয়ে ইচ্ছাস্বরূপ সুখকর ও হিতকর খাদ্য প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিবেন, নচেৎ তাহারা ভাল হউক মন্দ হউক

ক্ষতি হউক, আর বৃদ্ধি হউক, যাহা করিবে তাহাই মঞ্জুর করিতে হইবেক। এই জন্যই আমরা বলি, কি ধনী কি দরিদ্র, সকল গৃহের গৃহিণীদিগেরই পাক বিদ্যা জানা আবশ্যক। মনে করিওনা যে, পাকবিদ্যা আবার বিদ্যা! পাকবিদ্যা সহজ নহে। ইহা এক প্রকার রসায়ন-বিদ্যা বলিলেও বলা যায়। রসায়ন বিদ্যার ন্যায় ইহাতেও লোকের হিতাহিত সংযোগ আছে, বিলক্ষণ আমোদও আছে। যে, যে বিদ্যা জানে, সে সেই বিদ্যাতেই আমোদ পায়। তুমি যদি পাক বিদ্যা জান ত পাকবিদ্যাতেই আমোদ পাইবে। প্রসঙ্গক্রমে অনেক কথা বলা হইল, এক্ষণে পাক-বিদ্যা সম্বন্ধে কিছু বলা যাউক।

পাকবিদ্যা রসায়ন বিদ্যার এক অঙ্গ। রসায়ন বিদ্যার দ্বারা যেমন বস্তুর স্বভাব, মনুষ্যের সহিত উপকার অপকার সম্বন্ধ ও দোষ গুণ জ্ঞাত হওয়া যায়, এই পাক-বিদ্যার দ্বারাও উক্ত সমুদায় জ্ঞাত হওয়া যায়। রসায়ন বিদ্যার ভিত্তি বা মূল পত্তন যেমন বহুলপদার্থের উপর সংস্থাপিত, পাকবিদ্যার ভিত্তি বা মূল পত্তন ঠিক সেরূপ নহে। কতকগুলি রসের উপরই ইহার মূল পত্তন। রসই যখন পাকবিদ্যার মূলাধার, তখন অগ্রে রস কি? তাহা নির্ণয় করা অথবা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

রস বা আস্বাদ।

রস ও আস্বাদ একই কথা। রস আর কিছু না, দ্রব্যগত একপ্রকার গুণ। এই গুণটা অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না, কেবল জিহ্বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই উহার অনুভব হইয়া থাকে। রস জিহ্বার দ্বারা জানা যায় বলিয়া জিহ্বার অপর একটা নাম "রসনা।" অতএব, কোনও দ্রব্য জিহ্বায় সংলগ্ন হইবামাত্র যে একপ্রকার আস্বাদ অনুভব হয়, তাহারই নাম "রস।" এই রস ও তাহার বিপাক-বিশেষ জ্ঞান লাভ করাই পাক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এবং রস ও রসের রচনা বিশেষকে পাক বলে, আর তদ্বোধক শাস্ত্রকে পাক শাস্ত্র বলে।

অন্যান্য শাস্ত্রে ছয় প্রকার রসের উল্লেখ আছে, কিন্তু পাকশাস্ত্র বলেন, রস প্রধানতঃ ৬ ছয় প্রকার বটে, পরন্তু তদ্ভিন্ন মিশ্র রস অনেক আছে।

মধুর (১), অম্ল (২), লবণ (৩), কটু (৪), তিক্ত (৫) ও কষায় (৬) এই

ছয়টী রস প্রধান। এই প্রধানতম ছয়টী রসের মধ্যে যে কোনও দুই বা ততোধিক রস একত্রিত বা মিশ্রিত হইলে অন্য এক নূতন রস আবির্ভূত হয়। সে সকল রসের নাম "মিশ্ররস।" এই "মিশ্ররস" অনেক প্রকার ও বহুসংখ্যক হইতে পারে, কিন্তু তাহার মধ্যে যে গুলি বিস্পষ্টরূপে অনুভূত হইতে পারে, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে না ধরিয়া, স্থূলভাবে সেইগুলিকেই গণনা করা আবশ্যক। তদনুসারে পাকশাস্ত্রে সর্ব্বসমেত ৬৩ প্রকার মিশ্ররসের উল্লেখ আছে। সংস্কৃত শাস্ত্রের লিখিত ৬৩ প্রকার মিশ্র রসের নাম এস্থলে অনুবাদ করিয়া বুঝান যাইতে পারে না। সংস্কৃত নামগুলি লিখিয়া দিলেও কেহ তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া স্থির রাখিতে পারিবেন না। ফল, সে সকল নামের অনুবাদ করিলে "অম্ল মধুর" "মধুরাম্ল" ইত্যাদি ক্রমে উক্ত প্রধান রসের নাম প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। বাঙ্গালা ভাষায় "আম্‌টে আম্‌টে" "টক্ টক্" "নোনৃতা নোনৃতা" ইত্যাদি দুই চারিটী মাত্র কথা প্রচলিত আছে। ফল, সে সকল নাম না জানিলেও পাক-বিজ্ঞানে বিশেষ ব্যাঘাত হয় না।

এক রসে অন্য রস মিশ্রিত হইলে তাহা নূতন একপ্রকার আস্বাদ বা রসরূপে পরিণত হয়, ইহা পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত। সুতরাং জানা গেল যে, পূর্ব্বোক্ত ছয় রসের যে কোনও দুই বা ততোধিক রস একত্রিত বা মিশ্রিত করিবামাত্র তাহা রসান্তর হইবে। কোন অম্লরসের দ্রব্য ও কোন মধুর রসের দ্রব্য একত্রিত কর, দেখিতে পাইবে যে তাহা নূতন এক আস্বাদ উৎপাদন করিয়াছে। এরূপ হয় কেন? তাহা শুন।

পূর্ব্বোক্ত ছয়টী রসের স্বভাব এই যে, তাহারা পরস্পর কি গুণে, কি স্বভাবে, কি শক্তিতে, সর্ব্বপ্রকারে অত্যন্ত বিভিন্ন। উহাদের এই এক স্বভাবসিদ্ধ প্রভাব আছে যে, উহারা প্রত্যেকে প্রত্যেককেই অর্থাৎ প্রত্যেক রস প্রত্যেক রসকে অভিভব অর্থাৎ খাট করিবার চেষ্টা পায়। কেহ কাহাকে বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পায় না। এতদ্রূপ স্বভাব থাকায়, দুই বা ততোধিক রস একত্রিত হইলে কাহারও প্রাধান্য থাকে না। পরস্পর পরস্পরকে অভিভব বা খাট করিয়া ফেলে। সুতরাং সেই একত্রিত রসগুলি তখন এক নূতন ভাব ধারণ করে অর্থাৎ অভিনব আস্বাদ্য হইয়া উঠে।

আমাদের দেশের প্রাচীন কালের স্ত্রীলোকেরা যে তত মূর্খ ছিলেন, তথাপি তাঁহারা এই বিজ্ঞান টুকু জানিতে পারিয়া ছিলেন। যথা—

"বড়োয় বড়োয় নতুন ছিষ্টি
হল্‌দি চুণে রাঙার ছিষ্টি।"

"বড়" প্রধান। "নতুন" অভিনব। "ছিষ্টি" বা উৎপত্তি। "হল্‌দি" হরিদ্রা। "চুণ" দগ্ধ শম্বুক প্রভৃতি ক্ষার। "রাঙা" রক্তবর্ণ।

দুই প্রধান সর্ব্বাবয়বে মিশ্রিত হইলে কাহারও প্রাধান্য থাকে না, কাযে কাযেই তাহা হইতে এক অভিনব সৃষ্টি হইয়া পড়ে। হরিদ্রা এবং চুণ এই দুই স্বতন্ত্র পদার্থ সর্ব্বাবয়বে মিশ্রিত হইলে রক্ত বর্ণ হয়।

কেদার বাবুর জীবনের একটি অংশ।

কেদার বাবু বড় মদ ভক্ত ছিলেন। ইহা তাঁহার এত দূর প্রিয় হইয়া উঠিয়া ছিল যে, এক দিন না হইলে চলিত না। এক দিন তিনি পোষ্ট আফিসের কাজ হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, তাঁহার পকেটে মদের খরচের জন্য যে চারি আনা পয়সা ছিল, তাহা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে।

পাঠক পাঠিকা গণ! তোমরা যদি কোন দিন তোমাদের ভাল বাসার বস্তু হইতে বঞ্চিত হইয়া থাক, তাহা হইলেই তোমরা কেদার বাবুর মনের যাতনা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিবে। তাঁহার মনে এখন যে কি কষ্ট হইতেছে তাহা নিজে ভিন্ন আর দ্বিতীয় ব্যক্তি অনুভব করিতে পারে না। তিনি ভগ্ন হৃদয়ে মদন সাহার দোকানে যাইয়া কিঞ্চিৎ মদ ধার প্রার্থনা করিলে পর, মদন অমনি খাতার দুই চারি খানি পাতা উল্‌টাইয়া কেদার বাবুর নামের হিসাব বাহির করিল। খাতা খুলিয়া দেখিতে পাইল, তাহার নিকট প্রায় ৪০৲ এপর্য্যন্ত পাওনা হইয়াছে। মনে ভাবিতে লাগিল—একে বাবুর ২০৲ মাত্র বেতন, তাহাতে ২টি কন্যা এবং একটি পুত্র—ইহা ভাবিয়া মদন আর ধার দিতে সাহস করিল না; সে মৃদু স্বরে বলিল "বাবু আমাকে ক্ষমা করুণ, আমি ধার দিতে পারিব না।"

মদনের এই কএকটি কথায় কেদার বাবুর ভগ্ন হৃদয় একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল; তিনি কিয়ৎক্ষণ মৃত ব্যক্তির ন্যায় নিস্তব্ধ দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে ধীরে ২ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

গৃহে আসিয়া বিছানায় শুইয়া চক্ষুহইতে দুই এক ফোঁটা জল ফেলিতে ছিলেন, এমন সময় গৃহিণী তথায় আসিলেন; আসিবা মাত্র কেদার বাবু অমনি চোকের জল মুছিয়া ফেলিলেন। কিন্তু আগুণ কি কখন কাপড়ে চাপা থাকে? আবার তাঁহার চক্ষে জল আসিল। আনন্দময়ী তাঁহার স্বামীর দশা উত্তমরূপে জানিতেন, কারণ ইহার পূর্ব্বে দুই এক বার এরূপ কাণ্ড হইয়া গিয়াছে; তথাপি তিনি রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কেদার বাবু শেষ কালটা লজ্জায় কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া মিথ্যা কথাটা বলিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—তোমাকে আর কি বলিব, তুমিত সংসার সম্বন্ধে কিছুই ভাব না? তোমাকে আমার ক্রন্দনের কারণ বলাও যে কথা, একটা গাছকে বলাও সেই কথা; সুতরাং তোমায় বলিয়া কি হইবে?

আনন্দময়ী পুনরায় উত্তর করিলেন, "আচ্ছা কিছু হোক্ বা না হোক্, বলায় কি কোন আপত্তি আছে?" কেদার বাবু বলিলেন,—"আপত্তি আর কি? তবে—তোমায় বলায় ফল নাই,যদি একান্তই না ছাড়বে,তবে শোন।

ফুলহাঁসির বয়ঃক্রম এখন প্রায় ১৪ বছর হইতে চলিল, উহাকে বিবাহ না দিলে আর যে চলে না। পাড়ায় পাড়ায় আমায় সকলে নিন্দা কচ্ছে, যে এতবড় মেয়ে ঘরেও রেখেছে! আর কেউ কেউ বোল্‌চে, ও যদি শীঘ্র বিবাহ না দেয়, তা হলে ওকে জাতি থেকে তাড়াতে হবে। তা একবার ভাব?"

আনন্দময়ী উত্তর দিলেন,—"কেন, তাহার জন্য তোমার এত ব্যস্ত হবার প্রয়োজন কি? আমি ঘোষালদের বড় ছেলের সঙ্গে উহার সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি,—তার মা বলেচে যে, আমি অমনি মেয়ে খুজ্‌চি।"

কেদার বাবু হাঁসিয়া বলিলেন "তবেই আর কি সব হয়েছে!!"

স্ত্রী কি যেন একটি কথা বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় কেদারবাবু তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"সম্বন্ধের সহিত যদি বিবাহের খরচটি

যোগাড় করিতে পারিতে, তাহা হইলে চিন্তার কারণ ছিল না বটে, কিন্তু আমি চাকরি করিয়াই বড় পারিলাম, তা তুমি তো——।" বাবুর কথা শেষ না হইতে হইতেই স্ত্রী প্রাঙ্গণের একটা অংশ খুঁড়িতে গেলেন, স্বামী দেখিয়া বলিলেন,"তুমি কি পাগল হইয়াছ?"আনন্দময়ী উত্তর দিলেন, "এই যে ছিদ্রটী দেখিতেছ, ইহার নীচে একটী বড় কল্‌সি আছে, তাহা আমাকে বাহির করিয়া দাও।" স্বামী দ্বিরুক্তি না করিয়া সেই কাজে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষে একটি বাস্তবিক কলস দেখিতে পাইলেন। ইহা দেখিয়া তিনি যে কি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তাহা বলা যায় না, কারণ তিনি কলসটি পয়সা পূর্ণ দেখিলেন। স্ত্রীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিলেন,—"আমি ৫ বছরে এই পয়সা গুলি জমাইয়াছি। রোজ ২। ৪ টী করিয়া পয়সা এই গর্ত্ত দিয়া ফেলিয়া দিতাম।" এখন উভয়েই গণনা করিতে বসিলেন, অবশেষে দেখিলেন, মোট ৫০০্ টাকা। উভয়েই আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলেন; কিন্তু কেদার বাবু সে সময়ে যে কি লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। তিনি মনে করিলেন, পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "তুমি সংসার সম্বন্ধে ভাব না।" এখন দেখিলেন, বাস্তবিক সংসার সম্বন্ধে ভাবে কে? এইরূপ অনেক প্রকার চিন্তার পর তাঁহার মন ভাল হইল।

এই হইতেই তাঁহার মনের পরিবর্ত্তন ঘটিল। তিনি তাঁহার গত জীবন স্মরণ করিয়া অতিশয় লজ্জিত, দুঃখিত এবং অনুতপ্ত হইলেন। এই হইতেই তাঁহার জীবন স্রোত ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। স্ত্রীর একদিনের একটী কথায় তাঁহার চক্ষু ফুটিল। কেদার বাবুর মদের দোকানে যাওয়া বন্ধ হইল এবং তদানুষঙ্গিক তাঁহার সর্ব্বপ্রকার দোষও বিদূরিত হইল। ইহার পর তাঁহার কন্যার বিবাহ অতি আড়ম্বরের সহিত সম্পাদিত হইল।

শ্রীকরমেতি বাই চরিত।

অনেকের বিশ্বাস যে, স্ত্রীজাতি সংসারে মায়া-পুত্তলী, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মের উচ্চভাব অসম্ভব। এই অমূলক কথার আর কোন প্রকার উত্তর দান না করিয়া ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে একটী সাধ্বী স্ত্রীর জীবন চরিত প্রকাশ করিতেছি। ইহাতেই যথেষ্ট প্রমাণিত হইবে যে স্ত্রীজাতি উচ্চ ধর্ম্মভাব লাভ করিতে পারেন কি না?

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে থাজল গ্রামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুরোহিতের নাম পরশুরাম। পরশুরাম পণ্ডিতের কন্যার নাম করমেতি বাই। রাজা ও রাজপুরোহিত পরম বৈষ্ণব। পূর্ব্বকালে বৈষ্ণবগণ স্ত্রী কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতেন। লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিবে, ইহাই তাঁহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। করমেতি অল্প বয়সেই বিদ্যাবতী হইলেন। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা হইল। পরশুরাম পণ্ডিত বিদ্যাবতী সাধ্বী কন্যাকে সৎপাত্রে দান করিলেন। করমেতি বাই নিতান্ত অনিচ্ছাতে বিবাহ করিলেন, কিন্তু বিবাহের পর স্বামি-গৃহে যাইতে কিছুতেই সম্মতা হইলেন না। করমেতির ব্যবহার দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য। তিনি নির্জ্জনে বসিয়া ইষ্ট দেবতার চিন্তা করেন, পাগলিনীর ন্যায় কখন হাসেন, কখন রোদন করেন, কখন বা উচ্চৈঃস্বরে হা নাথ! বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। কৃষ্ণপ্রেমরূপ ফুল্ল কমলে তাঁহার মন মধুকর মত্ত হইয়া পড়িল। কৃষ্ণরূপ অমৃত সাগরে মগ্ন হইলেন, উঠিতে না পারিয়া তাঁহাতেই পড়িয়া রহিলেন। কৃষ্ণরূপ কল্পলতা অঙ্গে জড়াইয়া আপনাকে বান্ধিয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণ নাম কল্প-বৃক্ষ হৃদয়ে রোপণ করিয়া প্রেমামৃত ফল আস্বাদন করিতে লাগিলেন।
"কৃষ্ণপ্রাণ কৃষ্ণধন কৃষ্ণসুখসার, কৃষ্ণবিনা ত্রিজগতে নাহি জানে আর।"

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে স্বামিগৃহে লইবার জন্য পুনর্ব্বার চেষ্টা হইতে লাগিল। করমেতি স্বামি-গৃহকে বিষতুল্য জ্ঞান করিতেন। তিনি অবগত হইয়াছিলেন, স্বামী অবৈষ্ণব এবং ঘোর বিষয়ী। এজন্য তিনি

অত্যন্ত ভীতা হইয়াছিলেন। শোকে দুঃখে হৃদয় অস্থির হইল। সেস্থানে গমন করিলে কুসঙ্গ হইবে, বিষয় তস্করে মন বুদ্ধি হরণ করিবে। "কৃষ্ণ ভক্তি স্পর্শমণি হারাইব, হায় হায় কি দশা হইবে, কি করিব?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ভূমিতে লুটাইয়া কান্দিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন যে, গোপনে বৃন্দাবনে পলায়ন করিব।

"অরে মন মোর কিছু অনুকূল হও।
কৃষ্ণ অন্বেষণে মোরে শীঘ্র লয়ে যাও॥"
"কমল বদন শুভ সুখময় ধাম।
রসের সাগর রূপ গুণে অনুপম॥"
"তাঁহারে মিলাও মোর এই হিত কর।
চল তবে এই অভাগীর করে ধর॥"
"লইয়া যাইয়া পাছে আছাড় মারহ।
পুনর্ব্বার গৃহ ফাঁদে ফিরিয়া আসহ॥"
"সুখ মান অর্থ আর জীবনের আশা।
ত্যজিয়া করহ কৃষ্ণ আশালতা বাসা॥"
"প্রাণ সমর্পণ কর কৃষ্ণ অন্বেষণে।
কৃষ্ণবিনা অনর্থক কি কায জীবনে॥"

এইরূপ চিন্তা করিয়া সাধ্বী করমেতি মনের অনুরাগে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। চতুর্দ্দিকে দ্বার বন্ধ দেখিয়া দ্বিতল হইতে নীচে লম্ফ দিয়া পড়িলেন। গাঢ় অনুরাগবলে শরীরে বেদনা অনুভব করিলেন না। নীচে অবতরণ পূর্ব্বক বৃন্দাবন লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। প্রভাতে পরশুরাম পণ্ডিত গৃহে কন্যাকে না দেখিয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিলেন, লোক ধর্ম্মভয়ে পরশুরাম অধোমুখ হইলেন। রাজার নিকট গিয়া বলিলেন "মহারাজ! আমার নাক কান কাটা গেল, আমার কন্যা রাত্রিযোগে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। মনের দুঃখে বনেই গেল, কি জলেই ডুবিয়া মরিল কিছুই জানি না।" রাজা এতচ্ছ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হৃদয়ে করমেতির অন্বেষণ জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। একটা প্রকাণ্ড প্রান্তরে করমেতি দূর হইতে দেখিলেন যে, তাঁহার অন্বেষণে লোক

আসিতেছে। প্রশস্ত প্রান্তরে আত্ম-সংগোপনের উপায় কিছুই দেখিলেন না। সম্মুখে একটা মৃত উষ্ট্র পড়িয়া রহিয়াছিল। তাহার উদর গহ্বরে প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া রহিলেন। দুর্গন্ধে তাহার নিকটেও কেহ আগমন করিল না। করমেতি তিন দিন উপবাসে সেই পূতিগন্ধপূর্ণ উষ্ট্রোদরে কৃষ্ণনাম রসপানে উন্মাদিনী ছিলেন। চতুর্থ দিবসে গঙ্গাস্নান করিয়া শরীর পরিষ্কার করিলেন। এইরূপে বহুকষ্টে চলিতে চলিতে বৃন্দাবনে উপনীতা হইলেন। বৃন্দাবন দর্শনে অনেক দিনের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইল, আনন্দের সীমা রহিল না। ব্রহ্মকুণ্ড তীরে ঘোর অরণ্য মধ্যে ধ্যানযোগে কৃষ্ণ দর্শনে উপবেশন করিলেন।

পরশুরাম পণ্ডিত কন্যার বিচ্ছেদে শোকার্ত্ত হৃদয়ে অন্বেষণ করিতে করিতে বৃন্দাবনে আগমন করিলেন। সেখানে নানা বন অন্বেষণ করিয়াও কোন স্থানে দেখা পাইলেন না। একদিন একটা উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডতীরে গভীর অরণ্য মধ্যে কন্যাকে দর্শন করিলেন। বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করতঃ সঙ্গীলোকদিগকে লইয়া কন্যার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখেন কন্যার পবিত্র জ্যোতিতে বন আলোকময়, কন্যা ধ্যানে নিমগ্না, কিছুমাত্র বাহ্যজ্ঞান নাই, দুনয়নে দর দর ধারা বহিতেছে। দেখিয়া পরশুরামের হৃদয় গলিয়া গেল, তখন করমেতিকে আর কন্যা বলিয়া মনে করিলেন না। সাষ্টাঙ্গে করমেতির চরণে প্রণাম করিলেন :—

"কিবা পুত্র কিবা কন্যা নীচ কেহ নয়।
যেই কৃষ্ণভক্ত সেই পূজ্যতম হয়॥"

বহুক্ষণ পরে বাইজীর বাহ্যজ্ঞান হইল। সম্মুখে পিতাকে দেখিয়া প্রণাম করতঃ অধোমুখে রহিলেন। পরশুরাম অনেক বিনয় করিয়া বলিলেন, "মা! গৃহে চল, বনে প্রয়োজন কি? গৃহে বসিয়া কৃষ্ণভজনা কর। তুমি আমার গৃহের আলোক, গৃহলক্ষ্মী। তোমাকে দেখিয়া আমি অমৃত-সাগরে অভিষিক্ত হইলাম।" করমেতি বলিলেন, "পিতঃ! আমাকে এত স্তুতি করিতেছেন কেন? শ্যামল সিন্ধু তরঙ্গ পাথারে আমার মন ডুবিয়াছে—আর উঠিতে পারে না। আমার দেহটা লইয়া গিয়া প্রয়োজন কি? অতএব

আর আগ্রহ করিবেন না। আমার আশা ত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করুন। যে ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে, তাহার জন্য আর আশা কেন? অতএব আপনি গৃহে গিয়া কৃষ্ণ সেবা করুন। বিষপান না করিয়া কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করুন। তাহাতে অত্যন্ত সুখী হইবেন, দিন দিন আনন্দ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।—"এই কথা বলিতে বলিতে করমেতি প্রেমভরে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। পরশুরাম কন্যার ভাব দেখিয়া তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। পণ্ডিতজী কান্দিতে কান্দিতে গৃহে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিবরণ রাজাকে বলিলেন। রাজা শ্রবণ করিয়া বাইজীকে দর্শন করিতে বৃন্দাবনে আগমন করিলেন। দেখেন বাইজী যমুনার তীরে বসিয়া কৃষ্ণ নাম গান করিতেছেন, প্রেমাশ্রুতে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। রাজা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। বাইজী রাজাকে প্রতি-প্রণাম করিলেন। রাজা বাইজীর অবস্থিতির জন্য ব্রহ্মকুণ্ড তীরে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি করিলেন। বাইজী বলিলেন এরূপ কার্য্য করিও না। ভূমি-খননে অনেক জীবের হিংসা হইবে। অতএব কুটীর নির্ম্মাণ অকর্ত্তব্য। তথাপি রাজা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া একটী পাকা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। অদ্যাপি সে কুটীরের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

এইরূপে সাধ্বী করমেতি বাই বহুদিন ফল মূল ভোজনে তপস্যায় নিযুক্তা থাকিয়া ভবধাম পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিলেন।

এরূপ কত শত সুন্দর পুষ্প যে কত স্থানে ফুটিয়াছিল তাহা কে জানে? ভগবান্ নরনারীর অন্তরে যে ধর্ম্মবীজ রোপণ করিয়াছেন, উপযুক্ত কৃষিকার্য্য করিলে নিশ্চয়ই তাহার ফল লাভ করা যায়। পিতার ধনে পুত্রকন্যার সমান অধিকার। স্ত্রীজাতি সংসারে মায়ার পুতুলী নহেন, নির্ম্মল ধর্ম্মকুসুম। পিতার কন্যা পিতার আদরের ধন। পুরুষের মলিন হস্তে কুসুমের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। ধর্ম্ম নারীর শোভা সৌন্দর্য্য। ধর্ম্ম নারীর স্বাধীনতা। বাহিরের চাক্‌চিক্য প্রকৃত স্বাধীনতা নহে। পুরুষ বলিলেন, "বিবি হও," স্ত্রী বিবি হইলেন, পুরুষ বলিলেন "তুমি ঘরের কোণে বদ্ধ থাক," স্ত্রী অবরোধে প্রবেশ করিলেন। এরূপ আচরণ পরাধীনতা মাত্র। যতদিন হৃদয় ধর্ম্মভাবে

উচ্ছ্সিত না হয়, ততদিন প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ কেহ বুঝিতে পারে না। করমেতির হৃদয়ে সাহস, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, স্বাধীনতা কে আনয়ন করিল? ভগবৎ প্রেমই উহার মূল। পরমেশ্বরে গাঢ় অনুরাগ হইলে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করা জলে মগ্ন হওয়া অতি সহজ কার্য্য। স্ত্রীজাতি ঈশ্বরপ্রেমের আদর্শস্থল, সেখানে ধর্ম্মের উচ্চভাব দেখিব না, তবে কোথায় দেখিব? মুকুলে কুসুমটীকে বৃন্তচ্যুত করিও না, পরিণামে সুন্দর ফুল দেখিতে পাইবে।

গারফিল্ড জীবনী।

জনৈক আত্মীয়ার নিকট লিখিত পত্রের আকারে প্রকাশিত।

[প্রথম পত্র।]

তোমাকে কদিন হইল লিখিয়াছিলাম, গারফিল্ডের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া চক্ষুর্জল সংবরণ করিতে পারি নাই। কোথায় আমেরিকা, কোথায় ভারতবর্ষ, কোথায় গারফিল্ড, কোথায় আমি; তথাপি সচ্চরিত্রের এমনি মোহিনী শক্তি যে, সে দিন সেই মর্ম্মভেদী তাড়িতবার্ত্তা পাঠ করিয়া আমার বোধ হইল যেন আমি একটী অতি নিকট আত্মীয় হারা হইয়াছি। আমেরিকা কাঁদিতেছে,—তাহার কাঁদিবার কারণ আছে। ইংলণ্ড শোক প্রকাশ করিতেছে, ইহারও কারণ সহজে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। কিন্তু দূরস্থ ভারতযুবা যে গারফিল্ডের মৃত্যুতে আমেরিকাবাসীর অশ্রুজলের সঙ্গে আপনার অশ্রুজল মিশাইতেছে, ইহা বাস্তবিক আশ্চর্য্য দৃশ্য। কিন্তু যিনি আপনার চরিত্রগুণে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া, অতি সামান্য অবস্থা হইতে বর্ত্তমান সভ্য জগতের শ্রেষ্ঠতম ও উচ্চতম পদলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, দেশগত, জাতিগত, এবং ধর্ম্মগত সমুদায় পার্থক্য বিস্মৃত হইয়া, তাঁহাকে সমস্ত জগৎ আপনার লোক বলিয়া গণ্য করিবেই করিবে। সংকীর্ণ হৃদয় অতি সংকীর্ণ ক্ষেত্র হইতে সহানুভূতি ও ভালবাসা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যে প্রশস্ত হৃদয় জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে

সমুদায় জগতের নরনারীকে আলিঙ্গন করে, সমগ্র মানবজাতির হৃদয়ও অদৃশ্য আকর্ষণে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই আজ আমেরিকাবাসী গারফিল্ডের মৃত্যুতে ভারত যুবার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ।

কিন্তু গারফিল্ডের জীবনী না পড়িলে এই সম্বন্ধে গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে পারিবে না বলিয়া আজ তোমার নিকট তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী বিবৃত করিতে বসিলাম।

আমেরিকার নিউইয়র্কের অন্তর্গত ওষ্টেগো প্রদেশের ওরচেষ্টার নগরে ১৭৯৯ খৃঃ অব্দেএব্রাম গারফিল্ড নামক জনৈক কৃষক সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিই আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট স্বর্গীয় মহাত্মা জেমস্ গারফিল্ডের পিতা। এব্রামের পিতা অত্যন্ত দীন দরিদ্র ছিলেন; এমন কি বহুসংখ্যক পুত্রকন্যা জন্ম গ্রহণ করাতে আপনার পরিবারের সম্যক্ ভরণপোষণ করা তাঁহার সাধ্যাতীত হইয়া উঠে। দরিদ্র কৃষকের কষ্ট দেখিয়া জেমস্ ষ্টোন নামে জনৈক সহৃদয় প্রতিবাসী এব্রামের স্তন্যত্যাগের পরেই তাহাকে আপনার পরিবারের মধ্যে গ্রহণ করিয়া, অতি যত্নে আপনার পুত্রের ন্যায় লালন পালন করেন। ভাগ্যক্রমে তাঁহার দশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় এব্রামের একটী শৈশব সহচরী জুটিয়া যান। এই সময়ে জেমস্ বেলো নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ধর্ম্মযাজকের বিধবা পত্নী তাঁহার পুত্র কন্যা সমভিব্যাহারে নিউহাম্প শায়ার পরিত্যাগ করিয়া জেমস্ ষ্টোনের বাড়ীর নিকটে আসিয়া আবাস গ্রহণ করেন। বিধবা বেলোর এব্রামের সমবয়স্কা ইলাইজা নাম্নী একটী কন্যা ছিলেন। ইলাইজা এব্রামের ক্রীড়া সহচরী হন, এবং এই শৈশব প্রণয় ক্রমে ঘনীভূত হইয়া যৌবনের ভালবাসায় পরিণত হয়।

এব্রামের পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় বিধবা বেলো ওরচেষ্টার পরিত্যাগ করিয়া ওহিও প্রদেশের জেনেসভিল্ নামক গ্রামে গমন করেন। ইলাইজা আপনার প্রিয়তম শৈশব সহচরকে পরিত্যাগ করিয়া মাতার অনুগামিনী হন। কিন্তু এব্রাম তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইবামাত্রই তিনিও ওরচেষ্টার পরিত্যাগ করিয়া ওহিও প্রদেশে গমন করেন, এবং তথায় ক্লিভলেন্ডের নিকটবর্ত্তী নিউবর্গ গ্রামে একটী কুটীর

নির্ম্মাণ করিয়া কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করেন। কিন্তু কেবল কৃষকের কাজ করিবার জন্য এব্রাম ওরচেষ্টার পরিত্যাগ করিয়া ওহিও প্রদেশে আসেন নাই। ইলাইজার অনুসন্ধান করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, সুতরাং অতি অল্পদিন পরেই তিনি বেলো-পরিবারের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হন, এবং অবশেষে ইলাইজাকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন।

এব্রাম নিজে কৃষক ছিলেন, এবং তাঁহার পৈতৃক ব্যবসায়ও কৃষিবৃত্তি ছিল বলিয়া মনে করিও না, ইহাঁরা নীচবংশোদ্ভব। জাতিভেদ প্রথা এদেশে থাকাতে, কায়িক পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা এদেশের লোকের চক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীয়, কিন্তু ইংলণ্ডে, বিশেষতঃ আমেরিকায় এরূপ নহে।

আমেরিকার আদিম অধিবাসীগণ অত্যন্ত অসভ্য ও বর্ব্বর। ইহাদিগকে ইণ্ডিয়ান কহে। কিন্তু আজ প্রায় তিনশত বৎসর হইল, অনেকগুলি ইউরোপীয় দলে দলে গিয়া আমেরিকায় বাস করেন। আমেরিকায় নূতন জাতির মধ্যে ইংলণ্ডের পিউরিটানগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাঁরা খৃষ্টীয়ানদিগের সম্প্রদায় বিশেষ। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস এবং তাঁহার পরে দ্বিতীয় চার্লস্ এবং দ্বিতীয় জেমস্ ইহাঁদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করেন। ইহাঁরা প্রকাশ্য ভাবে আপনাদিগের বিবেকানুসারে স্ব স্ব ধর্ম্ম সাধন করিতে পাইতেন না। সুতরাং ইহাঁরা আপনাদিগের ধর্ম্ম রক্ষার্থ প্রিয়তম জন্মভূমি, প্রিয় প্রতিবাসীবর্গ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে গিয়া আমেরিকার বনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৬৩০ অব্দে গারফিল্ডের প্রথম আমেরিক পূর্ব্ব পুরুষ এডোয়ার্ড গারফিল্ড, জন উইনথোপ প্রভৃতি কতিপয় অতি সম্ভ্রান্ত পিউরিটানের সঙ্গে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকা যাত্রা করেন। ইহাঁর সন্তুতিগণ সকলেই কৃষক ছিলেন।

এক শত বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার অধিকাংশ স্থান ইংরাজদিগের অধিকারে ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ড আমেরিকার উপর অযথা অত্যাচার আরম্ভ করেন। এই অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া আমেরিকাবাসীগণ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, ছয় বৎসরের কঠিন সংগ্রামের পর ইংলণ্ডের হস্ত হইতে আপনাদিগের প্রিয়তম

মাতৃভূমির উদ্ধার করেন। এই যুদ্ধ ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকা বিপ্লব, বা আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই যুদ্ধে আপনাদিগের প্রিয়তম জন্মভূমির উদ্ধার সাধনের জন্য অনেক আমেরিক কৃষক কৃষিযন্ত্র ছাড়িয়া সমরাস্ত্র ধারণ করেন। এমন কি রমণীগণ পর্য্যন্ত স্বদেশ উদ্ধারের জন্য নানা উপায়ে পুরুষগণের সাহায্য করেন। কথিত আছে যে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মনমাউথের যুদ্ধে একটী আয়রলণ্ডবাসী লোক যুদ্ধক্ষেত্রে হত হয়। মলিনাম্নী তাঁহার দ্বাবিংশ বর্ষীয়া পতিব্রতা পত্নী যুদ্ধ-ক্ষেত্রের অনতিদূরে একটী কূপ হইতে জল তুলিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার স্বামীর পতন ও মৃত্যু তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়। সেনাপতি যেই হত সৈনিকের অস্ত্র স্থানান্তরিত করিতে আদেশ দিয়াছেন, অমনি মলি তাঁহার সম্মুখে গিয়া স্বামীর অস্ত্র ধারণ করিয়া অতুল সাহসে শত্রুনিপাত করিতে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধাবসানে সেনাপতি গ্রীণ এই বীরনারীর বীরত্ব প্রধান সেনাপতি ওয়াসিংটনের নিকট জ্ঞাপন করিলে, ওয়াসিংটন মলিকে সার্জ্জেণ্টের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সুপ্রসিদ্ধ যুদ্ধে গারফিল্‌ডের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ কাপ্তেনের কার্য্য করেন। এব্রামের খুল্লতাত এড্‌ওয়ার্ড গারফিল্‌ড এই যুদ্ধের প্রারম্ভে কনকর্ডব্রিজ সময়ে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা করেন এবং এব্রামের পিতামহ সলোমন গার্‌ফিল্‌ড সুপ্রসিদ্ধ আমেরিক সেনানী ওয়াসিংটনের অধীনে সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং দেখিতেছ এব্রাম কৃষকের সন্তান এবং স্বয়ং কৃষক বলিয়া নীচকুলোদ্ভব নন।

এব্রাম যে রমণী রত্নকে বিবাহ করেন, তিনিও অতি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইলাইজার প্রথম আমেরিক পূর্ব্বপুরুষ মাটুরিণ বেলো ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে আপনার জন্মভূমি ফরাসীদেশ পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্ম ও বিবেকের স্বাধীনতা রক্ষার্থ আমেরিকার বনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি স্বয়ং একজন অতি সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন, এবং তাঁহার বংশধরেরা প্রায় সকলেই এই মহৎ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অতি দক্ষতার সহিত ধর্ম্মযাজন কার্য্য সম্পন্ন করেন।

তৃতীয় সন্তানের জন্মের পর পরিবার বৃদ্ধিসহ আয় বৃদ্ধি করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল, এবং এব্রাম কোয়েহগা কাউণ্টীর ওরেঞ্জগ্রামে

অর্দ্ধশত একার অর্থাৎ প্রায় ২০০ বিঘা ভূমি ক্রয় করিয়া তথায় গিয়া বাস করেন।

এই গ্রামে একটী সামান্য কাষ্ঠনির্ম্মিত কুটীরে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯এ নবেম্বর তারিখে জেমস্ গারফিল্ড জন্ম গ্রহণ করেন। আমি যে সময়ের কথা তোমাকে লিখিতেছি, তখন আমেরিকা এত সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয় নাই। বিশেষতঃ তৎ প্রদেশে তখনও অধিক লোক গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে নাই। গারফিলড যেখানে ভূমি ক্রয় করিয়া কুটির নির্ম্মাণ করেন, সেখানে সাত মাইলের মধ্যে (৩॥০ ক্রোশ) আর কোনও কুটির ছিল না। কেবলমাত্র ইলাইজার ভগ্নীপতি বয়েলটন গারফিল্ডের এক সঙ্গে আসিয়া তাঁহার ভূমির নিকটে একটী কুটির নির্ম্মাণ করেন। এতদ্ব্যতীত চারি দিকে ঘোরতর জঙ্গল ছিল। জেম্‌সের জন্মের প্রায় আঠার মাস পরে অর্থাৎ ১৮৩৩ অব্দের মে মাসে একদা এই জঙ্গলে দাবানল উপস্থিত হয়। কুটিরের নিকটস্থ জঙ্গলে অগ্নি লাগিয়াছে দেখিয়া পিতা, পুত্র, কন্যা সকলে আপনাদিগের কুটির ও শস্যক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য ধাবমান হইলেন, ইলাইজা সংত্রস্ত অন্তরে শিশু জেমস্‌কে ক্রোড়ে করিয়া কুটিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অনেকক্ষণ পরে কুটির এবং ক্ষেত্রের সংলগ্ন জঙ্গলের অগ্নির গতিরোধ হইল বটে, কিন্তু গ্রীষ্মকালীন প্রচণ্ড তাপের মধ্যে এই গুরুতর পরিশ্রম এব্রামের শরীরে সহ্য হইল না। পর দিন এব্রাম গুরুতর পীড়ায় শয্যাগত হইলেন। পীড়া ক্রমশঃ কঠিন হইতে লাগিল। এই সময়ে এই অরণ্যে সুবিজ্ঞ চিকিৎসক পাওয়া প্রায় কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না, এব্রাম গারফিল্ডের ভাগ্যেও তাহা ঘটিল না; এবং দুই দিবসের পর এব্রাম পরলোকগত হইলেন। মৃত্যুর প্রাক্‌কালে তিনি একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া প্রিয়তম পত্নীর মুখপানে চাহিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি এই বনে চারিটী চারা রোপণ করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আমায় ইহাদিগকে তোমার হাতে সমর্পণ করিয়া যাইতে হইতেছে।" ইলাইজা যে কি যত্নের সহিত এই চারা চারিটীকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে দেখিতে পাইবে। আজি অনেক লিখিয়াছি, আর লিখিব না। এই সকল মনে রাখিও, আগামী পত্রে এই স্থান হইতে উপাখ্যান আরম্ভ করিব।

শীতকাল।

বেস শীত পড়িয়াছে। গরম কাপড় না হইলে আর চলে না। হিমের ভয়ে সন্ধ্যা না হইতে হইতে চারিদিক্ ভাল করিয়া বন্ধ করিতে হয়। গ্রীষ্ম কালের মত রাত্রি দুইপ্রহর একটা পর্য্যন্ত কেহ আর বাহিরে থাকিতে চাহে না। কিন্তু এই ঋতু পরিবর্ত্তনের কারণ কি? পাঠিকাবর্গ হয়ত বলিবেন "ইহার আর কারণ কি?—এইরূপ চিরকাল হইয়া আসিতেছে, তাই হইয়াছে। এইরূপ অবশ্য চিরকাল হইয়া আসিতেছে; কিন্তু তথাপি ইহার কারণ কি? কারণ না থাকিলে চিরকাল এরূপ হইবে কেন? প্রকৃতিতে কারণ ব্যতীত কোন ঘটনা লক্ষিত হয় না। শীতকালেরও অবশ্য কারণ আছে।

উত্তাপ না থাকার নাম শীত। সুতরাং যে যে কারণ বশতঃ গ্রীষ্মকালে উত্তাপ বোধ হয়, সেই সকল কারনের অভাব হইলেই শীতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সকল কারণ প্রধানতঃ দুইটী, নিম্নে তাহাদের উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১)—দিবা রাত্রি একত্র করিয়া চব্বিশ ঘণ্টা সময়। সমস্ত বৎসরের মধ্যে প্রায়ই হয় দিন বড়, না হয় রাত্রি বড়। দিবা রাত্রি সমান, বৎসরে দুইদিন মাত্র ঘটে। গ্রীষ্মকালে দিবাভাগ অধিক, ও শীতকালে রাত্রিভাগ অধিক। শীতকালের বেলা দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায়, কিন্তু রাত্রি শীঘ্র ফুরাইতে চায় না। এইটি শীতের প্রথম কারণ। দিবাভাগে পৃথিবী সূর্য্যের কিরণে উত্তপ্ত হয়; এবং সূর্য্য অস্তগত হইলে শীতল হইতে থাকে। কিন্তু শীতকালের বেলা ছোট বলিয়া পৃথিবী অধিকক্ষণ উত্তপ্ত হইতে পারে না, অথচ রাত্রি বড় বলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া শীতল হয়। সুতরাং যে পরিমাণে পৃথিবী সূর্য্য হইতে উত্তাপ গ্রহণ করে, রাত্রি বড় বলিয়া তদধিক পরিমাণে শীতল হয়। ইহার ফল শীত। একখণ্ড লৌহকে তুমি যে পরিমাণে উত্তপ্ত করিয়াছ, তদধিক পরিমাণে যদি শীতল কর, তাহা হইলে লৌহ পূর্ব্বাপেক্ষা হিম বোধ হইবে। পৃথিবী সম্বন্ধেও ঠিক্ এইরূপ। বেলা ছোট বলিয়া পৃথিবী অধিক উত্তাপ পাইতেছে না, অথচ রাত্রি বড় বলিয়া

খুব শীতল হইতেছে। সুতরাং বৎসরের যে দিন হইতে রাত্রি বড় হইতে লাগিল, সেইদিন হইতে পৃথিবী ক্রমশই উত্তাপ হারাইতে লাগিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে উত্তাপ না থাকায় শীত। অতএব যেদিন হইতে বেলা ছোট ও রাত্রি বড় হইতে থাকে, সেইদিনে শীতের প্রারম্ভ; এবং যে দিনে দিবারাত্রি আবার সমান হয়, সেই দিনে শীতের শেষ। কিন্তু প্রারম্ভ ও শেষভাগে বিশেষ শীত বোধ হয় না বলিয়া তাহারা শীতকালের মধ্যে গণ্য নহে। এইজন্য শীতের প্রারম্ভের নাম শরৎ, ও শেষ ভাগের নাম বসন্তকাল।

(২)—সূর্য্য হইতে রশ্মি আসিয়া পৃথিবীতে পড়ে, এবং তদ্দ্বারা পৃথিবী উত্তপ্ত হয়। কিন্তু বৎসরের সকল সময়ে সূর্য্য-রশ্মি সর্ব্বত্র সমান প্রখর নহে। যে যে সময়ে সূর্য্য মধ্যাহ্নে ঠিক্ মাথার উপর আইসে, অথবা মাথার উপর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে থাকে, সেই সেই সময়ে সূর্য্য-রশ্মি যত প্রখর হয়, অন্য সময়ে তত নহে। শীতকালে সূর্য্য আমাদের দক্ষিণে থাকে। দুই প্রহর বেলায় এই ঋতুতে আকাশের দিকে চাহিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে আমাদের মাথার উপর হইতে অনেক দক্ষিণে সূর্য্য রহিয়াছে। শীতকালের সূর্য্য মধ্যাহ্নে কখনই মাথার উপরে আসিবে না। সুতরাং এ সময়ে সূর্য্য-রশ্মির প্রখরতা কমিয়া যায়। কিন্তু সূর্য্য-রশ্মির প্রখরতা কমিলে পৃথিবী বিশেষ উত্তপ্ত হইতে পারে না। ইহা শীতের আর একটী কারণ। উত্তাপের হ্রাস হইলেই শীত বোধ হইবে। শীতকালে সূর্য্য মাথার উপরে আসিতে পারে না বলিয়া তৎকালে রশ্মির বিশেষ তেজ থাকে না। এই কারণবশতঃ ক্রমশঃ পৃথিবীর উত্তাপ ক্ষয় হয় ও শীতের আবির্ভাব হয়।

কিন্তু উল্লিখিত কারণদ্বয়বশতঃ পৃথিবীর যেমন উত্তাপ ক্ষয় হয়, তদ্রূপ আর একটী কারণবশতঃ শীতকালে উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। পাঠিকাবর্গ বোধ করি জানেন যে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া পৃথিবী ঘুরিতেছে। সূর্য্যকে একবার ঘুরিতে পৃথিবীর যে সময় লাগে তাহাকে এক বৎসর কহে। যে পথে পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, তাহা যদি ঠিক্ চক্রাকার হইত, তাহা হইলে বারমাসই সূর্য্য হইতে পৃথিবী সমান দূরে অবস্থান করিত। কিন্তু এই পথটী ঠিক্ চক্রাকার নহে। এইজন্য ঋতুভেদে সূর্য্য হইতে

পৃথিবীর দূরত্বের ইতর বিশেষ আছে, গ্রীষ্মকালে পৃথিবী সূর্য্যের যতদূরে থাকে, শীতকালে তদপেক্ষা অল্পদূরে থাকে। ইহার ফল, শীতকালে অপেক্ষাকৃত উত্তাপ বৃদ্ধি, ও গ্রীষ্মকালে অপেক্ষাকৃত উত্তাপ হ্রাস। সূর্য্য একটী প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড সদৃশ। অগ্নিকুণ্ডের যত কাছে যাওয়া যায়, তত উত্তাপ বাড়িতে থাকে; যতদূরে যাওয়া যায়, তত উত্তাপ কমিতে থাকে। শীতকালে পৃথিবী গ্রীষ্মকালের অপেক্ষা সূর্য্যরূপ অগ্নিকুণ্ডের কাছে থাকে, সুতরাং শীতকালে (নৈকট্য কারণ দ্বারা) পৃথিবী গ্রীষ্মকালাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক উত্তাপ গ্রহণ করে। যদি পূর্ব্বোক্ত কারণদ্বয় না থাকিত, তাহা হইলে শীতকালে শীত না হইয়া বরঞ্চ কিঞ্চিৎ উত্তাপ বৃদ্ধি হইত। কিন্তু ঐ দুইকারণবশতঃ পৃথিবী এত শীতল হইয়া যায় যে নৈকট্য কারণ বশতঃ যে কিঞ্চিৎ উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, তাহা অনুভব করিতে পারা যায় না। কিন্তু এই নৈকট্য কারণ যদি না থাকিত, তাহাহইলে এক্ষণে যে পরিমাণে শীত হয় তদপেক্ষা শীত অনেক বাড়িত। সুতরাং সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বের ইতর বিশেষ থাকায় আমাদের উপকার হইয়াছে। এতদ্দ্বারা গ্রীষ্মকালে উত্তাপ হ্রাস, ও শীতকালে শীত হ্রাস হইয়া থাকে।

সন্তানগণের নিকট জন্মভূমির মনের আবেগ। *

(স্বগত।)

এই যে গগণ! অনন্ত অনন্ত!
অসীম বিশাল! ফুটে তারা রাশি!
কুসুমের জাল। হাসে শশি-মণি
নিশীথিনী ভালে, সুধার সাগরে
তুলিয়া তরঙ্গ। ইহারি বক্ষেতে!
আবার;——

উষামতী আসি, হাসিতে হাসিতে,
প্রভাময় করে কনক দুয়ার
খুলি ধীরে ধীরে সাজায় যতনে,
মাণিক ভাণ্ডার! হাসে কোটি ফুল,
পাখী জয় গায়, ইহারি বক্ষতে।
আবার;——
প্রখর তপন ভীষণ ভয়াল!

* ফরিদপুর সুহৃদসভায় ফরিদপুরকে লক্ষ্য করিয়া পঠিত।

অগ্নিময় করে   অনলের কুণ্ড
সাজায় রুষিয়া,   অনন্ত নয়নে!
দহে চরাচর!   ছুট্ ফুট্ করে
পিপাসায় জীব!   ইহারই বক্ষেতে!
আবার;—
প্রাচীন তপন   রক্ত জবা সনে
শোভেন্ সুশান্ত   বারুণীর কোলে।
রক্তবাস পরি,   দিগঙ্গনা হাসে,
কুসুমের আঁখি   আধ আধ খুলি,
নিশ্বাসি মলয়,   ইহারি বক্ষেতে।
সুখে দুখে ভাসে,এভব সংসার।
যেখানে অমৃত,   গরল তথায়।
সাগর মরুতে   আন্ধার আলোতে
মিশে এ ধরায়।   এ গগণ সুধু,
তারি রঙ্গ ভূমি,   সে রঙ্গ দেখায়।
হা! বিধাতঃ! তবে;—
তবে কেন বল;   এ পোড়া ললাট,
করেছ সুধুই,   দুখ রঙ্গ ভূমি?
করেছ কালিম   গরল ঢালিয়া?
রেখেছ আন্ধারে   সুধুই ডুবায়ে?
একি তব বিধি? (প্রকাশ্যে;)——

(১)

অপার অনন্ত   সাগর পুলিনে,
থাকে যদি পড়ি   রেণু রাশি তলে,
সামান্য উপল,   শত শত যুগ,
কে বলরে তার   সন্ধান বা করে?

(২)

মহামূল্য নিধি   অগাধ সাগরে
কতই গোপনে   লুকাইয়া রয়,
যতনে মানব   করি প্রাণপণ
নৃমণি মুকুটে   তুলিয়া বসায়।

(৩)

রোমরাজপুরী   অমর নগরী
ভূতলে অতুল   প্রভায় শোভায়
মিশেছে আকাশে   বায়ু রাশি সনে
জগত কান্দিয়া   তারি গুণ গায়।

(৪)

শত শত পুরী   কোটি নর ধাম
কালের শাসনে   হায়রে! তেমতি
গিয়াছে ধরণী   বক্ষেতে মিশিয়া।
কয়জন জানে,   তাহাদের নাম?

(৫)

গোলাপ মালতী   যুই চাঁপা বেলী
উদ্যান কুসুমে   গাঁথে ফুলহার,
সুরভি পূরিত   মাধুরির ধাম
তুচ্ছ বন ফুলে   কে করে আদর?

(৬)

ছায়া পথ কোলে,   ক্ষুদ্র তারা জ্বলে,
নিবিয়া, মিলিয়া,   আকাশের গায়।
সে কিরে কখন,   শুক তারা মত,
আদরের ধন,   মানব নয়নে?

(৭)

পীক যদি গায়   গভীর কাননে,
গাপিয়া লুকায়ে   মেঘের আড়ালে,
পরাণ ভরিয়া   কে না তাহা শুনে?
আর কিরে পাখী, ডাকে না কাননে?

(৮)

দুখী যেই জন, এজগত মাঝে,
ঝরে যদি আঁখি, কে মুছে আঁচলে?
মনো দাহে জ্বলি, করিলে বিলাপ,
কান পাতি বল, ক জন তা শুনে?

(৯)

ভেবেছিনু আমি বিধির কৃপায়
এসেছি এভবে, এই বহু লাভ,
চাহিব না সুখ সৌভাগ্য আদর
দুরাশার ভরে হবনা বিকল।

(১০)

জগতে আন্ধার ভারতের কোণে
থাকিব লুকায়ে দুখিনীর মত
কাঁদিব গোপনে ঢালি অশ্রুধারে
মিশাব এদেহ ধূলি ভস্ম সনে।

(১১)

এই হের দেহ! এই দেখ মম,—
পুত্র কন্যাগণ, শুধুই কঙ্কাল,
রোগেতে জরিত, শোকেতে মলিন।
চিতার আগুণে, জ্বলে দিবানিশি।

(১২)

নাই সে আগুণে, শিখা বা আলোক,
ভস্মাবৃত যেন, খর তুষানল।
দহি মর্ম্মতল করিয়াছে খাক
দেখ দেখ চাহি! দেখ এক বার।

(১৩)

সৃজন অবধি আছিরে আন্ধারে
আলো কারে বলে জানিনা কখন।
আদি জ্যোতি রেখা, পশেনি এখনো,
এঘোর প্রলয় তমোরাশি ভেদি।

(১৪)

গর্ভে কি শৈশবে, যৌবনে জরায়,
কোথা যে কি ভাবে আছিরে পড়িয়া,
স্বপন কদাপি কুতূহল ছলে
আঁকেনি সে ছবি নয়নের আগে।

(১৫)

মায়াও কখন কুহকের ছলে
আদরে মাখান বংশীরব সুধা
ঢালিনি শ্রবণে। জাগিনি কখন,
খুলি নাই আঁখি, এ ভুবন পানে।

(১৬)

শুনেছি শশাঙ্ক তপন সমান,
ধরা রঙ্গ ভূমে,জ্বলে দিবা নিশি,
উজল য়ুরোপ আমেরিক মণি,
প্রভার তরঙ্গ ভাসায়ে জগত।

(১৭)

শুনেছি জাপান চীন তুর্ক স্থান
পারস্য আরব আর কত শত
স্বাধীনতা তেজে হয়ে আলোকিত
জ্বলিছে উজলি, তারাগণ সম।

(১৮)

যার যে শকতি সেই সেই মত
দানিছে আলোক, বসি নিজ পদে,
সবারি বদন হাসিতে উজল।
কেবল কাঁদিছে, আন্ধারে ভারত।

(১৯)
সে ভারত কোণে   এ বঙ্গের মাঝে
শুনেছি না কিরে   উষার মতন
এসেছে প্রভার   মৃদুল কিরণ
স্থানে স্থানে ধীরে নাশিতে আঁধার।

(২০)
মম সুতগণ   সে কথা শুনিয়া,
তোরা কিরে তবে, জাগিলি এখন ?
এখন ঘুমের   ঘুচেনি আবিল,
সুধুমাত্র শুয়ে,   দেখিছ স্বপন।

(২১)
এখন ঘরেতে   অনেকে শুইয়া
মজি আছে ঘোর   ঘুমের সেবায়।
অন কত শিশু,   বালক বালিকা,
তোদেরি বদনে,   খেলিছে স্বপন।

(২২)
কোথা পাবি জ্যোতিঃ অনল বিহীন
হের মম হিয়া   হিমানী-সমান।
তবে কি তোদের, এ আশা, প্রয়াস,
মায়ার কুহক ?   সলিলের ছায়া ?

(২৩)
না-এ-বিভীষিকা ! সতানের কথা !
ফিরাও ও আঁখি ! নীলিম গগনে।
তাড়িত প্রভায়   বৃহত অক্ষরে,
কি আছে লেখা ও ! জলন্ত উজল ?

মনুষ্য শরীর।

পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির শরীরে দুইশত চল্লিশ খানি অস্থি আছে। সেই অস্থিগুলি শরীর রূপ গৃহের স্তম্ভ স্বরূপ। অস্থিগুলি স্ব স্ব স্থানচ্যুত না হয় এবং নিয়মিত কর্ম্ম নিষ্পাদনে শক্ত হয়, এই নিমিত্ত উহারা স্থান বিশেষে বিশেষ বিশেষ বন্ধনী দ্বারা পরস্পর সংবদ্ধ রহিয়াছে। কোন কোন সন্ধি স্থানে অস্থিদ্বয় স্পষ্ট ও সহজে পরিচালিত হইয়া থাকে এবং কোন স্থানে অস্থিদ্বয়ের গতি অদৃশ্য হইয়া থাকে। সংযোগ স্থানের সর্ব্বদা ঘর্ষণ সম্ভাবনা, হেতু সন্ধি সকল কোমল উপাস্থি দ্বারা আবৃত আছে এবং যন্ত্রাদির চক্র যেমন তৈলে আর্দ্র করা যায়, উপাস্থি সকলও সিনেরিয়া নামে এক প্রকার তৈল দ্বারা সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে। অস্থি সকলের সন্ধিস্থান এক প্রকার নয়। যে যে অস্থি যে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত আছে, তাহার সন্ধিস্থানও তদুপযুক্তরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রথমতঃ মেরুদণ্ডের বিষয় কিঞ্চিৎ বিবেচনা করা যাউক। ইহার গঠন জঙ্ঘার অস্থির গঠন হইতে সম্যক্ রূপে ভিন্ন; এবং ইহার সন্ধি সকল কটী, হাঁটু, ও পায়ের সন্ধি হইতে সম্যক্

প্রকারে বিভিন্ন। মেরুদণ্ড, জঙ্ঘার ন্যায়, এক খানি অস্থিতে নির্ম্মিত হইলে অনায়াসে ভগ্ন হইত এবং কোন প্রকারে বাঁকিত না। আবার যদি উহা কটী ও হাঁটুর ন্যায় দুই কিম্বা তিন খানি অস্থিতে নির্ম্মিত হইত, তবে মেরুদণ্ডস্থ মজ্জা প্রত্যেক সন্ধিস্থলে ছিঁড়িয়া যাইত এবং শরীরের স্তম্ভরূপ মেরুদণ্ড শক্ত বা তাহার গতি সহজ হইত না। মেরুদণ্ড চব্বিশ পর্ব্বেতে বিভক্ত এবং সকল পর্ব্বের পরস্পর সংযোগ স্থানে একের ছিদ্রে অন্যের অগ্রভাগ প্রবিষ্ট হওয়াতে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ আছে। এইরূপে সন্ধিচ্যুত হইবার ভয় না থাকাতে আমরা শরীরকে ইচ্ছামত ঘুরাইতে ফিরাইতে পারি। জীবন রক্ষার নিমিত্ত বিশেষ আবশ্যক মেরুদণ্ডস্থ মজ্জা, তাহা নির্ব্বিঘ্নে এই পর্ব্ব সকলের মধ্যস্থিত নলেতে রক্ষিত এবং পর্ব্বগুলির বিশেষ স্থানে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, তন্মধ্য দিয়া রক্তশিরা সকল প্রবেশিত হইয়াছে। ধমনী নামক অতি সূক্ষ্ম শিরা গুলি ঐ মেরুদণ্ডস্থ মজ্জা হইতে নির্গত হইয়া শরীরের অঙ্গোপাঙ্গ সমূহে পরিব্যাপ্ত আছে।

মেরুদণ্ডের যে নল আছে, তদ্দ্বারা মজ্জা মস্তক হইতে নির্গত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সকল শরীরে ব্যাপ্ত হয়। এই মেরুদণ্ডে, মস্তক অবলম্বিত রহিয়াছে। দুর্গের ন্যায় সুদৃঢ়রূপে নির্ম্মিত যে মস্তকের খুলি, তন্মধ্যে বুদ্ধি ও চেতনাদির সিংহাসন স্বরূপ, মজ্জা অতি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। চক্ষু, কর্ণ নাসিকা ও জিহ্বা এই ইন্দ্রিয় চতুষ্টয় ঐ দুর্গের প্রাচীরে প্রহরী রূপে স্থাপিত হইয়াছে, কেবল ত্বগিন্দ্রিয় সমুদায় শরীরে ব্যাপ্ত আছে। এই মেরুদণ্ডে শরীরের অন্যান্য অস্থি সকল সংলগ্ন আছে।

মাংসপেশী সকল আকুঞ্চিত বা শিথিল হইয়া স্ব স্ব কার্য্য করে, এবং শরীরের মধ্যে স্ব স্ব স্থানে ও কার্য্য অনুসারে তাহাদের বল ও গতি এবং পরিমাণ নিরূপিত হয়। কতকগুলি মাংসপেশীর কার্য্য শারীরিক ইচ্ছার অধীন। আমরা ইচ্ছানুসারে সেই গুলিকে স্থির রাখিতে বা সঞ্চালন করিতে পারি। অপর কতকগুলি মাংসপেশীর কার্য্য আমাদের ইচ্ছার অধীন নহে, যে হেতু আমাদের ইচ্ছা ব্যতিরেকে শরীরের মধ্যে নানা কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে, এবং তাহা না হইলে কদাপি আমাদিগের প্রাণরক্ষা হইত না।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। তাঞ্জোরের রাজকন্যা বিদ্যোৎসাহিতার একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সকল নানাস্থান হইতে আহুত হইয়া তাঞ্জোরে সমাগত হন, একটী পরীক্ষক সমাজ তাঁহাদিগের গুণের পরীক্ষা করেন, তৎপরে রাজকন্যা ৫০০০ টাকা পুরস্কার যোগ্যতানুসারে তাঁহাদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন।

২। ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে ২৮ জন মহিলা ডাক্তারী চিকিৎসা করিতেছেন।

৩। ডাকবিভাগে সাধারণের হিতার্থ নানাবিধ নূতন চেষ্টা দেখিয়া আমরা বড়ই আহ্লাদিত হইতেছি। আগামী এপ্রেল্ মাস হইতে ইহার অধীনে একটী সেবিংস্ ব্যাঙ্ক হইবে, তাহাতে পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালক সকলেই টাকা জমা দিতে পারিবে। ন্যূন সঙ্খ্যা ।০ আনা হইলে জমা লওয়া হইবে। ৫৲ টাকা পূর্ণ হইলে এক পয়সা করিয়া সুদ দেওয়া হইবে।

৪। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীলোকেরা যেমন অপরাপর বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ হইতেছেন, দুঃসাহসিক কার্য্য সাধনেও তাঁহারা পরাঙ্মুখ নহেন। গত জুলাই হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৬৪ জন লোক ইউরোপের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত মণ্ট ব্লাঙ্কের চূড়ায় আরোহণ করেন, ইহার মধ্যে ৩টী রমণীও ছিলেন, একটী ইংরাজ একটী ফরাসী ও একটী সুইজির্লণ্ড দেশীয়া।

৫। মহারাণী স্বর্ণময়ী আর্ম্মেণীয় দুর্ভিক্ষফণ্ডে ১০০০ টাকা দিয়াছিলেন, ইহার জন্য আরও অর্থের প্রয়োজন জানিয়া পুনরায় ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৬। ইংলণ্ডে স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষার জন্য নিত্য নূতন দ্বার উদ্ঘাটিত হইতেছে। কপ্তেন বাওরী নামে এক মহাত্মা মহিলাদিগের জন্য কিংস কলেজ লেক্চর নামে এক শিক্ষোপায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

৭। ঢাকার মামলী গোলা নামক স্থানে এক গাভী দ্বিশীর্ষ এক বাছুর প্রসব করিয়াছে। তত্রত্য চিত্রশালিকায় তাহা রক্ষিত হইয়াছে।

৮। গত বর্ষে বঙ্গ-মহিলা সমাজ হইতে ২০ টাকার একটী রচনা পারিতোষিক প্রদত্ত হইয়াছে, এ বৎসরও একটী হইবে। ইহার বিজ্ঞাপন

স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। আমরা আশা করি আমাদিগের ব্রাহ্মিকা পাঠিকাগণ এই পারিতোষিক লাভার্থ প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইবেন। যাঁহারা অর্থ ও প্রশংসা লাভ সামান্য বলিয়া মনে করেন, একটী চিন্তাপূর্ণ প্রস্তাব লিখিয়া নারী সমাজের যথেষ্ট উপকার করিতে পারেন। অতএব সে উদ্দেশ্যেও এ রচনা লিখিত হইতে পারে।

পুস্তকপ্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। যশোহর সম্মিলনী সভার ২য় বার্ষিক কার্য্য বিবরণ—এই সভার ৩টী উদ্দেশ্য—স্ত্রীশিক্ষা, নীতিশিক্ষা ও ব্যায়ামশিক্ষা প্রচার। স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের পরীক্ষায় ৩০৬ জন স্ত্রীলোক পরীক্ষা দেন ও ২৬০ জন উত্তীর্ণ হন। পরিক্ষার্থিনীদিগের মধ্যে ৩১। ৩৮ বৎসরেরও রমণী ছিলেন। নীতি পরীক্ষায় ৩৯ জন বালকের মধ্যে ১৮জন উত্তীর্ণ হয়। ব্যায়াম পরীক্ষায় ৭১৩ জন বালকের মধ্যে ১১৬জন পারিতোষিক পাইয়াছে। আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম, স্থানীয় ৭টী সভা এবং ১২টী বালিকা বিদ্যালয় এই সভার সংসৃষ্ট হইয়াছে। এই সভার আয় ২৮৬/০ ব্যয় বাদে ৭৪।/৫ স্থিত আছে। আমরা ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি প্রার্থনা করি।

২। বাকরগঞ্জ হিতৈষিণী সভার ৪র্থ বার্ষিক বিবরণ—এই সভা স্ত্রীশিক্ষা এবং সুরাপান নিবারণ উদ্দেশে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় ও পাঠশালার সাহায্য ইহা হইতে প্রদত্ত হয়। স্ত্রী-শিক্ষাবিভাগে ৬৫জন পরীক্ষার্থিনী হন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এ সভার কল্যাণ কামনা করি।

৩। কয়েক খানি পত্র—মূল্য ।০ আনা। এই পুস্তকখানি একটু নূতন ধরণের। একটী স্বামী তাঁহার স্ত্রীকে কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছেন এবং তাহাতে আপনার মনের যত কিছু কথা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইহাতে কিছু কিছু বাহুল্য বর্ণনা আছে, যাহাহউক বুদ্ধিমতী পাঠিকাগণ এতৎ পাঠে আমোদিত ও উপদিষ্ট হইতে পারিবেন।

৪। কর্ম্মকর্ত্তা (প্রহসন), মূল্য ।০ আনা। ইহার লেখা যদিও আজি কালিকার সাধারণ নাটকের ন্যায়, কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য ভাল। কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া অভিমানে লোকে আপনার ওজন বুঝিয়া না চলিয়া যে কিরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, ইহাতে তাহা চিত্রিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া লোকের চৈতন্যোদয় হইলে মঙ্গলের বিষয়।

৫। নীতি পুষ্পমালা—শ্রীমতী দেবরাণী দাসী কর্ত্তৃক বিরচিত, মূল্য ৵০ আনা। ইহাতে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর কবিতা আছে, এবং সকল গুলিই নীতিগর্ভ। ইহা বালিকাদিগের পাঠের উপযোগী। লেখিকা আমাদিগের পরিচিতা, সুতরাং পুস্তকখানি যে স্ত্রীলোক বিরচিত, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

৬। বামাবোধ—শ্রীনন্দকৃষ্ণ বসু, এম, এ, প্রণীত মূল্য ॥৵০ আনা। এই পুস্তক খানিতে বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় আছে এবং তাহা অতি সরল ও সুন্দর ভাষায় লিখিত হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার জন্য যতগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে ইহা তন্মধ্যে একখানি অতি উৎকৃষ্ট।

৭। বঙ্গবিবাহ—শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য বি,এ, প্রণীত মূল্য ॥৵০ আনা। নারীজাতির অবস্থা, বিবাহ, দাম্পত্য প্রণয় ও গৃহধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকগুলি চিন্তাপূর্ণ ও সারগর্ভ আলোচনা ইহাতে আছে, বিবাহার্থী বা বিবাহিত প্রত্যেক যুবক যুবতীর পক্ষে এতৎপাঠে বহুল উপকার হইবে। লেখক যেরূপ সরল ভাবে আত্মজীবনের অভিজ্ঞতা ও তাহার ফলাফল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অতি হৃদ্য হইয়াছে। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান দূষিত ও নির্জীব অবস্থায় এ প্রকার গ্রন্থের যত প্রচার হয় ততই মঙ্গলের বিষয়।

বামাগণের রচনা।

শৈশব সুখ।

কত সুখে গত হায়! শৈশব জীবন
ভাবিলে হৃদয় হয় আনন্দে মগন।

ছিল না রে এ দারুণ মরম বেদন,
গোপনে রোদন হায়! ছিল না তখন।
(নিরমল ভালবাসা) ছিল না নিরাশা আশা,
খেলা ধূলা, আমোদেতে কেটেছে জীবন,
বিষাদ বিষম জ্বালা ছিল না তখন।
বিগত সে সুখ দিন, তথাপি স্মরণে,
কত যে পেতেছি ব্যথা কব তা কেমনে?
নির্ভয় নিশ্চিন্ত মন, চিন্তা হীন অনুক্ষণ,
মান অপমান ভয় ছিল না তখন,
ছিল না হৃদয় জ্বালা, রয়েছে যেমন।
হায়রে! সে সুখ দিন গিয়েছে চলিয়া,
গিয়েছে সে সুখ রাশি অতীতে মিশিয়া।
কোথা সে সঙ্গিনী মম, ভালবাসা প্রাণ সম,
আছিল যাহারে' হৃদি বিদরিয়া যায়,
কত কথা পড়ে মনে ভাবিলে তাহায়।
প্রিয় সখি! সেই দিন হতেছে মনেতে,
যে দিন উভয়ে বসি তারকা গুণিতে।
"কে কটা দেখিতে পেলে, কেই বা আগে দেখিলে,"
বলিলে এ কথা তুমি মম হাত ধরে,
"একটা দেখেছি আমি" বিষাদ অন্তরে।
বলিলে তখনি পুনঃ সুমধুর রবে,
"একটা দেখেছ? মহা অনর্থ হইবে।"
"দুইটা দেখেছি আমি," কতই সন্তোষে তুমি,
করতালি দিয়ে ভাই! বলিলে হাসিয়ে,
"যাইল সকল এবে আপদ কাটিয়ে।"
থেকে থেকে পড়ে মনে সে সুখ সময়,
কি আমোদে পরিপূর্ণ আছিল হৃদয়।

দুঃখ চিন্তা বিসর্জ্জিয়ে, সকলে একত্র হয়ে,
ছুটো ছুটী, লাফালাফি কতই করেছি,
কেমন সুখেতে আহা! সময় যেপেছি।
সকল সঙ্গিনী গণে মিলি এক স্থানে,
করেছি রে কত খেলা যা হয়েছে মনে।
কভু হাত ধরাধরি, কভু খেলা ঘর করি,
কখন পুতুল লয়ে করেছি বিবাদ,
আবার তখনি দূর হৃদয় বিষাদ!!
বিষম দুঃখের দাগ পড়েনি তখন,
পড়েনি কালিমা হৃদে, এখন যেমন।
হৃদয়ে গোপন করি, হৃদয়ের দুঃখ, মরি,
কপটতা জাল দিয়ে ঢাকিনি তখন,
ভাবিনি কাঁদিনি, ছিল সদানন্দ মন!
নিরমল হৃদাকাশ, (গিয়েছে চলিয়ে,)
উঠিত না দুঃখ মেঘ থাকিয়ে থাকিয়ে।
তেমন সুখের কাল, চিন্তা হীন নির্জ্জাল,
আর কি হৃদয়ে হায়! উদিবে কখন?
উড়াইতে দুঃখ মেঘে সুখের পবন?
অস্ত গেছে সুখ সূর্য্য—সে সুখ হরিয়ে,
হৃদয় আকাশ হায়! আঁধার করিয়ে।
সেই দিন প্রাণাধিকে! মনে পড়ে থেকে থেকে,
যে দিন লো চোখ্ ধরি স্নিগ্ধ হাত দিয়ে,
নড়নি চড়নি ছিলে নীরবে দাঁড়ায়ে।
"চিনেছি এ চেনা হাত," বলিনু যখন,
ছাড়ায়ে লইলে কর সঙ্গিনী তখন।
সেই দিন মনে হলে, কত যে যাতনানলে,
জ্বলে যায় পোড়া প্রাণ বলিব তা কারে,
হৃদয় আগুণ চাপা হৃদয় ভিতরে।

কত ভালবাসা পূর্ণ--তোমার হৃদয়,
আছিল, তা এক মুখে বলিবার নয়,
সরলতা মাখা মুখ, দেখিলে সকল দুঃখ,
আপনা আপনি আহা যাইত চলিয়ে,
উঠিত অপূর্ব্ব ভাবে হৃদি উথলিয়ে,
সে পবিত্র মুখ, সেই মধুর বচন,
পৃথিবী ছাড়িয়ে গেছে জনম মতন।
শৈশবের খেলা সনে, হারায়েছি সেই জনে,
যে সুখ গিয়েছে চলি কোন কালে আর,
ফিরিবে না পুনঃ তাহা নহে ফিরিবার।
সেই দিন বাল্য সখি! পড়িতেছে মনে
যে দিন লো প্রিয়তমে! প্রণয় বচনে।
বলে ছিলে, "সহচরি," না দেখিলে প্রাণে মরি,
আজি হতে এই বলে ডাকিব তোমারে,
থাকিব লো যত দিন সংসার ভিতরে।
শৈশব সঙ্গিনী কোথা প্রিয় সম্বোধন?
কোথারে অমৃত মাখা প্রণয় বচন?
স্নেহের প্রতিমা কোথা, কোথা হাসি মাখা কথা,
নিরমল মুখ কান্তি কোথায় এখন,
কোথায় * * * মম জীবন যতন?
সে দিনের কথা মনে পড়িছে আবার,
জীবন তপন অস্ত যে দিনেতে তার,
গেলরে আঁধার করি, শৈশবের সহচরী,
বিজয়া দশমী দিনে, প্রতিমার প্রায়,
রাখিয়ে পবিত্র ছায়া, দগ্ধ হৃদে হায়,
সেই ভয়ঙ্কর দিনে বলেছ যে কথা,
এখনো অন্তরে তাহা রহিয়াছে গাঁথা।

হরিমতি

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২০৪ সংখ্যা। } পৌষ ১২৮৮—জানুয়ারি ১৮৮২। { ২য় কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিবী বিচার ষ্টৌ Uncle Tom's Cabin (টম খুড়োর কুটির) নামক যে পুস্তক লিখিয়া জঘন্য দাসব্যবসায়ের উজ্জ্বল চিত্র জগতের চক্ষে ধারণ করেন, তাহা অতি সুপ্রসিদ্ধ। জোসিয়া হেন্‌সন নামক এক ক্রীত দাস এই উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক, তিনিই টম খুড়ো বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এই টম খুড়ো ৮৭ বৎসর বয়সে কানাডা নামক স্থানে সম্প্রতি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি ৪০ বৎসর দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া তৎপরে মুক্তি লাভ করেন এবং ধর্ম্মযাজক হন। ইনি এক জন ভাগ্যবান্ পুরুষ, ১১টী সন্তান, ৪৪টী নাতি নাতিনী এবং ৬টী নাতি পো ও নাতি ঝি রাখিয়া গিয়াছেন।

সেণ্ট পিটর্স বর্গে এত বড় বৃহৎ একটী ঘর আছে যে তাহা আলোকিত করিতে ২০ হাজার মোমবাতী লাগে। এই গৃহের একটী ছাদ, এবং মধ্যে কোন থাম নাই। দিনের বেলা ইহাতে যুদ্ধ ক্রীড়া প্রদর্শন হয়, রাত্রিকালে নৃত্যগীত হয়। পৃথিবী মধ্যে ইহার মত বৃহদাকার গৃহ আর নাই।

নর্থব্রুক ইণ্ডিয়ান সোস্যাল ক্লব নামক সভার সাহায্যার্থ বিজিয়ানাগ্রামের মহারাণী ১০০০০ দশহাজারেরও অধিক টাকা দান করিয়াছেন। ইনি ভূতপূর্ব্ব মহারাজার নাম রাখিয়াছেন।

এ বৎসর বেথুনস্কুল হইতে তিনটী এবং বহুবাজার খৃঃ বালিকাবিদ্যালয় হইতে তিনটী ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছেন। বেথুনস্কুল হইতে একটী ইউরোপীয় ছাত্রী ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষা দিয়াছেন। বোম্বাইয়ে ৫ জন এবং পুনাতে ৬ জন রমণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পরীক্ষার্থিনী হইয়াছেন। ইহারা ইংরাজ ও ফিরিঙ্গী রমণী। এলাহাবাদ ও ডেরাডুন হইতেও বালিকারা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছেন।

কলিকাতায় লোক সঙ্খ্যা গণনার যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে বামাহিতৈষিগণ অত্রত্য স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারেন। পুরুষদিগের সহিত তুলনায় স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার অবস্থা এইরূপঃ—

কলিকাতার মোট লোক সঙ্খ্যা ৬,৮৪,৬৫১, তন্মধ্যে শতকরা প্রায় ৩১জন পুরুষ এবং ৬ জন স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে জানেন। লিখিতে পড়িতে পারেন হিন্দুসমাজে এরূপ পুরুষসঙ্খ্যা শতকরা প্রায় ৩৭, স্ত্রীলোক প্রায় ৭; মুসলমান সমাজে পুরুষ ১৯, স্ত্রীলোক ৬৭; ব্রাহ্মসমাজে পুরুষ ৮৫।, স্ত্রীলোক ৬৪৷৹, ইহুদীদিগের মধ্যে পুরুষ ৬৩॥, স্ত্রীলোক ২৯।; পারসীদিগের মধ্যে পুরুষ ৮৩। এবং স্ত্রীলোক ৬৯। লেখা পড়া জানেন।

ভারতবর্ষের রাজধানীতে ১৬জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ১জন মাত্র লিখিতে পড়িতে জানেন, আর ১৫ জন সম্পূর্ণ বর্ণজ্ঞান শূন্য, ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়? যত পুরুষ লেখা পড়া জানেন, তাহাদিগের সহিত তুলনায় ৫ ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ সিকিরও কম রমণীর বর্ণ পরিচয় হয় নাই! পুরুষের ॥৶৹ আনা মূর্খ, স্ত্রীলোকদিগের প্রায় ৸৶৹ আনা। স্ত্রীশিক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি পারসী সমাজে এবং সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গতি মুসলমানদিগের মধ্যে। ব্রাহ্ম এবং খৃষ্টীয় সমাজে স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ উন্নতি হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণ

সন্তোষকর না হউক, আশা-প্রদ। হিন্দু ও মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষার সমধিক প্রচার চেষ্টা নিতান্ত প্রার্থনীয়।

নারীগণকে উপহাসাস্পদ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে অনেক খোস গল্প প্রচারিত হইয়া থাকে। কোন সাময়িক পত্রে এই কৌতুক কথা প্রকাশিত হইয়াছে:—

"কিছু দিন হইল দুইটী বীরাঙ্গনা এক রাত্রি বাটীতে একাকী ছিলেন। সে সময় যদি ঘরে হঠাৎ দস্যু প্রবেশ করে, তাঁহারা কিরূপে তাহাকে নিপাত করিবেন, এই বিষয়ে কথোপকথন করিতেছেন। একটী বীরাঙ্গনার হস্তে তাঁহার ভ্রাতার তরবারি, অন্যটী এক হাতুড়ী লইয়া ঘুরাইতেছেন। ইতিমধ্যে এক ভয়ানক দৈত্য মূষিকের বেশ ধরিয়া মেজের উপর দিয়া চলিয়া গেল, ইহাতে একটী রমণী মূর্চ্ছিত হইলেন, অন্যটী শশব্যস্ত পলাইবার চেষ্টা করিয়া ২০ মুদ্রার একখানি দর্পণ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন!"

যদি ঘটনা সত্য হয়, অধিক আশ্চর্য্য হইবার বিষয় নয়, কারণ পুরুষদিগের মধ্যেও এরূপ ভীরু-স্বভাবের লোকের অভাব নাই।

বাবু ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় নামক প্রেসিডেন্সী বিভাগের এক জন এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ারের বদান্যতা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বারাসতের উপবিভাগে বিধবা ও অনাথ অনাথাদিগের সাহায্যার্থ তিনি এককালে ৭০০০ টাকা দান করিয়াছেন। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি স্বগ্রামবাসী দরিদ্র বালকদিগের শিক্ষার সাহায্যার্থ এককালীন ১৬০০০ টাকা দান করেন। প্রত্যেক সম্পন্ন ব্যক্তি আপনার মাতৃভূমির উন্নতির জন্য এইরূপ মুক্তহস্ত হইলে তাঁহার ধনাগম সার্থক এবং দেশের দুর্গতি অনেক পরিমাণে দূর হয়।

আনি বেজাণ্ট নাম্নী এক ইংরাজ মহিলা আপনার মত ও বিশ্বাস অনুসারে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার চেষ্টা পাইয়া নিষ্ঠুররূপে নিপীড়িত হইতেছেন, ইহা ইংরাজ সমাজের পক্ষে নিতান্ত অযশস্কর। ধর্ম্ম-প্রচারক কনওয়ে এই মহিলা সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন:—

"আমার বিশ্বাস, গত এক বৎসরে বিবী আনী বেজাণ্ট যেরূপ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে কোন জীবিত মনুষ্যকে তাঁহার সমকক্ষ দেখা যায় না। সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া সহস্র সহস্র লোকের নিকট তিনি বক্তৃতা করিয়া বেড়াইয়াছেন, তাঁহার বক্তৃতায় কখন বাগ্মিতার অভাব দেখা যায় নাই, শ্রোতৃবর্গ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তাহা শ্রবণ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন "ন্যাসন্যাল রিফর্ম্মার" অর্থাৎ জাতীয় সংস্কারক নামক পত্রের সম্পাদকীয় ভার অধিকাংশ নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং নিয়মতন্ত্র সঙ্গত স্বত্বাধিকার সমর্থন জন্য নানা স্থানে শাখা সভা স্থাপন করিয়াছেন। আবার এই সময়ের মধ্যেই আপনার চেষ্টায় অধ্যয়ন করিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক উপাধির (B. Sc.) কঠিন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।"

গত আশ্বিন মাস হইতে ধর্ম্মবন্ধু নামে এক খানি ৫ এক পয়সা মূল্যের পাক্ষিক পত্র বাহির হইতেছে। সাধারণের মধ্যে নীতি ও ধর্ম্ম প্রচার ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাতে সাধু-চিন্তা, জীবন-চরিত, বিজ্ঞান এবং নীতি ও ধর্ম্মভাব পূর্ণ আখ্যায়িকা সকল অতি সরল ভাষায় লিখিত হইতেছে। এরূপ পত্রের বহুল প্রচার নিতান্ত প্রার্থনীয়। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেও ইহা অতি সুপাঠ্য হইয়াছে।

বঙ্গীয় খ্রীষ্টান মহিলারা আপনাদিগের উন্নতির জন্য যে চেষ্টাপর হইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। তাঁহাদিগের এই উন্নতির প্রধান যন্ত্র বঙ্গ খ্রীষ্টীয় মহিলা সমাজ। গত ১২ই নবেম্বর ইহার বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে ৩০০ মহিলা সমবেত হইয়া আনন্দ সম্ভোগ করেন। আমরা ইহার কার্য্য বিবরণ পাঠ করিয়া যার পর নাই প্রীত হইলাম। গত বৎসর এই সভায় ৩৫ জন সভ্য ছিলেন। সভার আয় ২৮১।৶০ হইতে ২৩৮৷১৫ ব্যয় হইয়া ৪৫৴৫ স্থিত আছে। এই সভা হইতে খ্রীষ্টীয় মহিলা পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। মহিলাগণ প্রায় প্রতি মাসে এক একটী হিতগর্ভ রচনা লিখিয়া পাঠ করিয়াছেন। অধিক আনন্দের বিষয় মহিলাগণ

দ্বারাই সভা সম্বন্ধীয় সকল কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সভার উন্নতি প্রার্থনা করি।

স্ত্রীজাতির প্রকৃত উন্নতি কি?

করুণাময় পরমেশ্বর সমস্ত পদার্থকে উন্নতিশীল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যে পদার্থ সজীব তাহাই উন্নতিশীল, যাহার উন্নতি নাই তাহা নির্জ্জীব মৃত পদার্থ। যে বস্তু যতকাল স্থায়ী তাহার উন্নতি-স্রোত ততকাল প্রবাহিত হয়। যে যে উপকরণ দ্বারা যে যে বস্তুর উন্নতি সংসাধিত হয়, তাহাতে সেই সেই উপকরণ নিহিত থাকে। একটী বীজের মধ্যে কাণ্ড শাখা প্রশাখা ফল পুষ্প সমুদায়ই প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করে। মৃত্তিকা জল বায়ু আলোক উত্তাপের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে সেই সকল উপকরণ প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। বিশ্বনিয়ন্তার সমস্ত কার্য্যে এইরূপ নিয়ম অবস্থিতি করিতেছে। জগতের সমস্ত পদার্থ অজ্ঞাতসারে সমুন্নত হইতেছে। কিন্তু মনুষ্য জড়ের ন্যায় অন্ধভাবে কার্য্য করিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে না। মনুষ্যকে জ্ঞাতসারে কর্ত্তব্য জ্ঞানে সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে। মনুষ্যের যে যে বিষয়ে উন্নতি করিতে হইবে, তাহা মনুষ্য হৃদয়েই নিহিত আছে। মনুষ্যসমাজ নর নারী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। পুরুষদিগের অন্তরে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ভাব আছে, নারীগণের অন্তরেও কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ভাব আছে। এজন্য পুরুষের মত কার্য্য করিলে স্ত্রীর উন্নতি হয় না, স্ত্রীর মত কার্য্য করিলে পুরুষের উন্নতি হয় না। অথচ একের অবনতি থাকিলে অন্যের পূর্ণ উন্নতি হইতে পারে না। বিশ্বউদ্যানে মানব সমাজ একটী বিশাল বৃক্ষ, নর নারী দুইটী প্রকাণ্ড শাখা। উহার একটী শাখার উন্নতিতে সমস্ত বৃক্ষটীর উন্নতি হয় না, উভয় শাখার পূর্ণ উন্নতি না হইলে বৃক্ষের শোভা সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয় না। আমাদের দেশে পুরুষ জাতির কথঞ্চিৎ উন্নতি হইতেছে। কিন্তু সাধারণতঃ স্ত্রীজাতির উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না।

শরীর মন আত্মা এই তিনের উন্নতি করা মনুষ্যের নিতান্ত কর্ত্তব্য। শরীর যতদিন থাকিবে, ততদিন তাহার উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এবিষয়ে আমাদের দেশের স্ত্রীজাতির বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। দুঃখের বিষয় যে শরীর রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের অনিত্যতার প্রতি তাঁহাদের অল্পই দৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তম বসন ভূষণ পরিধান করিয়া শরীর সুসজ্জিত করিয়া অনেকে মনে করেন আমার জীবন সার্থক হইল। এইরূপে অনেক বিলাসিনী ঘোর অভিমানে অমূল্য জীবন বৃথা ক্ষেপণ করিতেছেন, কিন্তু করাল কালের বিশাল কবলে কত সুন্দরী প্রবিষ্ট হইয়া অদৃশ্য হইল,তাহা কে গণনা করিতে পারে? তথাপি নারীগণ শরীরের অতীত কোন বিষয়কে যে আদর করিতে হয়, তাহা ভ্রমেও স্মরণ করিতে অবকাশ পান না। এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। তাঁহারা যখন পিতা মাতার নিকটে থাকেন, পিতামাতা তাঁহাদের শরীর রক্ষার জন্য যেমন যত্ন করেন, মনের উন্নতির জন্য তদ্রূপ করেন না।—পুত্র সন্তানের মানসিক উন্নতির জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করেন; নানাপ্রকার চেষ্টা করেন; কন্যা সন্তানের প্রতি তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা। কিছুকাল পরে কুৎসিত দেশাচারের অনুশাসনে অল্পবয়সেই কন্যাকে পাত্রসাৎ করা হয়। কন্যা বধূরূপে যে পরিবারে প্রবেশ করিলেন, সেখানে বিলাস শিক্ষা জীবনের সর্ব্বস্ব। বধূ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থপরতার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। যে পিতা মাতা ভিন্ন এক মুহূর্ত্ত কালও জীবন ধারণের উপায় ছিলনা, এখন সে পিতামাতাও পর হইয়া গেলেন। আপনার সুখচিন্তাই তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব হইয়া উঠিল। তখন তিনি স্বার্থপরতা শাস্ত্র হইতে 'আপনার' 'আমার' এই প্রথম পাঠ শিক্ষা করিয়া সকল উন্নতির মস্তকে কুঠারাঘাত করিলেন। এ অবস্থায় তিনি বিদ্যাশিক্ষাও করিতে পারেন, নানাবিধ ব্রত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, কিন্তু জ্ঞান ধর্ম্ম তাঁহার স্বার্থের বিরোধী হইলে তিনি তাহা স্পর্শও করেন না। এই সকল কারণে আমাদিগের বিশ্বাস শৈশবকাল হইতে বালিকাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা এবং সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন না করিলে স্ত্রীজাতির উন্নতি সংঘটিত হওয়া সুকঠিন।

ভগিনীগণ! অন্যে আপনাদিগের প্রতি উদাসীন বলিয়া আপনারাও

কি নিজের মন ও আত্মার উন্নতি না করিয়া পশুর ন্যায় কেবল আহার নিদ্রায় জীবন অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন? যদি প্রকৃত উন্নতি চান, তবে প্রগাঢ় ভাবে বিদ্যাশিক্ষা করুন। জগতের প্রত্যেক পদার্থের সমস্ত তত্ত্ব তন্ন তন্ন করিয়া অবগত হউন। সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন জ্যোতিষ ইতিহাস প্রভৃতি তত্ত্ব সকল অবগত হইয়া মনকে প্রশস্ত করুন। যতই অধিক জ্ঞান লাভ হইবেক, ততই মন সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিবে এবং আপনার ক্ষুদ্রতা ও অজ্ঞতা অবগত হইয়া বিনম্র হইবে। পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে মৈত্রেয়ী, গার্গী, সীতা, সাবিত্রী, খনা, লীলাবতী প্রভৃতি সুবিখ্যাত বামাগণ বিদ্যাবতী গুণবতী হইয়া আত্মোন্নতি করিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসিনী মহিলাদিগের উন্নতির আশা তিরোহিত হইয়াছিল। মধ্যে যবনগণের দৌরাত্ম্যে ভারত সীমন্তিনীগণ চিরকালের জন্য উন্নতির আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরমেশ্বর ভারতের দুঃখ দুর্দ্দশা দূরীভূত করিবার জন্য সুসভ্য ইংরাজদিগের হস্তে ভারতের রাজ্যশাসন ভার অর্পণ করিলেন। তাঁহারা যেমন বিদ্যাবলে দ্যুলোক ভূলোক এক করিতেছেন, জল বায়ু অগ্নি বিদ্যুৎকে দাসত্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া জগতের প্রচুর মঙ্গল সংসাধন করিতেছেন, তদ্রূপ ভারতের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিবার জন্য নানা স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ভারতবাসীদিগের চির আশীর্ব্বাজন হইতেছেন। তাঁহারাই প্রথমে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার জন্য যত্ন করেন, যাহার ফল স্বরূপ আপনারা স্থানে স্থানে সভা করিয়া স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব ইংরাজ জাতিকে ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ করিয়া মনের উন্নতির জন্য প্রকৃতরূপে বিদ্যাশিক্ষা করুন। কিন্তু কেবল পদার্থতত্ত্ব আলোচনা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, জ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বরকে ভক্তি করিতে ও জীবনকে পবিত্র করিতে শিক্ষা করুন। ঈশ্বরভক্তি না হইলে কেবল জ্ঞান শিক্ষা করিয়াও জীবনকে পবিত্র করা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে অনেক পুরুষ ঈশ্বরভক্তিবিহীন জ্ঞান শিক্ষা করিয়া দুশ্চরিত্র হইতেছেন, সুরাপান করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। ইহাঁরা বিদ্যার বলে দেশে

বড় লোক বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত সভ্যসমাজে সমাদৃত হইবার যোগ্য নহেন। সাবধান,যেন তোমরা ধর্ম্মহেলন করিয়া এই অন্ধ কূপে নিপতিত না হও। জ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে ঈশ্বরভক্তি হইলে—জীবন পবিত্র হইলে—তবেই জীবন সমুন্নত হইবে। বিদ্যা শিক্ষা করিলে মনের উন্নতি হয়, ঈশ্বরের ভক্ত হইয়া ধর্ম্মপথে থাকিলে জীবনের প্রকৃত উন্নতি হয়। এই উন্নতির বীজ সকল হৃদয়ে আছে। উপদেশ শিক্ষা আলোচনা, এবং আলোচিত সত্য পালন এইরূপে জীবনের উন্নতি হয়। উন্নতি একদিন দুইদিনের জন্য নহে, তাহা অনন্তকাল স্থায়ী, আত্মার সমকালবর্ত্তিনী।

পরমেশ্বর পুরুষ জাতি ও স্ত্রীজাতিকে বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন। অতএব স্ত্রীলোকের ন্যায় উন্নতি করিতে চেষ্টা করিলে পুরুষ বিড়ম্বিত হন, এবং পুরুষের ন্যায় উন্নতি করিতে গেলেও স্ত্রীলোক বিড়ম্বিত হন। স্ত্রী পুরুষের উন্নতির পথ অনন্ত, কেহ তাহাতে বাধা দিতে পারে না।

ভগিনীগণ! জ্ঞান ধর্ম্মে সুশোভিতা হইয়া ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বাভাবিক পথে জীবনের উন্নতি করুন্। ভারতবর্ষ হইতে স্বার্থপরতা হিংসা বিদ্বেষ অপবিত্রতা চলিয়া যাইবে, প্রত্যেক পরিবার শান্তিনিকেতন হইবে, দয়াময় ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন হইবে।

আখ্যায়িকা মালা।

লর্ড বলিংব্রোক এক দিন লেডী হণ্টিংডনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন, আবার তাঁহার নিকট বিশেষ বিশেষ কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেন, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য কিরূপে করেন?" উক্ত মহিলা উত্তর করিলেন "অতি সহজে। যদি এমন কোন রাজা থাকেন, যাঁর দয়া ও বিচক্ষণতার উপর আমার যার পর নাই শ্রদ্ধা আছে, আমি তাঁহার নিকটে আবেদন করিতে গেলে বলিব 'আমি আপনার কাছে এই এই অনুগ্রহের প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু এ প্রার্থনা কতদূর আপনার অভিমত অথবা ইহা গ্রহণ করা কতদূর ন্যায্য হইবে, তাহা

আমার অপেক্ষা আপনিই ভাল জানেন। সেই জন্য আমি আমার আবেদন মাত্র জানাইয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ইহার পরিণাম বিচারের ভার সম্পূর্ণ আপনার হস্তে'।"

একটী ধর্ম্ম-পরায়ণা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক শীতকালে কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙ্গিয়া ফেলেন। তিনি একদিন হাসিতে হাসিতে এক বন্ধুকে বলিলেন "দেখ, আমার পরিচিত যত লোক আছে, আমি একে একে তাহাদিগের সকলের অবস্থা ভাবিয়া দেখিলাম, কিন্তু হাত ভাঙ্গিয়া আমার চেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমন একজনকেও দেখিতে পাইলাম না। অতএব ঈশ্বরের বিবেচনাকে ধন্য, যে তিনি অন্যের পরিবর্ত্তে আমাকে এই বিপদ্ সহ্য করিবার ভার দিয়াছেন!"

খৃষ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্য একটী স্ত্রীলোক মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা পাইয়া কারারুদ্ধ হন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বদিবস তাঁহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে তিনি যাতনায় চিৎকার করিতে থাকেন। কারাধ্যক্ষ ইহা দেখিয়া উপহাস করিয়া বলিল "আজি যদি এত চেঁচাইবে, তবে কল্য ঘাতকের অস্ত্রাঘাত কিরূপে সহ্য করিবে?" স্ত্রীলোক উত্তর দিলেন, "আজি আমি সাধারণ ক্লেশ সহ্য করিতেছি এবং সাধারণ বলেরই সাহায্য পাইতেছি। কিন্তু কল্য যাহা সহ্য করিব, তাহা সাধারণের অতীত, সুতরাং সাধারণের অতীত বল আমাকে সাহায্য করিবে।"

ব্রিষ্টলের সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বহিতৈষী রিচার্ড রেনল্ডের নিকট একটী মহিলা তাঁহার অনাথ বালকের জন্য কিছু সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। রেনল্ড্ তাহাকে আশার অতীত প্রচুর সাহায্য প্রদান করিলে রমণী বলিলেন "এই বালক যখন বড় হইবে, তখন আমি ইহার উপকারীর নাম করিতে ও তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে ইহাকে শিখাইব।" উক্ত সাধু ব্যক্তি তখনি বলিলেন "না না, এ তোমার বড় ভ্রান্তি, আমরা বৃষ্টির জন্য মেঘকে ধন্যবাদ করি না।

বালককে আরও উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে শিক্ষা দিও, যিনি মেঘ ও বৃষ্টি উভয়ই দিতেছেন, তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে শিখাইও।"

একজন ধার্ম্মিকা রমণীর পীড়া হইলে তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "আপনি কি বাঁচিতে না মরিতে ইচ্ছা করেন?" রমণী বলিলেন "ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা।" তাঁহার বন্ধু বলিলেন "মনে কর যদি ঈশ্বর তোমাকে এ বিষয় স্থির করিতে বলেন।" রমণী বলিলেন, যদি তাহা হয়, তবে আমি পুনরায় তাঁহারই হস্তে ইহা স্থির করিবার ভার দিব।"

প্রাণিবিদ্যা।

মেষজাতি।

এসিয়ার পশ্চিমদিকে যে সকল দেশ আছে, সে সমুদয় মেষজাতির আদিম বাসস্থান। এখন যেমন টাকা পয়সা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, অতি প্রাচীন সময়ে মেষ তদ্রূপ হইত। মহাত্মা যীশু খৃষ্ট আপনার শিষ্য মণ্ডলীকে মেষ আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার এই সাধূক্তিতে অতি সুন্দর ও গূঢ় অর্থ আছে। আত্মোৎকর্ষ সাধনের জন্য নম্রতা পরম গুণ। এই গুণ যেমন মেষ জাতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, এমন প্রায় আর কোন প্রাণীতে দৃষ্ট হয় না।

মেষ নানাবিধ। স্পেন দেশে মেরিনো নামে যে মেষ আছে, তাহার লোমে তন্নামখ্যাত বস্ত্র তৈয়ার হয়। আমাদের দেশে দুম্বা ও মেড়াও আছে। দুম্বা ও মেড়ার শৃঙ্গ আছে, কিন্তু ভেড়ার শৃঙ্গ নাই। সাই-বিরিয়ার মেষের লেজ নাই। মেষের অস্থি চর্ম্ম, মাংস ও দুগ্ধ সকলি আমরা ব্যবহার করি। দুগ্ধে অল্প গন্ধ আছে বটে, কিন্তু ইহা অনেক কাজে লাগে। ইহাতে জিবের ও গালের ঘা আরাম হয় এবং ইংরাজদিগের সুখাদ্য পনির প্রস্তুত হয়। ইহার মাংসকে ইঁহারা মটন বলেন। ইহাদিগের শরীরের উষ্ণতা ও মলমূত্রের উর্ব্বর শক্তি আছে।

মেষজাতির উপর পাটিতে সম্মুখের দাঁত দুটি এক বৎসর বয়ঃক্রম

কালে পড়িয়া যায়। দেড়বৎসর বয়সে যে ছুটি দাঁত আগে পড়িয়াছে, তাহাদের নিকটের ছুটি ও ৩ বৎসর বয়সে সমুদয় দাঁতগুলি পড়ে। নূতন দন্তগুলি অল্প সাদা ও মসৃণ; কিন্তু মেষ যত বাড়ে, ইহা তত কর্কশ ও কাল হইতে থাকে। মেড়ার বয়ঃক্রম শৃঙ্গ দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। প্রসবের পর এক বৎসরের মধ্যে তাহার শৃঙ্গ বাহির হইয়া যাবজ্জীবন বাড়িতে থাকে। অধিকাংশ মেষের শৃঙ্গ নাই, তাহাদের শৃঙ্গস্থান অস্থি-ময় ও উন্নত। একপ্রকার মেষ আছে তাহাদের ৫০। ৬০ ফুট দীর্ঘ নাড়ি ও বক্র ৪টী শৃঙ্গ আছে; সম্মুখস্থ ছুটি শৃঙ্গ অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব। ভেড়ীরা ষষ্ঠমাসে একটী, কখন কখন ছুটি বাচ্চা প্রসব করে। উষ্ণ প্রদেশে বৎসরে ছুইবার, হিমপ্রধান দেশে একবার গর্ত্তবতী হয়। ইহাদের অনেক ছুদ হয়। ইহাদের এবং আর কতকগুলি তৃণভোজীর উদরে এক প্রকার কীট জন্মে। মেষের শরীরের পশ্চাৎ ভাগ বষা-পরিপূর্ণ।

ইহারা বাদ্যধ্বনি শুনিতে ভাল বাসে। ইতালী দেশে পালের আগে আগে মেষপাল বংশীধ্বনি করিতে করিতে চলে, মেষ গুলি ধীরে ধীরে তাহার পিছু পিছু যায়; ছড়ি মারিবার কোন প্রয়োজন থাকে না। আশ্চর্য্যের বিষয় দেশান্তর হইতে মেষপাল তথায় আসিলে তাহারাও ঐরূপ বাধ্যতা শিক্ষা করে।

মেষ তৃণ শস্যাদি ভক্ষণ করে ও অল্পাহারে তুষ্টি লাভ করে। রাখালেরা মাঠে সমস্ত দিন চরাইয়া দিবাবসানে তাহাদিগকে এক ঘেরা অনাবৃত স্থানে লইয়া রাখে। চরাইতে চরাইতে জলপান করান উচিত। আমাদের দেশে যে প্রকার স্থানে মেষপাল রাখা হয়, তাহাতে যে তাহাদের স্বাস্থ্যের হানি হয়, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। ভূমি ঘেরিয়া এ প্রকার ঢালু মেজে সমেত ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া উচিত, যাহাতে মূত্র বাহিরে বহিয়া পড়িতে পারে। ঘর নির্ম্মাণের বিশেষ সুব্যবস্থা করা আবশ্যক, কারণ বাতাতপের আধিক্য মেষ জাতির সহ্য হয় না। ইহাদের বাসস্থান হইতে মল প্রত্যহ পরিষ্কার করান নিতান্ত আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন পালের কাছে, এরূপ প্রচুর জল রাখা উচিত, যাহাতে সকলে ইচ্ছামত তাহা পান করিতে পারে।

মেষ বহুকাল অবধি মনুষ্যের দাসত্ব করিয়া আসিতেছে। ইহারা আমাদের ইঙ্গিতের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারে। মেষপাল ডাকিলে মেষগুলি বুঝিতে পারে; সে যে দিকে যায়,তাহারা সকলে এক এক করিয়া সেইদিকে তাহার পিছু পিছু যায়। দেখা গিয়াছে গমন কালে সে একটী মাত্র মেষ ধরিয়া লইয়া যায়, পালে যত মেষ আছে, সকলে সেই মেষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে।

ইহার লোমে অধিকাংশ শীতবস্ত্র নির্ম্মিত হয়। লোম কিছু কিছু রাখিয়া গ্রীষ্মারম্ভে একবার কাটা ভাল। কাটিবার পূর্ব্বে উহা উত্তমরূপে ধৌত করা আবশ্যক। আমাদের দেশে আষাঢ়, কার্ত্তিক ও ফাল্গুন মাসে লোম কাটিয়া লওয়া হয়, কিন্তু ইহাতে অতিশয় মূর্খতা প্রকাশ পায়। লোম ইহাদের শরীর রক্ষার প্রধান উপায়। সুতরাং শীত ও বর্ষায় ইহা কাটিয়া লওয়া অবৈধ। শ্বেত ঋজু লোম সর্ব্বোৎকৃষ্ট; রুগ্ন মেষের লোম কুঞ্চিত হইয়া থাকে। স্থানান্তরে ইহাদিগকে পাঠাইতে হইলে, প্রচুর ভূমি, যথেষ্ট জল বায়ু খাদ্য দ্রব্য ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা অত্যন্ত আবশ্যক। যে জাহাজে কিম্বা নৌকায় মেষ বোঝাই হইবে, তাহা যথেষ্ট পরিসর থাকিবে। থাকিবার উপযুক্ত স্থান লইয়া কাষ্ঠের আবরণ ৪।৫টী দ্বারা বিভাগ করা কর্ত্তব্য। জাহাজের আড়ে আড়ে মেষগুলিকে বাঁধিয়া রাখিয়া প্রয়োজন মতে গবাক্ষ খুলিলে ও বন্ধ রাখিলে ইহাদের কোন বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। ইহাদের এক অতি আশ্চর্য্য গুণ আছে, সকলের একবারে বিশ্রামের স্থানাভাব ইহারা অচিরে অনুভব করিতে পারে। এজন্য যতক্ষণ আবশ্যক একটী বিশ্রাম করে, অপর সকলে সে উঠিলে এক এক করিয়া শুইয়া থাকে। যদি কেহ অধিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া থাকে, তাহার প্রতিবাসী ধীরে ধীরে পদাঘাত পূর্ব্বক তাহাকে উঠাইতে চেষ্টা করে। যদ্যপি ইহাতেও না পারে, শয়ান মেষের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইতে যায়, সে অমনি উঠিয়া পড়ে।

এক সময়ের বন্য প্রাণীগণ এক্ষণে গৃহপালিত বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। তাহার প্রমাণ বন্য অশ্ব ও বৃষ এখনও আছে। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে জগদীশ্বর কেবল মনুষ্যের জন্য নিকৃষ্ট জীব সকলকে

সৃজন করেন নাই। অতএব তাহাদিগকে লোকালয়ে রাখিতে হইলে তাহাদিগকে যতদূর সাধ্য সুখ ও সচ্ছন্দে রাখিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু মেষজাতির স্বাভাবিক শারীরিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে জানা যায় যে তাহাদের লালনপালন, রক্ষণ ও জাতি সমৃদ্ধির ভার প্রধানতঃ মানবের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে।

উপরে বলা গিয়াছে যে মেষজাতি অতি দুর্ব্বল, তাহারা অধিক চলিতে পারে না ও দৌড়াইলে হাঁপাইয়া পড়ে। একারণ তাহাদিগকে একবারে অধিক পথ চলান গর্হিত। তাহাদের অনেক পীড়া, বিশেষতঃ ছোঁয়াচে রোগ হয়; সুতরাং পালনে সাতিশয় যত্ন লওয়া আবশ্যক। তেজের প্রাচুর্য্যে কখন কখন তাহাদের বন্ধ্যাত্ব ও মৃত্যুর কারণ হয়, অতএব তেজের আতিশয্য যাহাতে না হয়, তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রায়ই তাহাদিগের গর্ভস্রাব হইয়া থাকে ও তাহারা প্রসবকালে বড় কষ্ট পায়। এজন্য অন্যান্য গৃহপালিত জন্তু অপেক্ষা মেষদিগের প্রতি অধিকতর যত্নকরা আবশ্যক।

আমরা মেষদিগকে বুদ্ধিশূন্য বলিয়া থাকি। কিন্তু পশ্চাল্লিখিত বিবরণ পাঠে সে ভ্রম দূর হইবে। এক ব্যক্তির কতকগুলি মেষ ও মেষশাবক ছিল। শাবকেরা এক মাঠ হইতে অন্য মাঠে মেষগুলির সহিত চরিত, কখন দূরে যায় নাই। একদা এক কসাই তাহাদিগের মধ্যে ১০টীকে ক্রয় করিয়া স্থানান্তরে অত্যন্ত কুটিল পথ দিয়া লইয়া যায়; ও তাহার বাটীর নিকটস্থ এক সুন্দর ময়দানে চরিতে ছাড়িয়া দেয়। আশ্চর্য্যের বিষয় পর দিন সন্ধ্যার সময় দেখা গেল শাবকগুলি তথা হইতে পলায়ন করিয়া আপনাদিগের পূর্ব্ব-পরিচিত মাঠে আসিয়া পুনরায় শুইয়া রহিয়াছে। তাহাদিগের প্রভুপত্নী প্রথমে ইহা দেখিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্য হইলেন। স্বামী বাটীতে আসিলে তিনি তাঁহাকে এই সংবাদ দিলেন, কিন্তু তিনি তাহা অসম্ভব বলিয়া কিছুতেই প্রত্যয় করিলেন না। পরে ধাড়ীদিগকে ছাড়িয়া দিবা মাত্র ঐ শাবক সকল দৌড়িয়া আসিয়া তাহাদিগের স্তনপান করিতে লাগিল। তখন গৃহস্বামীর সকল সন্দেহ দূর হইল এবং তিনি শাবকদিগের মেধার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সন্তানগণের নিকট জন্মভূমির মনের আবেগ।

(২০৩ সংখ্যা ২৫৩ পৃষ্ঠার পর।)

(২৪)

"ভয় নাই জীব! আমিরে সহায়!—
সাধু ইচ্ছা যার হৃদয়ের ধন,—
জগতের পতি, সর্ব্ব শক্তি ধরি।
মম কৃপা বায়ু, সবে দিবে কূল।"

(২৫)

তবেরে সন্তান, ছাড়ি দেরে তরি,
নির্ভরের পাল, তুলিয়া আকাশে।
ডাক্ ভাই সবে, ডাক্ ভগ্নীগণে,
সবে মিলি চল, ব্যাকুলে গাইয়াঃ—

(২৬)

যদি ওরে আজ, উদিল তপন,
দিওনা, দিওনা, হইতে মগন।
যদি চাহ মায়ে হাসাইতে আজ,
ভাই বোন্ সবে, পর বীর সাজ!
দুখিনী মোদের জননী জগতে!

(২৭)

হেররে মায়েরে, অশ্রুনীর ধারা,
বহিছে তরঙ্গে হইয়াছে সারা,
রোগে শোকে ক্ষীণ বিমলিন কায়।
কি আছেরে কাজ, মোদের ধরায়,
জননীর অশ্রু মুছিবার মত?

(২৮)

আকাশে উড়িয়া চাঁদ ধরা করে,
হাতে সেঁচা সিন্ধু মাণিকের তরে!
সিদ্ধ হয় নাথ! তোমার কৃপায়।
"কি আছেহে কাজ মোদের ধরায়,
জননীর অশ্রু মুছিবার মত?"

(২৯)

গাও, গাও, সবে বেড়াক্ নাচিয়া,
শিখরে শিখরে, বিষাদের স্বর
হিমাদ্রি মলয় বিন্ধ্য গিরিপরে
নগরে পল্লিতে উষরে কাননে।

(৩০)

ভারতের বুক দুখময় করি
ভারত সাগরে মিশায়ে গরল,
"কি আছেহে কাজ মোদের ধরায়,
জননীর অশ্রু মুছিবার মত?"

(৩১)

এই কটী কথা, অনলে লিখিয়া,
রাখহ সুনীল, অনন্ত গগনে,
অথবা হিমাদ্রি ধবল শিখরে,
ভাসুক্ তোদের নয়নে নিয়ত।

(৩২)

তবেরে সন্তান, ফিরাইয়া তান,
বলি এবে যাহা শুন কাণ পাতি।
ক্ষুদ্র তোরা অতি এজগত মাঝে,
দীন, হীন, ক্ষীণ, মলিন, অজ্ঞান।

(৩৩)

সমস্ত জগতে বিষণ্ণ ভারত
ভারতের কোণে বঙ্গ সুমলিন,
তাহাতে আবার কালিমার দাগ,
আমি অভাগিনী তোদের জননী।

(৩৪)

পারিনারে লাজে তুলিয়া এ মুখ
মরম গরলে ভাসাতে ধরণী।
প্রাণের আগুণে প্রাণে জলে মরি,
আন্ধারে নীরবে কাঁদি একাকিনী।

(৩৫)

সুযোগ্য বিদ্বান্ ধন জ্ঞানধাম,
নহে মম অঙ্ক শূন্য এ রতনে।
কিন্তুরে রতন থাকিলে কি ফল,
আন্ধারে যদি রে মিশায় কালিমা?

(৩৬)

মম দুঃখ পানে যদিরে তাহারা
জাগিয়া বারেক ফিরাত নয়ন।
তবে কিরে লজ্জা বিষাদ অনলে
জলিত এ চিত অযুত শ্মশান?

(৩৭)

আজি বঙ্গভূমে দশের সহিত
হইত গণিত, আমারো এ নাম।
কতশত প্রাণে জাগাইত আশা
আমারো এমুখে ভাসি হাসি রেখা।

(৩৮)

আজ কিরে কটী দুর্ব্বল সন্তান
ধনে মানে জ্ঞানে সবে অতি হীন;
ক্ষুদ্র আশা বীজ রোপিয়া পরাণে
জল হেতু ফেরে পরের দুয়ারে?

(৩৯)

কিন্তু দীন অন্ধ পঙ্গু যে সন্তান,
অক্ষম অজ্ঞান আন্ধারে ঘুমায়,
মুষ্টি ভিক্ষা করি, দুয়ারে দুয়ারে,
দিনান্তে মলিন সামান্য তণ্ডুল,

(৪০)

আনি যদি দেয় যত্নে উপহার
জননী চরণে ভক্তিভরে ঢালি।
মায়ের পরাণে বহে সুখ নদী,
ভাবেরে আনন্দে সপ্তরাজ-নিধি।

(৪১)

অসহায় শিশু মায়ের দুখেতে
সুধু মাত্র করে সরবে রোদন।
প্রতি অশ্রুবিন্দু সাগর সমান
মাতৃ দুখানলে ঢালেরে সলিল।

(৪২)

তবে কন্যাগণ, এসলো সাজিয়া
বরিতে আদরে দুখী ভাই গণে,
আছে অশ্রুবিন্দু তাহাতে ধুইয়া
আনিয়াছে এই তুচ্ছ উপহার।

(৪৩)

প্রলয়ের ঝড় বহি দীর্ঘকাল
অবসাদ হেতু লইলে বিরাম,
অমা নিশা যবে কাল মল্লঙ্গ
হেরিয়া, মিটায়ে নয়ন পিপাসা,

(৪৪)

চায় মৃদুপদে পশ্চাতে সরিয়া,
কালভয়ে ভীতা উষা শান্তশীলা,
লুক্কায়িত তনু প্রকাশে সুধীরে
পূর্ব্বদিগঙ্গনা স্বর্ণাঞ্চল ধরি।

(৪৫)

হাসেগো পবিত্র মধুমাখা হাসি
সরল আননে। মুক্তা রাজি হেন
নীরবিন্দু রাজি শোভেলো আনন্দে
অযুত প্রফুল্ল কুসুম নয়নে।

(৪৬)

তেমতিলো তোরা আয়লো সাজিয়া
বরিতে আদরে দুখী ভাইগণে।
নাহি কাল ভয়; ধরলো অঞ্চল,
ধরলো আমার, লহ উপহার

—•—

কন্যাগণের উক্তি ;—

(৪৭)

হাঁ মা !——
কেনগো ডাকিলে কি কথা শুনালে
অমিয়া গরলে বহাতে সাগর।
এ পোড়া অন্তরে চিরদিন তরে
জ্বালিয়াছে বিধি রাবণের চিতা।

(৪৮)

ভাবিনি স্বপনে কখনো নিবিবে,
কখনো জুড়াবে এ মরম তল।
কত যে ঢালিনু কত যে ঢালিনু
অশ্রু-নীর-ধারা নিবাইতে হায়!

(৪৯)

নিবিল না কভু হল শত গুণ,
ঘৃত হল জল এ করম দোষে,
আশালতা হল বিষলতা সম,
ফলিল তাহাতে হলাহল ফল।

(৫০)

মাগো—
মানবের প্রাণ না দিয়া বিধাতা
যদি বা মোদেরে করিতা পাষাণ,
বুঝি মাগো সুখী হতেম জগতে।
পরাণি হয়েছে অনল নিদান।

(৫১)

"উপহার" এ যে অমিয়ার ধারা
নিশীথ অম্বরে বাঁশরীর স্বর,
ঢালিলেগো আজ শ্রবণ-বিবরে—
আদর মাখান সুখের বারতা!

(৫২)

"আদর!" এযে গো, স্বরগের কথা!
যাহাদের হিয়া অনাদর ভোগে,
গড়িলা বিধাতা সৃজিয়া ভারতে
পুরুষের দাসী, তাহাদের তরে।

(৫৩)

দেখ মা !—
বান্ধা হাতে পায়ে নিরাকার পাশ,
বজ্রেতে গঠিত অগ্নিশিখা ময়,

নির্দ্দয় শাসন এ রজ্জুর নাম,
সন্দেহ হেলন ইহার নিদান।

(৫৪)

নামে মাত্র মোরা মানবসন্তান,
ব্যবহারে কিন্তু মাটী হতে হেয়।
তাই বলি মাতঃ উপহার কথা,
আমাদের তরে স্বপ্ন ভণিতা।

(৫৫)

তাহে ভাইগণ করিয়া আদর,
অশ্রু জল ধুই দেয় পুরস্কার,
ভারতে নবীন সুখের বারতা।
তবে কি মোদের ফিরিল কপাল ?

(৫৬)

ফেরে সিন্ধু ফেরে নদী বহে বান্
ফেরে' না কখন ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী,
আন্ধার কন্দরে বহে অতি ক্ষীণ,
একি দিকে গতি একি ভাব তার।

(৫৭)

নির্ঝরিণী সম মোদের কপাল
ফিরিল কি আজ ফিরিল জননি ?
তবে লো আমরা বান্ধিয়া কবরী,
আয় বোন্, সবে ধরি হাতে হাতে,—

(৫৮)

যাই গো বরিতে যাই ভাইগণে,
আঁখিতে ওদের শোভে অশ্রুবিন্দু।
মোদের দুখেতে ওরা লো তাপিত;
মিশাইবে অশ্রু উহাতে আদরে।

(৫৯)

দুই অশ্রু মিলি বহিবে সাগর,
ভাসাবে মোদের জননীর বুক,
শোক দুঃখ তাপ বিষাদ মালিন্য
যাবে চলি দূরে তাহাতে ধুইয়া।

(৬০)

উঠিবে অরুণ ফুটাইবে ফুল,
পাতায় লতায়, দুলিবে সুফল।
সুধার হাসিতে মাখাবে সে মুখ
সুখের প্রভাতে জাগিবে সকল।

(৬১)

নবীন জীবনে বরিষার নদী,
নবীন কিরণে মাখায়ে লহরী,
সুধাময় করি হৃদয়ের তট,
গাইবে কল্লোলি সুখের সঙ্গীত।

(৬২)

গাইবে বিহঙ্গ বহিবে সমীর,
ফুল্ল ফুল হতে সুরভি হরিয়া,
সে মধুর তান বিজনে বিমানে।
ফুটিবে মোদের জ্ঞানের নয়ন।

(৬৩)

এস বোন্ সবে মুছি অশ্রুজল,
এলায়িত কেশে বান্ধিলো কবরী।
নানা ফুল ভরি হৃদয়ের ডালা,
হাতে হাতে ধরি হাসি হাসি যাই।

(৬৪)

বরি গিয়া সবে ভাই ধন বলি,
অই হের আছে পথ চেয়ে তারা,

লইগে যতনে পুরস্কার থালা
কুসুমের রাশি বরষি মাথায়!

(৩৫)

দেই আজ ঢালি হৃদয় সবার
ভাই বোন হিয়া যাবে নদী বয়ে,
কর্ম্মক্ষেত্র ধুই করি জয় গান।
হাসিবে জননী হেরিবে জগত।

—০—

সকলে সমস্বরে ;——

ধন্য ধন্য আজি সুখময় দিন।
হইবে মোদের দুখরাশি লীন।
ঘুচিবে মোদের পায়ের শিকল,
মানব জীবন হইবে সফল।
উড়িব বেড়াব, নাচিব গাইব,
ভূধরে কাননে নগরে যাইব,
কোথা নাহি আর থাকিবেক বাধা ;
অজ্ঞানের পাশে রব নাহি বাঁধা।
কখন জ্বলন্ত কল্পনার বলে
তন্ন তন্ন করি নীলাম্বর তলে
সাগরের গর্ভ ধরণী-অন্তর
কানন গহ্বর পর্ব্বত শিখর,
গাঁথিব মাণিক মুকুতার মালা,
বাছা বাছা ফুলে সাজাইব মালা।
কখন গভীর ধ্যানের সাগরে
ডুবিব সকলে প্রফুল্ল অন্তরে,
তুলিব নবীন তত্ত্বের রতন
ঝলসি প্রভাতে জগত-নয়ন।
আসিবে সাবিত্রী গার্গী সীতা খনা,
দেখাতে ভুবনে নারী গুণপনা।

সৃষ্টি সোপান।

বাহ্য জগতের দিকে চাহিলে আমাদের বোধ হয় যে, প্রত্যেক জাতীয় পদার্থ স্বতন্ত্র। এক জাতির সহিত অপর জাতির কোন সাদৃশ্য নাই। মনুষ্যে মনুষ্যে কি প্রস্তরে প্রস্তরে সাদৃশ্য আছে, তাহা অবশ্য সহজেই দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু মনুষ্য, বৃক্ষ, লোষ্ট্র, ইত্যাদি ভিন্ন জাতীয় পদার্থ সমূহের মধ্যে বিশেষ কোন সাদৃশ্য থাকা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। অসম্ভব হইলেও সমুদয় পদার্থ একই শৃঙ্খলাবদ্ধ। আপাততঃ তাহাদের মধ্যে প্রভেদ লক্ষিত হইলেও তাহারা পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। অবশ্য এমন কথা বলিতেছিনা যে, এক জাতির সহিত অপর জাতির কোন প্রভেদ নাই। এইমাত্র বলিতেছি যে, বহু প্রভেদ সত্ত্বেও তাহারা বিচ্ছিন্ন

নহে। পদার্থ সমূহ যেন একটী প্রকাণ্ড সোপান। এক এক জাতি সেই সোপানের এক একটী ধাপ। প্রত্যেক ধাপের সহিত অন্য ধাপের প্রভেদ বিস্তর, অথচ সকলেই পরস্পরের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। উপরের কোন ধাপে উঠিতে হইলে তাহার নিম্নে যে ধাপ আছে, অগ্রে তাহাতে পদার্পণ করা আবশ্যক। বস্তুতঃ পদার্থ সমূহের প্রকৃতি আলোচনা করিলে বোধ হয় যেন প্রথমে সর্ব্ব নিম্নের ধাপ, পরে তাহার উপরের, ইত্যাদি ক্রমে অবশেষে নরদেহ রূপ * উচ্চতম ধাপটী সৃষ্ট হইয়াছে। আমরা যে সম্বন্ধের কথা বলিতেছি তাহা কিরূপ, নিম্নে লিখিত হইতেছে।

বাহ্য পদার্থ সমূহ প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত। যথা, (১) অচেতন ও নির্জীব; (২) অচেতন ও সজীব; (৩) চেতন ও সজীব। জল, মৃত্তিকা, প্রস্তর প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের চৈতন্য নাই, জীবনও নাই। লতাবৃক্ষ প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের চৈতন্য নাই বটে, কিন্তু জীবন আছে। জন্তু শরীরের ন্যায় ইহাদের জন্ম মৃত্যু, ও হ্রাস বৃদ্ধি লক্ষিত হইয়া থাকে। মনুষ্য, চতুষ্পদ, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীতে জীবন ও চৈতন্য উভয়ই বর্ত্তমান রহিয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক্ এই তিন শ্রেণীতে প্রভেদ ও সাদৃশ্য কি।

উপরে যে তিনটি ভাগে পদার্থ সমূহ বিভক্ত হইল, তৎপ্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় কেমন একটী সোপানই ধাপে ধাপে উঠিয়াছে। প্রথম শ্রেণীতে চৈতন্য ও জীবনের সম্পূর্ণ অভাব; কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীতে উভয়ই বর্ত্তমান। সুতরাং প্রথম হইতে তৃতীয়েতে একেবারে যাইতে হইলে মধ্যস্থলে একটী মস্ত ফাঁক পড়িয়া থাকিত। কিন্তু এই দুইটীর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীটিকে স্থাপিত করিয়া বিশ্ব-রচয়িতা কেমন সুন্দর সৃষ্টি কৌশল দেখাইয়াছেন। প্রথম শ্রেণী একেবারে নির্জীব ও অচেতন। দ্বিতীয় শ্রেণী প্রথমটির মত অচেতন বটে, কিন্তু নির্জীব নহে। জীবনের যে কিছু লক্ষণ আছে, সমুদয়ই ইহাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার

* আমরা এস্থলে নর-আত্মার কথা বলিতেছি না, কারণ তাহা বাহ্য জগতের অন্তর্গত নহে।

উপরে চৈতন্যরূপ আর একটী ধাপ উঠিয়া তৃতীয় শ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছে, ও সৃষ্টি সোপান সম্পূর্ণ হইয়াছে।

চৈতন্যের অভাব প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে সাদৃশ্য। কিন্তু তথাপি প্রথম শ্রেণী হইতে দ্বিতীয়েতে উঠিবার সময় পাছে অনেকটা দূর বোধ হয়, এই ভাবিয়া যেন প্রকৃতি আর একটী সুন্দর কৌশল করিয়া রাখিয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত পদার্থের বাহ্যিক লক্ষণের মধ্যে মূল, কাণ্ড, পত্র এইগুলি প্রধান; এই লক্ষণ গুলির একটিও প্রথম শ্রেণীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই দুইশ্রেণীর মধ্যে বাহ্যিক লক্ষণ সম্বন্ধে সাদৃশ্য বজায় রাখিবার জন্য প্রকৃতি একটি ক্ষুদ্র ধাপ গড়িয়া রাখিয়াছে। নিকৃষ্ট শ্রেণীর এমন উদ্ভিজ্জ আছে, যাহারা নির্জীব জড়ের ন্যায়; মূল, কাণ্ড, পত্র প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর বাহ্যিক লক্ষণ ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং বহ্যিক লক্ষণ সম্বন্ধে ইহারা প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর উচ্চতর পদার্থ গুলির মধ্যে যোজক স্বরূপ।

এইরূপ কতকগুলি যোজক দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। স্পঞ্জ প্রভৃতি নিকৃষ্টতম জীবগণ বাহ্যিক লক্ষণে ঠিক্ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত পদার্থ সমূহের ন্যায়। ইহাদের মুখ, কি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, কিছুই নাই; দেখিলে হঠাৎ উদ্ভিদ্ বলিয়া ভ্রম হয়।

এক্ষণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ সাদৃশ্য আছে, তাহা বর্ণিত হইতেছে।

মনুষ্য ও অপরাপর সমুদয় জন্তুর দেহ জল স্থল ও বায়ু হইতে পরমাণু লইয়া গঠিত হইয়াছে। এই সকল পরমাণু মল, মূত্র, ও শ্বাসত্যাগ প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা অনুক্ষণ দেহ হইতে বহির্গত হইয়া পুনরায় বাহ্যজগতে মিশিয়া যাইতেছে; ও তৎপরিবর্ত্তে নূতন নূতন পরমাণু, আহার পান ও শ্বাস গ্রহণ ক্রিয়ার দ্বারা বাহ্য জগৎ হইতে শরীরে আসিয়া ইহাকে পরিপুষ্ট করিতেছে। এই ত্যাগ ও গ্রহণ জন্তু-শরীরের একটী প্রধান লক্ষণ। কিন্তু এই লক্ষণটী দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যেও স্পষ্টরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। জন্তুশরীরের ন্যায় উদ্ভিজ্জদিগের দেহ হইতেও পরমাণু বহির্গত হইয়া যাইতেছে, ও তৎপরিবর্ত্তে নূতন পরমাণু সমষ্টি জল স্থল ও বায়ু হইতে গৃহীত হইতেছে। অতএব

উদ্ভিজ্জ ও জন্তুশরীরে যতই প্রভেদ থাকুক না কেন, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য নিতান্ত সামান্য নহে। এতদ্ব্যতীত আর একটী চমৎকার সাদৃশ্য আছে। আমরা সকলেই জানি যে জন্তু হইতে সন্তানরূপে জন্তু উৎপন্ন হয়। আমরা ইহাও জানি যে পুষ্প ও তৎপরে বীজদ্বারা বৃক্ষ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে অধিক আশ্চর্য্য এইযে জন্তু হইতে জন্তু উৎপন্ন হইবার যে নিয়ম, অনেকস্থলে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইবারও সেই নিয়ম দেখা যায়। পাঠিকাগণ অক্ষয় বাবুর প্রথম ভাগ চারুপাঠে ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া থাকিবেন।

পঠিকাবর্গ বোধ হয় এক্ষণে বুঝিয়াছেন যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদ সত্বেও অনেক গূঢ় সাদৃশ্য আছে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে চৈতন্যের কোন লক্ষণ নাই *। প্রকৃতি চৈতন্যরূপ একটী ধাপ উঠিয়া তৃতীয় অর্থাৎ জন্তু শ্রেণী সৃজন করিয়াছে। নিম্নে এই শ্রেণী সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধটী সমাপ্ত করিব।

নরদেহে সৃষ্টি কৌশল সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত। বাহ্য জগতে প্রকৃতির যত কিছু গুণপণা আছে, মনুষ্য শরীরে সমুদয় একত্রীকৃত হইয়াছে। সুতরাং নিকৃষ্টতম জীব সমূহে ও নরদেহে অনেক সাদৃশ্য সত্ত্বেও বিস্তর প্রভেদ আছে ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু নিকৃষ্ট জীবগণ এবং মনুষ্যের মধ্যে এত অসংখ্য জীব বর্ত্তমান রহিয়াছে, যে নরদেহরূপ উচ্চতম ধাপের দিকে যত উঠা যায়, ততই অল্প অল্প করিয়া প্রভেদ কমিয়া গিয়া সাদৃশ্য সংখ্যা বাড়িতে থাকে। কীট, মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষী, চতুষ্পদ ইহাদের মধ্যে গঠন ও ইন্দ্রিয় শক্তির ক্রমে অধিক বিকাশ দেখা যায়, সুতরাং উচ্চশ্রেণী জীবদিগের মধ্যে অধিক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এইরূপে ধাপ ধাপ উঠিতে উঠিতে যখন আমরা বানর জাতি রূপ ধাপটীতে আসিয়া উপনীত হই, তখন দেখিতে পাই যে মনুষ্যের গঠনে ও ইহাদের গঠনে প্রভেদ অতি সামান্য। প্রকৃতি স্পঞ্জ প্রভৃতি

* কোন কোন উদ্ভিজ্জের অল্প অল্প চৈতন্য লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা অতি সামান্য ও সন্দেহ স্থল।

জীব গঠন করিয়া তৃতীয় শ্রেণী আরম্ভ করিয়াছে ও তৎপরে সংখ্যাতীত জীব সৃষ্টি করিয়া বানর জাতি এবং বানর জাতির পরে নরদেহ সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি-সোপান পরিসমাপ্ত করিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন প্রভৃতি যে নানা প্রকার অবতারের বর্ণনা দেখা যায়, সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে তাহা কেবল জীবদেহের এইরূপ ক্রমশঃ বিকাশের পরিচায়ক মাত্র।

সৃষ্টি সোপানের অর্থ কি পাঠিকাবর্গ বোধ হয় এক্ষণে বুঝিয়াছেন। বাহ্য জগতে বাষ্প, জল, প্রস্তর, মৃত্তিকা, প্রভৃতি পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া নরদেহ পর্য্যন্ত কত পদার্থ রহিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? ইহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ কত তাহাইবা কে বলিতে পারে? কিন্তু এত প্রভেদ সত্ত্বেও সমুদয় পদার্থ একই শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বাহ্য-জগতে নিকৃষ্টতম পদার্থ হইতে উৎকৃষ্টতম পদার্থ পর্য্যন্ত যাহা কিছু আছে, সমুদয় লইয়া প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃতির ঈশ্বর আপনার বিচিত্র শক্তির পরিচয় দিয়া একটী প্রকাণ্ড সোপান সৃষ্টি করিয়াছেন। এই মহা সোপানের অসংখ্য ধাপ গুলির মধ্যে প্রভেদ বর্ণনাতীত, অথচ কেহই বিচ্ছিন্ন নহে। বাহ্য জগতে যাহা কিছু দেখিতে পাও, সকলই পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কুত্রাপি তিল পরিমাণও ফাঁক পড়িয়া নাই। ইহাই সৃষ্টি সোপানের অর্থ।

মনুষ্য শরীর।

(২০৩ সংখ্যা ২৫৪ পৃষ্ঠার পর।)

হৃদয় ও ফুসফুসের কার্য্য, শরীরের মধ্যে রক্ত সঞ্চালন, আহারীয় দ্রব্যের পরিপাক, এই সকল কার্য্য জাগ্রত ও নিদ্রিত উভয় অবস্থাতেই সমানরূপে হয় এবং এ সকল আমাদিগের ইচ্ছার অধীন নহে অর্থাৎ জীবনোপযোগী এই সকল কার্য্য আমাদিগের ইচ্ছা ব্যতিরেকেও নিষ্পন্ন হয়। আমরা স্বেচ্ছানুসারে কথা কহিতে কিম্বা চুপ করিতে, দণ্ডায়মান

হইতে কিম্বা উপবেশন করিতে, চলিতে কিম্বা স্থির থাকিতে সক্ষম হই। যদি ইচ্ছা না করিলে রক্তচালনা, শ্বাসক্রিয়া প্রভৃতি না হইত, তাহাহইলে আমরা কোন্‌কালে মরিয়া যাইতাম। ঈশ্বর স্বহস্তে এই সকল কার্য্যের ভার লইয়া কি অপার দয়ার পরিচয় দিয়াছেন!

রক্ত দ্বারাই শরীর পোষণ হয়। রক্ত হৃদয়রূপ উনুই হইতে উৎপন্ন হইয়া তাবৎ শরীরে ভ্রমণ করত অঙ্গোপাঙ্গ রক্ষা করে। এই হৃদয় ডিম্বাকার এক খণ্ড মাংসপিণ্ড মাত্র, এবং তাহা মনুষ্যের ইচ্ছার অনধীন হইয়া এক মিনিটের মধ্যে ষাটিবারের অধিক আকুঞ্চিত এবং প্রসারিত হয় উহা বোমা কলের ন্যায় রক্তচালক শিরা দ্বারা রক্ত প্রচালিত করে। হৃদয়েতে চারিটী পৃথক্ পৃথক ঘর আছে, তাহার মধ্যে বড় দুইটীকে বেণ্ট্রি-কেল ও ছোট দুইটীকে ওরিকেল কহে। দক্ষিণদিকের বেণ্ট্রিকেল আকুঞ্চিত হইলে, ফুসফুস সংযুক্ত শিরা ও তাহার শাখা সমূহ দ্বারা ফুসফুস মধ্যে রক্ত চালিত করে। ফুসফুসিতে রক্ত অঙ্গারক অম্ল ত্যাগ করিয়া ও অম্লজন গ্রহণ করত এক নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। রক্ত ফুসফুস ত্যাগ করিয়া, বাম দিকস্থ ওরিকেলে গমন করে। তথা হইতে বামভাগস্থ বেণ্ট্রিকেলে যায় এবং তথা হইতে শিরা বিশেষ দ্বারা চালিত হইয়া শরীরের তাবৎ অংশে ভ্রমণ করে।

অবনীমণ্ডলে যত প্রকার জীব জন্তু আছে, তন্মধ্যে মনুষ্যের মস্তকে যত মজ্জা আছে তত আর কোন জন্তুর মস্তকে নাই। কেবল ভূচরের মধ্যে হস্তী এবং জলচরের মধ্যে তিমি এই দুই বৃহদাকার জীবের মস্তিষ্ক মনুষ্যাপেক্ষা অধিক। কিন্তু ইহাদিগের শরীরের অবয়ব যেমন দীর্ঘ ও বিপুল, মস্তিষ্ক তৎপরিমাণে অধিক নহে।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে একবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত মনুষ্যের মস্তিষ্কের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে থাকে। একবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমের পর চত্বারিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সমভাবে থাকে, তাহার পর ক্রমে হ্রাস হয়। যাঁহারা অতি বার্দ্ধক্য দশা প্রাপ্ত হইয়া জীবিত থাকেন, তাঁহারা প্রায় মস্তিষ্কশূন্য হন। মনুষ্যজাতির মধ্যে যাঁহার মস্তিষ্কের ভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক, তাঁহার বুদ্ধিও সেই পরিমাণে অধিকতর প্রখর হয়। শরীর-বিধানশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা

একপ্রকার নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, যে ন্যূনকল্পে সুস্থ মনুষ্যের মস্তকে প্রায় একসের পরিমাণ মস্তিষ্ক থাকা উচিত। এই পরিমাণের ন্যূনতা হইলে বুদ্ধির খর্ব্বতা হয়, কোন কোন স্থানে বাতুলতা উপস্থিত হয়। সুস্থ সহজ পুরুষের মস্তকে সামান্যত অনুমান দেড়সের মস্তিক আছে, এবং স্ত্রীজাতির মস্তকে প্রায় সার্দ্ধ পাঁচ পোয়া দেখাগিয়াছে। স্ত্রীপুরুষের এই প্রভেদ তাঁহাদিগের বর্ত্তমান মানসিক উন্নতির তারতম্য হেতু হওয়া অসম্ভব নয়।

মানবজাতির শরীরের গঠন সামান্যত একরূপ হইলেও মধ্যে মধ্যে অদ্ভুত গঠনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমরা তাহার কয়েকটী উদাহরণ এস্থলে উল্লেখ করিতেছি—জেফ্রি হডসন নামে এক বামন ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত উচ্চতায় ২॥ ফুট ছিল, তৎপরে আর ৭ বুরুল বাড়িয়াছিল। বিবি নামে পোলাণ্ড দেশীয় লোক ২৩ বৎসরে মরে, তৎকালে তাহার দেহের পরিমাণ ৩২ বুরুল মাত্র, তাহার বুদ্ধি শক্তি বড় প্রখর ছিল না। কিন্তু বরুলস্কি ২২ বৎসরে ২৮ বুরুল পরিমিত হইয়াছিল, তাহার আশ্চর্য্য মেধা দেখা গিয়াছে। আবাতে একব্যক্তি ছিল, তাহার আপাদ মস্তক কেশাবৃত, মুখের চুল সিংহের কেশরের মত ৮ বুরুল লম্বা। ব্রহ্মদেশীয় এক রমণীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়া দুইটী কন্যা হয়, বড়টী মার মত, কিন্তু কনিষ্ঠাটী পিতার ন্যায় কেশাবৃত হইয়াছিল।

চিনদেশীয় রমণীর পা গোড়ালী হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত ৪ বুরুল মাত্র। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বেঁকিয়া উপর দিকে থাকে, অন্যান্য অঙ্গুলি পার তলায় দোমড়ান। পার পাতা স্বভাবতঃ যেখানে অধিক চৌড়া, সেইখানে অতি সঙ্কীর্ণ হয়। গোড়ালী পশ্চাম্মুখ না হইয়া নিম্নদিকে ক্ষুরের মত নাবান, পার তলা সমতল না হইয়া ডোঙ্গার মত খোদাল হইয়া থাকে।

পারিসে খৃষ্টিয়ানা রিটা নাম্নী দ্বিশীর্ষ এক বালিকা প্রদর্শিত হয়। ১৮২৯ সালে সে জন্মগ্রহণ করে। তাহার পিতা মাতার কোন অঙ্গবিকৃতি ছিল না। তাহার দক্ষিণ শীর্ষ খৃষ্টীয়ানা ও বামশীর্ষ রিটা বলিয়া অভিহিত হইত। বুকের নিকট পাশাপাশি দুইটী অর্দ্ধদেহ একত্র যোড়া ছিল। দুই ফুস্ ফুস্ ভিন্ন ভিন্ন ছিল, দুইটী হৃৎপিণ্ড এক আবরণে আচ্ছাদিত

হইয়া একসঙ্গে স্পন্দন করিত; উদর এক এবং নিম্নদেশ এক শরীরের ন্যায় ছিল।

বিডেনহাম বালিকা নামক দুই রমণীর কটি ও স্কন্ধদেশ পরস্পর যোড়া ছিল। তাহারা ৩৪ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিল, পরে একটির মৃত্যুতে অন্যটী পৃথক্ হইতে অনিচ্ছু হইয়া উভয়ে মরিয়া যায়। তাহারা দরিদ্র দিগের জন্য ২০ একর ভূমি রাখিয়া যায়, অদ্যাপি তাহার উৎপন্ন শস্য দরিদ্রদিগকে বিতরিত হইয়া থাকে।

শ্যামদেশীয় যমজ সন্তানদ্বয় ইংলণ্ডে প্রদর্শিত হয়। ২½ হইতে ৪ বুরুল লম্বা ও ৮ বুরুল বেড় এক চর্ম্ম দ্বারা তাহাদের নাভিদেশ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত ছিল। তাহারা সুস্থ ও প্রফুল্ল ছিল, তাহাদের প্রকৃতি, অভ্যাস প্রভৃতি এক হইয়াছিল। একজন কাশিলে অন্যে কাশিত, একজনের জ্বর হইলে অন্যেরও হইত, কিন্তু উভয়ের পীড়ার পরিমাণের ন্যূনাধিক্য দেখা যাইত। তাহারা এক সঙ্গে ঘুমাইত ও জাগিত। কিন্তু শতরঞ্চ খেলিবার সময় উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন চাল চালিত এবং পরস্পর হইতে ভিন্ন ভিন্ন মনের ভাব প্রকাশ করিত।

স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন বা তাহার কোন প্রকার ব্যতিক্রমেই বিকৃত দেহ সকল উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাহাতেও ঈশ্বরের বিচিত্র মহিমা ও আশ্চর্য্য করুণা দেখা যায়। এরূপ দেহসকল আশ্চর্য্য কৌশলে রক্ষিত হইয়া থাকে এবং অধিক ক্লেশের সম্ভাবনা বলিয়া হয় তাহা অধিককাল জীবিত থাকে না, নয় তাহা হইতে ভাবী বংশ উৎপন্ন হইতে পারে না।

স্ত্রী সঙ্গিনী।

"আমেরিকার সাধারণ তন্ত্র" নামক পুস্তক প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত ডি টকুইবিলের স্ত্রীভাগ্য অতি উৎকৃষ্ট ছিল। তিনি অধ্যয়নে স্ত্রীর সাহায্য লাভ করিতেন এবং কার্য্যক্ষেত্রের বিবিধ পরীক্ষায় তাঁহার সান্ত্বনা ও উৎসাহ বাক্যে প্রফুল্ল হইতেন। ঐ সাধ্বী রমণী গৃহের বায়ু মণ্ডলকে

যেন বিশুদ্ধ করিয়া রাখিতেন, তন্মধ্যে আসিলেই স্বামী আপনাকে বলীয়ান্ ও পবিত্রীকৃত বলিয়া অনুভব করিতেন। তিনি বন্ধুগণের নিকট আহ্লাদ-সহকারে বলিতেন, ঈশ্বর আমাকে যত অমূল্য বস্তু দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে আমার সহধর্ম্মিণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি বন্ধুগণকে এক পত্রে লেখেন, "বিপদ সময়ে তিনি যে আমার কিরূপ সহায় হন, আপনারা কল্পনাতেও অনুভব করিতে পারেন না। সচরাচর তিনিত এত শিষ্ট শান্ত, কিন্তু তৎকালে দৃঢ়নিষ্ঠা ও বলশালিনী হন। আমার অজ্ঞাতসারে তিনি আমার সকল অভাব অবধারণ করেন, কষ্টের সময়ে আমি অধৈর্য্য হই, কিন্তু তিনি শান্ত-ভাব রক্ষা করিয়া আমার মনে শান্তি ও বল বিধানের চেষ্টা পান।" তিনি আর এক সময়ে বলিয়াছেন "আমার বিশ্রামের—দীর্ঘকাল বিশ্রামের অত্যন্ত প্রয়োজন। কোন গ্রন্থকারের পুস্তক লেখা শেষ করিবার সময় কত প্রকার বিরক্তি যে ধরে, তাহা ভাবিলে তাহার জীবন যে কত দুঃখময় বুঝিতে পার। মেরীর স্নিগ্ধকর প্রকৃতির সাহায্য না পাইলে আমি আমার কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতাম না। যে স্ত্রীলোকের আত্মা স্বামীতে যে কিছু উৎকৃষ্ট ভাব আছে, তাহা দর্পণের ন্যায় প্রতিবিম্বিত করে; কেবল তাহা নয় সেই ভাবকে আরও বর্দ্ধিত ও উন্নত করিয়া দেয়, তাঁহার সহিত চির-সহবাস করা কি আনন্দকর! যখন আমি সত্য বা ন্যায়সঙ্গত কোন কথা বলি অথবা কোন কার্য্য করি, আমি আমার স্ত্রীর মুখশ্রীতে অমনি গর্ব্বসহকৃত সন্তোষের চিহ্ন প্রকাশিত দেখিতে পাই, তাহাতে আমার চিত্তকে আরও উৎসাহিত করিয়া দেয়, আবার যখন আমার মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, তখনি তাঁহার মুখ মলিন হইয়া যায়।" বস্তুতঃ বিশুদ্ধ-চরিত্র রমণীর এমনই প্রভাব যে তিনি যেখানে থাকেন, সেখানে আত্মাকে পাপপথ হইতে নিবৃত্ত এবং পুণ্যসংগ্রামে উৎসাহিত করিয়া থাকেন। উন্নতচিত্ত ও মহদাশয়া স্ত্রীর সহিত সম্মিলনে জীবন পথে যেরূপ সাহায্য লাভ করা যায়, এরূপ আর কোন প্রকারে নহে। টকুইবিল লিখিয়াছেন, মনস্বিনী পত্নীর সাধু উপদেশ ও দৃষ্টান্তে অনেক দুর্ব্বলচিত্ত পুরুষ অসাধারণ ধর্ম্ম ও উচ্চাশয়তার পরিচয় দিয়াছেন এবং রূঢ়প্রকৃতি নীচাশয়া রমণীর সংসর্গে পড়িয়া অনেক উদারচিত্ত স্বামী স্বার্থপর এবং হীনমতি হইয়া গিয়াছেন, এ কথা নিতান্ত সত্য।

এড্‌মণ্ড বর্কের পত্নীও এইরূপ স্বামীর হিতকারিণী ছিলেন। তিনি অতি সুরুচি ও সদ্‌গুণসম্পন্না রমণী ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের যেরূপ বল, ভালবাসিবার সেইরূপ অসীম ক্ষমতা ছিল। গৃহে যেমন তাঁহার কর্ত্রীত্ব, সমাজে সেইরূপ তাঁহার উজ্জ্বল প্রভাব। যাহা কিছু সুন্দর, উৎকৃষ্ট ও সত্য, তৎপ্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার স্বামী তাঁহার সদ্‌গুণের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাঁহার বন্ধুগণের মতে ইহা কোনমতেই অতিরঞ্জিত হয় নাই। আমরা পাঠিকাগণের চক্ষে সেই ছবির ছায়া মাত্র ধারণ করিতেছি :—

তিনি সুন্দরী, কিন্তু এই সৌন্দর্য্য আকৃতি, গঠন বা মুখশ্রী হইতে সমুদ্ভূত নহে। যদিও এ সকল স্ত্রীসৌন্দর্য্য তাঁহাতে যথেষ্ট আছে, কিন্তু তদ্দ্বারাই তিনি আমাকে আকর্ষণ করেন না। তাঁহার প্রকৃতির মধুরতা, দয়াশীলতা, নির্দ্দোষ ভাব, এবং যতদূর সহৃদয়তা মুখজ্যোতিতে ব্যক্ত হইতে পারে, এই সকলই তাঁহার সৌন্দর্য্যের উপাদান। তাঁহার মুখ দেখিলে প্রথমে চিত্ত আকৃষ্ট হয়, পরে যত দেখাযায়, ততই তাহাতে অধিক সৌন্দর্য্য লক্ষিত হয় এবং প্রথমে তাহা লক্ষিত হয় নাই বলিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়।

তাঁহার চক্ষুর মৃদু জ্যোতিঃ। তদ্দ্বারা আনন্দের সহিত ভয়ের সঞ্চার করে। সাধুব্যক্তি উচ্চপদ পরিত্যাগ করিলে যেমন ক্ষমতার পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম ভাব দ্বারা শাসন করেন, তাঁহার প্রভাব সেইরূপ। তাঁহার এরূপ দৃঢ়তা আছে, যাহাতে কোমলতার স্থানাভাব হয় না এবং এরূপ কোমলতা আছে যাহা দুর্ব্বলতা বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। তাঁহার স্বর মৃদুমন্দ বীণাধ্বনির ন্যায়, তাহা দ্বারা বৃহৎ জনতা স্তব্ধ হইতে পারে না, কিন্তু যাঁহারা জনতা ও বন্ধুসম্মিলনের প্রভেদ করিতে জানেন, তাঁহারা তৎশ্রবণে বিমোহিত হন। ইহা শ্রবণ করিতে হইলে তাঁহার নিকটস্থ হইতে হয়।

তাঁহার শরীর বর্ণনা করিলেই তাঁহার মনের বর্ণনা হয়, একটী আর একটীর ছবিস্বরূপ। তাঁহার মেধা নানা বিষয়ে চিত্তনিবেশ দ্বারা নয়, কিন্তু উৎকৃষ্ট বিষয়টী বাছিয়া লইবার ক্ষমতাতে প্রকাশ পায়।

তিনি আশ্চর্য্য কথা বলিয়া বা আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়া লোককে চমৎকৃত

করেন না, কিন্তু যাহা বলা বা করা উচিত নয়, তাহা পরিত্যাগ করেন; ইহাতেই তাঁহার চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

তাঁহার ভদ্রতা তাঁহার স্বাভাবিক সুন্দর স্বভাব হইতে প্রবাহিত, তাহা সভ্য সমাজের কোন নিয়ম শিক্ষার ফল নহে। সেই জন্য যাঁহারা প্রকৃত শিষ্টাচার বুঝেন এবং যাঁহারা বুঝেন না, উভয়েরই দৃষ্টিতে ইহা লক্ষিত হয়।

কোন কার্য্যের ন্যায়ান্যায় তিনি তর্কদ্বারা আবিষ্কার করেন না, কিন্তু সহজজ্ঞান দ্বারা করিয়া থাকেন। কাহারও উপর কঠোর বিচার করিয়া তিনি আপনার সাধু প্রকৃতিকে মলিন করেন না, সেইরূপ অযথা প্রশংসাবাদ দ্বারাও আপনার বিচার শক্তির অবমাননা করেন না।

তাঁহার চিত্ত স্থির এবং দৃঢ়। দৃঢ়তা থাকাতে যেমন মার্ব্বেল প্রস্তরের মসৃণতা ও উজ্জ্বলতার হানি হয় না, সেইরূপ তাঁহারও স্ত্রীশোভন সৌন্দর্য্যের ব্যাঘাত হয় না। তাঁহার এরূপ গুণ আছে, যদ্দ্বারা পুরুষ জাতির প্রকৃত মহৎলোকদিগকে আমরা আদর করি, আবার তাঁহার এমন কোমল ভাব আছে, যদ্দ্বারা স্ত্রীজাতির মধ্যে সুন্দরী ও দুর্ব্বলাগণের দোষকেও মনোহর ভাবে প্রকাশ করে।”

এইরূপ রমণী যে অনেকাংশে স্ত্রীজাতির আদর্শ, তাহা বলা বাহুল্য। ধন্য সেই নারী, যাঁহার স্বামী তাঁহার গুণে মুগ্ধ ও উপকৃত হইয়া এইরূপ মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসাবাদ করিতে পারেন।

উত্তাপের আরোগ্যণীয় শক্তি।

আমাদিগের স্বাস্থ্যের জন্য কিঞ্চিৎ পরিমাণ উষ্ণতা আবশ্যক; সে নির্দ্ধারিত উষ্ণতার হ্রাস হইলে কিম্বা তাহার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হইলে শরীর অসুস্থ হয়। এই জন্যই শীত এবং গ্রীষ্মকালে আমাদিগকে পোষাকের পরিবর্ত্তন করিতে হয়। এই জন্যই অল্পোষ্ণ দ্রব্য আহার করিলে আমাদিগের শরীর সচ্ছন্দে থাকে। কিন্তু ইহা ব্যতীত উত্তাপের অনেক প্রকার গুণ আছে; আমাদিগের শরীরে বাহ্যেন্দ্রিয় এবং আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকল নিস্তেজ হইলে উপযুক্ত উত্তাপ দ্বারা তাহাদিগকে সতেজ করা যাইতে

পারে। কেবল জল সেবন দ্বারা আরোগ্য করা একরূপ চিকিৎসার পদ্ধতি আছে, তাহা কেবল ভিন্ন পরিমাণ উষ্ণতাবিশিষ্ট জলের উপকার-মূলক ব্যতীত আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ সূর্য্যকিরণ দ্বারা অনেক প্রকার রোগ আরোগ্য এবং নিবারণ হইয়াছে। David Urquhart M. P. নামক এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, তিনি কেবল সূর্য্যকিরণ সেবন করাইয়া যক্ষ্মা রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। ইহাব্যতীত তদ্দ্বারা অজীর্ণ, বাত, প্রভৃতি অনেক প্রকার রোগ আরোগ্য হয়। কোন উকিলের দক্ষিণ পায়ে পক্ষাঘাতের উপক্রম হইয়াছিল; সিঁড়িতে উঠিবার সময় তাঁহাকে প্রথমে বামপদ উত্তোলন করিয়া পরে তাহাতেই ভরদিয়া দক্ষিণ পদ তুলিতে হইত এবং দক্ষিণ পদ, বাম পদ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সরু হইয়া গিয়াছিল। কোন এক ডাক্তার তাঁহাকে জানালার নিকটে শুইয়া সমস্ত শরীরে সূর্য্যকিরণ সেবন করাইতে পরামর্শ দেন। পরে তিনি দশ মিনিট্ হইতে আরম্ভ করিয়া এক ঘণ্টাকাল ঐরূপ সূর্য্যকিরণে পড়িয়া থাকিয়া ছয় মাস মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। এক ব্যক্তি সূর্য্যকিরণে বাহির হইলেই তাঁহার মাথা ধরিত; তিনি কোন ডাক্তারের উপদেশে সর্ব্বশরীর উলঙ্গ করিয়া সূর্য্যকিরণে থাকা অভ্যাস করত শিরঃপীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করেন।

বাস্তবিক সৌরজগৎ মধ্যে সূর্য্য সর্ব্ববলীয়ান্; ইহাহইতে পৃথিবীর অনেকপ্রকার শক্তি উৎপন্ন হয়। এবং বলিলেও বাহুল্য হয় না যে, সূর্য্য এই জগতের সর্ব্বতেজের মৌলিক কারণ। অতএব ইহা হইতে যে, মানব শরীরের উপকারী অথবা অপকারী ফল উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা বিচিত্র কি? চিকিৎসা-বিদ্যায় সূর্য্যকিরণের ফল সুচারুমতে আবিষ্কৃত অথবা পরীক্ষিত না হওয়াই আশ্চর্য্যের বিষয়। বিলাতে নিউকেশেল্ (Newcastle) চিকিৎসালয়ে গরম বায়ু সেবন প্রথা প্রচলিত আছে। উষ্ণ বায়ু চর্ম্মে লাগিয়া চর্ম্মকার্য্য সাহায্য করে। অনেক ব্যারামে চর্ম্ম নিস্তেজ হইয়া ঘাম নির্গমন প্রভৃতি কার্য্য করিতে পারে না, এমতে তাহাতে অধিক পরিমাণে রক্তসঞ্চালনের আবশ্যক হয়। উষ্ণ বায়ুদ্বারা সেই কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া রক্ত আভ্যন্তরিক ইন্দ্রিয়সকলে বদ্ধ হইয়া থাকিতে

পায় না, সুতরাং সেই সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া পাকশক্তি বৃদ্ধি হয়, এবং শ্বাসকার্য্য প্রভৃতি উপযুক্তরূপে সম্পাদিত হয়। শুনা গিয়াছে উপযুক্ত পরিমাণ উষ্ণতায় বাতুলতা প্রভৃতি মানসিক পীড়া পর্য্যন্ত আরোগ্য হইয়াছে।

প্রাচীন হিন্দুগণও জানিতেন, সূর্য্যতেজ কুষ্ঠরোগ নিবারণের উপায়। উড়িষ্যার গ্রন্থ কপিলসংহিতাতে লিখিত আছে, 'শাম্ব' কুষ্ঠরোগ প্রাপ্ত হইলে সূর্য্যপূজা করিয়া রোগমুক্ত হয়েন। সূর্য্য যে, রোগনিবারণের কর্ত্তা, মহাভারতেও এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। ময়ূরভট্ট সূর্য্যদেব কর্ত্তৃক কুষ্ঠরোগ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া তাঁহাকে স্তব করেন। সূর্য্যের পুত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেববৈদ্য ছিলেন। প্রাচীনমতে এবং আধুনিকমতেও কতকটা বুঝা যাইতেছে যে, সূর্য্যতেজে অনেকানেক উৎকট উৎকট রোগ আরাম হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় জনসাধারণ ইহা বুঝিত না; এবং বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণও ইহার সমধিক চর্চ্চা করেন না। বঙ্গবাসী।

নূতন সংবাদ।

১। ডিসেম্বরের প্রথমে রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপণ কলিকাতায় আসিয়া কয়েকদিন অবস্থিতি করেন। তাঁহার বিজ্ঞতা ও সৌজন্যের প্রশংসা সর্ব্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি সম্প্রতি ব্রহ্মদেশ ভ্রমণে গিয়াছেন।

২। পুঁটিয়ার মহারাণী শরৎসুন্দরী কেবল বদান্যতাগুণে বিখ্যাত নহেন, তিনি একজন অতি গুণবতী রমণী এবং দেশহিতকর কার্য্য সকলে সাধ্যমত যোগ দান করিয়া থাকেন। গত ২৩এ নবেম্বর তাঁহার ভবনে একটী মহাসভা হয়। এ দেশে আত্মশাসন প্রণালী স্থাপনের বিষয় আলোচনা করা তাহার উদ্দেশ্য। মহারাণী স্বয়ং এবং রাণী মনোমোহিনী সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, একটী যবনিকার অন্তরালে তাঁহারা উপবিষ্ট হন।

৩। আয়র্লণ্ডে স্ত্রীলোকদিগের ক্লেশ নিবারণার্থ যে ফণ্ড হইতেছে, তাহাতে ইংলণ্ডেশ্বরী নিজে ২০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৪। আমেরিকার বোষ্টন নগরে সাততালা একটী হোটেল বাড়ী ১৩

ফিট,১০ ইঞ্চ সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, আমরা পূর্ব্বে আর একটী বাড়ী সম্বন্ধে এরূপ সংবাদ পাইয়াছিলাম। উনবিংশ শতাব্দীতে কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

৫। এবার মাইনর পরীক্ষায় বেথুন স্কুলের ছাত্রী কুমারী শৈলবালা দাস এবং হিরণ্ময়ী দেবী ২য় বিভাগে এবং কুমারী গিরিবালা মজুমদার ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। বঙ্গবাসী—এই নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ১০ই ডিসেম্বর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ইহার উদ্দেশ্য ও লিখনপ্রণালী দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ইহার লিখিত একটী প্রবন্ধ স্থানান্তরে উদ্ধৃত হইল।

২। গীতিকবিতা—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায় বিরচিত। ইহাতে ভারত-বিলাপ ও যমুনালহরী নামে দুইটী প্রসিদ্ধ গীতি পূর্ণাবয়বে মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা অনেকবার এই দুইটী গীতি শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়াছি। ইহাতে অসাধারণ কবিত্ব এবং প্রকৃত স্বদেশানুরাগের ভাবোচ্ছ্বাস যেমন দৃষ্ট হয়, বাঙ্গালা কাব্যে এরূপ অতি বিরল।

৩। বঙ্গবীর-চরিত-প্রথম সংখ্যা, শ্রীরাজ রাজেন্দ্র চন্দ্র প্রণীত ইহাতে রামদাস বাবু নামে এক বাঙ্গালী বীরপুরুষের অদ্ভুত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা আশাকরি ইহার পর সংখ্যা সকলে অন্য দেশীয় বীরদিগের চরিত কীর্ত্তিত হইবে। এরূপ পত্রের বিশেষ অভাব আছে।

৪। অকাল উন্নতি, প্রথম প্রস্তাব—ইহাতে এ দেশের বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী অনেকগুলি হিতকর বিষয়ের আলোচনা আছে। ইহা ও উপরিউক্ত পুস্তিকা শ্রীবাটী চিত্তরঞ্জিনী সাহিত্য সভা হইতে প্রচারিত। এই সভার উদ্দেশ্য বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি সাধন, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার উন্নতি প্রার্থনা করি।

৫। প্রতিভা—(নবন্যাসপূর্ণ সমালোচনী মাসিক পত্রিকা) ইহার কয়েক সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞ হইলাম।

বামাগণের রচনা।

দাম্পত্য বিধি।

কোথা সে দাম্পত্য বিধি,   যাহারে গড়িল বিধি,
পবিত্র করিয়া আহা,   ধরণী মাঝারেতে।

নিদয় পুরুষ জাতি, অবহেলি এই রীতি,
ধর্ম্মজ্ঞান-শূন্য হ'য়ে রত স্বেচ্ছাচারেতে।
পাণিগ্রহণের কালে, কি প্রতিজ্ঞা করে ছিলে,
কি সত্য করিলে সুধি, পত্নী-করে ধরিয়ে।
প্রতি পদে কিবা কথা, ছিল সে মন্ত্রেতে গাঁথা,
এবে সেই সত্য কথা, পালিছ কি করিয়ে।
আমরা অবলা জাতি, নীতি শিক্ষা অল্প অতি,
সুসভ্য সুবিদ্যা জ্যোতি, প্রবেশেনি হৃদিতে।
তথাপিও নারী মোরা, পালিতে পবিত্র ধারা,
হৃদয়ে সর্ব্বদা ভয় এই ধর্ম্ম রাখিতে।
সুসভ্য তোমরা সব, জ্ঞান বুদ্ধি সমুদ্ভব,
সেই পরিচয় কি গো জানাতেছ এরূপে।
বেঁধেছ পাষাণে হৃদি, পত্নী ঘরে মরে যদি,
বাহিরে আমোদে মাতি, বল যাই কিরূপে?
পুত্র শোকে পত্নী মরে, সান্ত্বনা না করি তারে,
মত্ত থাক নিজ সুখে সুখাস্বাদ সেবনে।
দুর্ভাগিনী বঙ্গ নারী, একে পুত্র শোকে জরি,
দ্বিগুণ যাতনা পায়, পতির অযতনে।
বদ্ধ রাখি অন্তঃপুরে, যে দুখ দাও অন্তরে,
সে যাতনা বাক্যেতেও কহা নাহি যায়।
এই কি ধর্ম্ম পালন, বল গো সুসভ্যগণ,
এই সত্য সুধি কি গো করেছিলে হায়।
ধন্য ওরে দেশাচার, করি তোরে নমস্কার,
কি বিচারে কি ব্যাভার শিখাতেছ স্বদলে।
সেই বিচারের ফলে, নারী প্রাণে অগ্নি জ্বলে,
দাহ হয় দিবানিশি বঙ্গ নারী সকলে।

শ্রীঅভয়সুন্দরী দাস—দরজিপাড়া।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২০৫ সংখ্যা। | মাঘ ১২৮৮—ফেব্রুয়ারি ১৮৮২। | ২য় কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা লইয়াই এ সময় বিশেষ আন্দোলন। এবার প্রথম আর্ট পরীক্ষায় সর্ব্বশুদ্ধ ৩৭২ এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৩৯৯ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষায় এলেন ডেক্র নাম্নী একটী মাত্র বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইনি বেথুন স্কুলের ছাত্রী। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৯টী বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বিশেষ বিবরণ এই :—

বেথুন স্কুল—অবলা দাস ও কুমুদিনী কাস্তগিরি। ফ্রিচর্চ্চ নর্ম্মালস্কুল—নির্ম্মলাবালা মুখোপাধ্যায়। অপার খৃষ্টান স্কুল—প্রিয়তমা দত্ত। ডেরা মিসনস্কুল—বিধুমুখী বসু। কানপুর বালিকা বিদ্যালয়—বার্জিনিয়া মেরী মিত্র। এলাহাবাদ উচ্চশ্রেণী বালিকাবিদ্যালয়—মিস্ জনষ্টোন এবং মিস আরাকিল্‌স স্কুল—মিস্ স্মিথ।

ইহাঁদিগের সকলেই কুমারী এবং প্রায় সকলেই ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কেবল প্রিয়তমা দত্ত ও বিধুমুখী বসু ৩য় বিভাগে। বালিকাদিগের কেহই ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই, এটী দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রমশই পরীক্ষার্থিনীর সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে ইহা অতিশয় আনন্দের বিষয়। আগামী বর্ষে দুইটী ছাত্রী বি এ, পরীক্ষা দিবার জন্য

প্রস্তুত হইতেছেন, আমরা আশা-নেত্রে তাঁহাদিগের পরীক্ষার সুফলের প্রতীক্ষা করিতেছি।

আমরা গতবারে কোন সংবাদপত্রের ভ্রমের অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছিলাম, বেথুনস্কুল হইতে মাইনর পরীক্ষায় ২টী মাত্র বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, আমরা এক্ষণে দেখিয়া অধিক আহ্লাদিত হইলাম কুমারী তরলা দাস নামে আর একটী বালিকাও উক্ত পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বেথুন স্কুলের অবলা দাস ২০ টাকার একটী জুনিয়ার ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছেন।

রাজমন্দ্রীতে যে বিধবাবিবাহ সভা স্থাপিত হইয়াছে, ইতিমধ্যে তাহার সাহায্যে কয়েকটী বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। বোম্বাইয়ে বিধবাবিবাহের ঘটা খুব চলিয়াছে। কিছুদিন হইল বোম্বাই প্রার্থনা সমাজ গৃহে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর অধ্যক্ষতায় একটী বঙ্গীয় বিধবাবালার বিবাহ একটী বঙ্গীয় যুবকের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার নাম নৃত্যকালী দেবী, বরের নাম বাবু বিপিনচন্দ্র পাল। বোম্বাইয়ে এক গুজরাটী ধনাঢ্য ব্যক্তি আছেন, তিনি স্বয়ং বিধবাবিবাহকারী এবং বিধবাবিবাহের প্রধান উদ্যোগী। তিনি নিজব্যয়ে অনেক গুলি বিধবার উদ্বাহের সহায়তা করিয়াছেন। আমাদিগের এক আত্মীয়া বোম্বাই হইতে ইঁহার অনেক প্রশংসা করিয়া তত্রত্য বিধবাবিবাহের বিবরণ সহ এক পত্র লিখিয়াছেন। একটী আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত এই:—

একটী বিধবা বালিকা পিতার নিকট হইতে পলাইয়া এই গুজরাটী ভদ্রলোকের শরণ লন এবং বলেন তাঁহাকে সদ্য বিবাহ দিতে হইবে, নতুবা পিতা বিরোধী হইয়া আর বিবাহ দিতে দিবেন না। আশ্চর্য্য তথনই অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, বর মিলিল, ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল !!

বোম্বাইয়ে আর একটী যোগ্য বিধবাবিবাহ সম্প্রতি সম্পন্ন হইয়াছে। বর সিন্ধুদেশীয় হাইদ্রাবাদের হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দ্বারকানাথ রাও তালুকদার, কন্যা মিরাজ বালিকাবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী টানি বাই, তিনি ৬বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার বয়স ২০ বৎসর।

সভ্যতার বিষময় ফল। ইংলণ্ড ও ওয়েল্সে ১৮৭৯-৮০ সালে স্ত্রী মাতালের সংখ্যা ১০,০৬২, পুরুষ মাতাল অবশ্য অধিক—২৭,৮৭৮ জন।

আমেরিকায় ৩৯০ জন শিক্ষিত স্ত্রী চিকিৎসক চিকিৎসাব্যবসায় চালাইতেছেন, মাসাচুসেট্স্, নিউ ইয়ার্ক ও পেনসিলভিনিয়া ইহাদিগের অধিকাংশের কার্য্য ক্ষেত্র।

বিবী বেজাণ্টের অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় আমরা গতবার উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় অনেক মতের সহিত আমাদিগের কিছু মাত্র সহানুভূতি নাই, কিন্তু তিনি যে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন রমণী, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। দক্ষিণ কেন্‌সিংটনে "Biology" জীবন বিজ্ঞান বিষয়ের পরীক্ষা হয়, তাহাতে ১২জন পরীক্ষা দিয়া ৭জন মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রথম বিভাগে একমাত্র বিবী বেজাণ্ট, আর সকলেই ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

গৃহ-লক্ষ্মী।

একমাত্র শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপা আদ্যা প্রকৃতি বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী, স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী, মর্ত্ত্যে ও পাতালে রাজলক্ষ্মী, কুলে কুললক্ষ্মী, গৃহস্থের গৃহে গৃহলক্ষ্মী, ইত্যাদি বিভিন্ন আখ্যা ধারণ করিয়া থাকেন।

"গৃহলক্ষ্মীর্গৃহেদেব গৃহিনীচ কলাংশয়া।
সম্পৎস্বরূপা গৃহিণাং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলা॥"

ত্রিভুবন পূজ্যা মহাদেবী লক্ষ্মী, 'গৃহলক্ষ্মী' নামধারণ করিয়া আমাদের গৃহিণীগণের শরীরে অধিষ্ঠান করিতেছেন, এই জন্যই গৃহীর গৃহিণীই সম্পৎস্বরূপা এবং সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলরূপিণী।

শরৎ পার্ব্বণের পূর্ণেন্দু, রত্নবিজড়িত স্বর্ণাভরণ, রমণীয় বসনালঙ্কার-সম্পন্না বরাঙ্গনা, মনোহারিণী দেবপ্রতিমা, উপাদেয় স্রক্‌চন্দন, অপরাহ্নের

অর্দ্ধগগনব্যাপী বিচিত্র জলদাবলী, বসন্তবায়ুচুম্বিত নবীন ফুলপল্লব ইত্যাদির হৃদয়হারিণী শোভারূপেও লক্ষ্মী বিরাজ করেন। মনুষ্যসমাজ সৃষ্টির আদি কাল হইতে দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষঃ, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্ব, নাগ, মানব প্রভৃতি সকলেই লক্ষ্মীর পূজা করিয়া আসিতেছেন। শাস্ত্রে এরূপ আভাস পাওয়া যায় যে, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মদ্বেষী, শান্ত, দুর্দ্দান্ত, সকলেই লক্ষ্মীর উপাসনা করিয়াছেন। যাঁহার মনে যাহাই থাকুক, শ্রীহীন (লক্ষ্মীছাড়া) হইতে কেহই ইচ্ছা করেন না। লক্ষ্মীর প্রসন্ন দৃষ্টির অভাব হইলে ত্রিভুবন শ্মশান-বৎ হয়। একবার দুর্ব্বাসার শাপে দেবরাজ পুরন্দর শ্রীহীন হইয়াছিলেন। অসুরগণ স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়াছিল। দেবগণের দুঃখে শৃগাল কুক্কুর ক্রন্দন করিয়াছিল। পরে দেবগণকে লইয়া পুরন্দর সমুদ্রমন্থনরূপ কঠোর সাধন করিলে পুনরায় লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি হয়। তখন দেবরাজ অসুর-হৃত রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। দেবগণের পূর্ব্ব সৌভাগ্য, স্বর্গ রাজ্যের পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। যখন লক্ষ্মীর রোষতোষে স্বর্গবাসী মহৈশ্বর্য্য-শালী দেবগণেরও আসে যায়, তখন আমরা মর্ত্ত্যবাসী ক্ষুদ্র নর জাতি কোন্ ছার! অতএব যাহাতে আমাদের প্রতি গৃহলক্ষ্মীর শুভদৃষ্টি স্থিরভাবে পতিত হয়, তাহার কোন উপায় করা উচিত। সেই উপায় নানাবিধ, কতকগুলি অধিষ্ঠানভূতা গৃহিণী গণের কর্ত্তব্য; আর কতকগুলি গৃহীর কর্ত্তব্য। অগ্রে সংক্ষেপে গৃহিণী গণের কর্ত্তব্য উপায় গুলির নির্দ্দেশ করিব।

স্বামীর মঙ্গলার্থ গৃহিণীগণকে যে সকল সাধন করিতে হইবে, লক্ষ্মী চরিত্রে তাহার সবিশেষ বিবরণ আছে। আমরা লক্ষ্মী চরিত্রের কোন বচন উদ্ধৃত করিব না এবং কোন বচনের অবিকল অনুবাদ করিব না; কেবল তাহার স্থূল মর্ম্ম সঙ্কলন ও তাৎপর্য্যার্থ ব্যাখ্যা করিব।

যে গৃহিণী ধান্যকে সুবর্ণবৎ, তণ্ডুলকে রজতবৎ জ্ঞান করেন, এবং যাঁহার পাক করা অন্নে তুষ, কেশ, বা কর্কর দেখিতে না পাওয়া যায়, তাঁহার প্রতি গৃহলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি হইয়া থাকে। কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে, যে গৃহিণীর পাক করা অন্ন ভোজনে দন্তপাতের বা বমনের শঙ্কা নাই, তাঁহাকেও লক্ষ্মী বলা যাইতে পারে।

যে গৃহিণী আমলক দ্বারা কেশ সংস্কার করেন, গোময় দ্বারা উচ্ছিষ্ট

ও অপবিত্র স্থানাদি মার্জ্জন করেন, শুক্ল বসন পরিধান করিয়া বিকসিত কমল ধারণ ও সায়ংকালে শঙ্খধ্বনি করেন, তিনি লক্ষ্মীর প্রিয়পাত্রী।

যে গৃহিণী উপযুক্ত রূপ উপদেশ লাভ করিয়া গুরুজনের প্রতি ভক্তিমতী ও তাঁহাদের শুশ্রূষায় যত্ন করেন, ছায়াবৎ পতির অনুগামিনী হইয়া তাঁহার প্রত্যেক আদেশ শিরোধার্য্য জ্ঞান করেন; প্রতিদিন আহার কালে পতির ভুক্তাবশেষ আহার করেন; সকলের সহিত সহাস্য বদনে কথা কহিতে কহিতে সন্তুষ্ট মনে ও ধীরভাবে গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করেন; আপনার গৃহকে যথাসাধ্য সুসজ্জিত করিয়া রাখেন; পতির মনস্তুষ্টি সাধনার্থ সাধ্যমত কোন অংশে ত্রুটি না করেন; তিনিই লক্ষ্মী।

হিন্দুশাস্ত্রে ও ব্যবহারে পতির প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্যের কিছু বাড়াবাড়ি দেখা যায়, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য এই মাত্র গ্রহণ করা যায় যে স্ত্রীলোক যত স্বার্থত্যাগ করিয়া গৃহের এবং পতির মঙ্গল ও সুখসাধনার্থ রত হইতে পারেন, ততই তাঁহার গৌরব সম্পন্ন হয়। হিন্দুদিগের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, শুদ্ধাচার ও দেবভক্তির প্রতি সমাদর আছে, এই জন্য তাঁহাদিগের সংস্কারানুসারে তাঁহারা এই সকল বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। গুণের সহিত রূপের যোগ থাকিলে সোণায় সোহাগা হয়। লক্ষ্মী রূপ গুণের একত্র সন্নিবেশ দেখিলে অধিক আহ্লাদের সহিত তথায় বসতি করেন। লক্ষ্মী চরিত্রে লক্ষ্মী স্বয়ং বলিতেছেন,—

"শ্যামা ম�ৃগাক্ষী কৃশমধ্যভাগা
সুভ্রূঃ সুকেশী সুগতিঃ সুশীলা।
গভীরনাভিঃ সমদন্তপঙ্‌ক্তি
স্তস্যাঃ শরীরে নিয়তং বসামি॥"

কিন্তু প্রকৃতিদত্ত সুরূপ ও সুগঠন যিনি প্রাপ্ত হন নাই তাঁহার সদ্‌গুণ ও সদাচারে লক্ষ্মী অবশ্যই বশীভূত হইবেন।

আমাদের ঘরে লক্ষ্মীকে স্থান দেওয়া কিম্বা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করা, অনেক স্থলে আমাদের গৃহিণীগণের ইচ্ছাধীন। যে গৃহমেধিনী পাপানুষ্ঠানে কুণ্ঠিতা নহেন, সকল কার্য্যেই খলস্বভাবের পরিচয় দেন, অনুগত পতির প্রতিও সর্ব্বদা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন, স্বীয় চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা

বিষয়ে কিছুমাত্র যত্ন করেন না, লক্ষ্মী তাদৃশী গৃহিণীকে পিশাচীবৎ ত্যাগ করেন এবং গৃহীকেও তাদৃশী গৃহিণীকে ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কোন গৃহিণীই অপবিত্র ও মলিন বসন ধারণ করিবেন না; যাহাতে শরীর হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইয়া কাহার অসুখকর হয়, তদনুরূপ আচরণ করিবেন না; শরীরের যথাস্থানে যথাসম্ভব আভরণ ধারণ এবং অঙ্গে সুরভি অনুলেপন করিয়া কণ্ঠে ও কেশে সুগন্ধি কুসুম বিন্যাস করিবেন। পুরুষের পক্ষেও এরূপ ব্যবহারের বিধি আছে। আমাদের শঙ্কা হইতেছে, পাছে অনন্যকর্ম্মা বিলাসী দল এই "গৃহলক্ষ্মী"কে দলিল করিয়া বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলেন।

অতঃপর আমরা, গৃহলক্ষ্মীর প্রসন্ন দৃষ্টি পাইবার জন্য পুরুষগণকে যে সকল কার্য্য সাধন করিতে হয়, তাহার উল্লেখ করিব। যে গৃহীর প্রতি গুরু, পিতা, মাতা, বন্ধু এবং অতিথি রুষ্ট হয়েন, তাঁহার গৃহে লক্ষ্মীর শুভাগমন হয় না। মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসহন্তা, নাস্তিক, দুঃশীল, ন্যস্তহারী, কৃতঘ্ন এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারী গৃহী কখনই গৃহলক্ষ্মীর প্রসাদ প্রত্যাশা করিতে পারেন না। যিনি সর্ব্বদা অনাবশ্যক চিন্তায় মগ্ন থাকেন, অকারণে শত্রু বৃদ্ধি করেন, সদ্বিষয়ে কার্পণ্য ও অসদ্বিষয়ে অপব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত হয়েন, তাদৃশ পুরুষের প্রতি লক্ষ্মী কখনই কৃপা করেন না। কেনই বা করিবেন, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কি উপযুক্ত উপচারে গৃহলক্ষ্মীর পূজায় সমর্থ হয়? যে মন্দবুদ্ধি গৃহী অল্প শোকে অধিক কাতর হন, অন্যায় রূপে গৃহিণীর বশ্যতা স্বীকার করেন, সকলকে দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ, সকলের সহিত কলহ করেন; তাঁহার লক্ষ্মী হয় না।

যাঁহার গৃহে নিত্য ভগবানের পূজা হয় না এবং যিনি তদীয় গুণকীর্ত্তন ও প্রশংসায় উৎসুক হন না, তাঁহার গৃহে লক্ষ্মী গমন করেন না। যিনি উপযুক্ত পাত্রে দান করেন না, অথচ কোনরূপে অপরের বৃত্তি হরণ করেন, তিনি লক্ষ্মীর প্রসাদভোগী হইতে পারেন না। যিনি পিতা, মাতা, গুরু, গুরুপত্নী, অনাথা ভগ্নী ও কন্যা, নিরাশ্রয় বান্ধব, এবং স্বীয় ভার্য্যাকে কার্পণ্যবশতঃ ভরণপোষণ না করিয়া সঞ্চয় করিতে থাকেন, গৃহলক্ষ্মী তাঁহার গৃহকে নরকাগারের ন্যায় ত্যাগ করেন।

বোধ হয় অনেক গৃহিণী লক্ষ্মীর এরূপ আচরণে অনুমোদন প্রকাশ করিবেন না। অনেক গৃহীর পোষ্যবর্গের প্রতি দয়া করিবার ইচ্ছা থাকিলেও গৃহিণীকে ক্ষুণ্ণ করিয়া গৃহে নিয়ত অশান্তি উপস্থিত করিতে চাহেন না। একদিকে লক্ষ্মীর আদেশ, অন্যদিকে গৃহিণীর অসন্তোষ, এ বিষয়ে মধ্যস্থতা করিবার ক্ষমতা অপরের নাই; গৃহী ও গৃহিণী উভয়ে পরামর্শ করিয়া এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

যিনি চরণ ধৌত না করিয়া কিম্বা ধৌত চরণ উত্তম রূপে না মুছিয়া শয়ন করেন, মলিন বা নগ্নাবস্থায় শয্যা গমন করেন, দিবা নিদ্রা ও সন্ধ্যানিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকেন, একবার নিদ্রিত হইলে আর উঠিতে চাহেন না, লক্ষ্মী তাদৃশ গৃহীর নিকটেও যান না। তবে গৃহিণীগণের স্বীয় সংসারের মঙ্গলার্থে স্বামীর এরূপ চরিত্র শোধনের চেষ্টা করা উচিত।

যাঁহার গাত্র, পাদ, দশন, বসন ও মস্তকের কেশ মলিন ও কেশ রুক্ষ; এবং ভোজন গ্রাস ও হাস্য উভয়ই বিকৃত; লক্ষ্মী তাঁহার গৃহে গমন করেন না। কেনই করিবেন? যে গা রগড়াইয়া স্নান করে না, পা ধোয় না, দাঁত মাজে না, কাপড় কাচে না; মাথায় তেল দেয় না, আর রাক্ষসের মত খায়,—পিশাচের মত হাসে; সাত পাকের গৃহিণীই তাহার সংসর্গ করিতে ইচ্ছা করেন না, তখন স্বর্গদেবী লক্ষ্মী তাহার গৃহে কিরূপে আসিবেন?

এখন ব্যক্তিবিশেষের মনে একটী তর্ক উপস্থিত হইতে পারে। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর প্রভাবে হিন্দু পুরাণাদি এবং হিন্দু শাস্ত্রোক্ত উপদেশাদির প্রতি অনেকের বড় একটা আস্থা নাই। তদনুসারে অনেক পাঠিকা মনে মনে প্রশ্ন করিতে পারেন,—"বাস্তবিক লক্ষ্মী জিনিসটা কি?" আমরা প্রকারান্তরে বলিয়া আসিতেছি এবং পরেও বলিব যে, আমাদের গৃহিণীগণই লক্ষ্মী,—তাঁহাদের পূজাই আমাদের গৃহধর্ম্ম,—তাঁহাদের সন্তোষে মঙ্গল, রোষে সর্ব্বনাশ! এ সকল কথার তাৎপর্য্য যদি তিনি বুঝিতে না পারেন, তবে তিনি অভিধানের লক্ষ্মী পর্য্যায় পাঠ করিবেন।

আমেরিকা আবিষ্কার।

(৪০ সংখ্যা ১৯৭ পৃষ্ঠার পর।)

এতদূর যত্ন চেষ্টার পরও পর্টুগীজেরা হেনরির জীবদ্দশায় বিষুবরেখা পার হইতে পারে নাই। তৎকালীন রাজা আল্‌ফন্সো অন্যান্য ব্যাপার লইয়া এত ব্যস্ত ছিলেন যে তিনি আবিষ্কার কার্য্যে কিছুমাত্র মনোযোগ দিবার সময় পান নাই। তিনি এক জন বণিক্‌কে হেনরির আবিষ্কৃত দেশসমূহে বাণিজ্য করিবার একাধিকার প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। ব্যক্তিগত ব্যাপার হইয়া পড়াতে ক্রমে এতদ্বিষয়ে জাতীয় উৎসাহের হ্রাস হইয়া পড়িল। তথাপি এই সময়ে পর্টুগীজেরা বিষুব-রেখা পার হইতে সমর্থ হইয়াছিল। তখন তাহারা জীবশূন্য উত্তাপদগ্ধ মরুভূমির পরিবর্ত্তে অধিবাসিপূর্ণ, ফলশস্য-শোভিত উর্ব্বর প্রদেশ সকল দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিল।

আল্‌ফন্সোর উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় জন অত্যন্ত প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। তাঁহার মহৎ মহৎ ব্যাপার উদ্ভাবনের ও সমাধা করিবার ক্ষমতা ছিল। নবাবিষ্কৃত দেশ সকলের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে ও তদ্দ্বারা তাঁহার রাজস্বের বৃদ্ধি হওয়াতে সহজেই তাঁহার মনোযোগ সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই সকল সুবিস্তীর্ণ ভূভাগের বিষয় যত জানিতে লাগিলেন, ততই তিনি সকল দেশ অধিকার করিবার আবশ্যকতা অধিকতর অনুভব করিতে লাগিলেন। আফ্রিকার উপকূল ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইতে পর্টুগীজেরা দেখিয়াছিল যে নন্‌ অন্তরীপ হইতে সেনিগাল নদী পর্য্যন্ত প্রদেশসমূহ বালুকাময় ও অনুর্ব্বর এবং তত্রত্য অধিবাসীগণ দরিদ্র ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী এবং তাহাদের সংখ্যাও অধিক নহে। কিন্তু ঐ নদীর দক্ষিণে মুসলমানদিগের জয়পতাকা উড্ডীন হয় নাই। ঐ সকলদেশ বহুজনাকীর্ণ, ফলশস্যশোভিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত, এবং গজদন্ত, স্বর্ণ প্রভৃতি মহামূল্য পদার্থের উৎপত্তি স্থান। এখন হইতে দেশাবিষ্কার কেবল কৌতূহল ও আশা চরিতার্থ করিবার উপায়মাত্র না হইয়া বিলক্ষণ

লাভের সোপান হইয়া উঠিল; সুতরাং সকলে বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। জনের ন্যায় রাজার নিকট হইতে উত্তেজনা লাভ করাতে এই উৎসাহের ভাব আরও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। শীঘ্রই বহুসঙ্খ্যক জাহাজ সুসজ্জিত করিয়া, বেনিস্ ও কঙ্গো আবিষ্কার করণানন্তর পর্টুগীজেরা নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণে পনর শত মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। তখন আকাশের দক্ষিণার্দ্ধ তাহাদের নয়নগোচর হওয়াতে নূতন নূতন নক্ষত্ররাজী অবলোকন করিয়া তাহারা বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে লাগিল। আবিষ্কারের ইচ্ছা অপেক্ষা বিজয়-বাসনা অধিকতর বলবতী থাকাতে, জন গিনি উপকূলে একটী দুর্গ নির্ম্মাণের আদেশ দিয়া তথায় উপনিবেশ সংস্থাপনের জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। প্রধান প্রধান রাজ্য সকলের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল। কোন কোন সামান্য ভূপতি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক, কেহ বা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পর্টুগালের অধীনতা স্বীকার করিল এবং ক্রমে এই সকল দেশে পর্টুগীজদের আধিপত্য ও ইহাদের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ সুদৃঢ় ভাবে স্থাপিত হইল।

এই সকল আবিষ্কৃত ভূভাগের অধিবাসীদের নিকট হইতে পর্টুগীজেরা অন্যান্য অজ্ঞাত প্রদেশের সংবাদ পাইতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের বিশ্বাস হইল যে পৃথিবীর উষ্ণকটিবন্ধ (বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বস্থ স্থান) সম্বন্ধে প্রাচীনদের বিশ্বাস যেরূপ অমূলক ছিল, আফ্রিকা প্রদেশ দক্ষিণ দিকে ক্রমশঃ অধিকতর বিস্তীর্ণ হইয়াছে বলিয়া টলেমি যে মত প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, ও যে মতকে তখনকার লোকে ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন তাহাও তদ্রূপ মিথ্যা ও ভ্রান্তিমূলক। প্রাচীন ফিনিসীয়গণের আফ্রিকা প্রদক্ষিণ সম্বন্ধীয় জনরব, যাহা লোকে এতদিন মিথ্যা গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিত, তাহা ক্রমে তাহাদের বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে লাগিল। তখন তাহাদের আশা হইতে লাগিল যে আফ্রিকার দক্ষিণ দিক্ বেষ্টন পূর্ব্বক ভারতবর্ষে ও ভারতীয় দ্বীপশ্রেণীতে গমন করিয়া তথাকার বিস্তীর্ণ লাভপ্রদ বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করা যাইতে পারে। রাজকুমার হেনরির প্রশস্ত মনেও এইরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল। তখনকার লোকে অজ্ঞতা বশতঃ তাঁহার মত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু এক্ষণে

সকল পর্টুগীজ ভূগোলবেত্তা ও নাবিকগণ তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিল। রাজা দ্বিতীয় জনও বিশেষ আগ্রহ সহকারে তাহাদের সহিত যোগ দিলেন এবং এই সুমহৎ ও কষ্টসাধ্য অর্ণবযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

একদিকে অর্ণবযাত্রার উদ্যোগ হইতেছে, অপর দিকে স্থলপথে সংবাদ জানিবার জন্য জন, কবিলাম ও পায়েবা নামক আরবী-ভাষাবিৎ দুইজন সুদক্ষ লোককে আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করিলেন। এদিকে বার্থোলোমিউ ডায়াজ্ নামক একজন সুবিজ্ঞ, অধ্যবসায়শীল, কর্ম্মদক্ষ কর্ম্মচারীর অধীনে অর্ণবপোত সকল ন্যস্ত হইল। তিনি প্রায় সহস্র মাইল নূতন দেশ আবিষ্কার করিয়া অবশেষে আফ্রিকার দক্ষিণ সীমাস্থ উচ্চ অন্তরীপ দেখিতে পাইলেন। কিন্তু প্রবল ঝটিকা ও নাবিকদের অবাধ্যতা বশতঃ তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি ষোলমাসে অন্যান্য নাবিকগণের অপেক্ষা বিস্তীর্ণ ভূভাগের আবিষ্কার সমাধা করিয়াছিলেন। তিনি আফ্রিকার দক্ষিণস্থ অন্তরীপের নাম ঝটিকা অন্তরীপ রাখিয়াছিলেন; কিন্তু নরপতি জন এই আবিষ্কারে এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার আশা এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে তিনি ইহাকে "উত্তমাশা অন্তরীপ" এই সুলক্ষণাক্রান্ত নাম প্রদান করিলেন। কবিলাম ও পায়েবা কেরো নগর হইতে এডেনে যাত্রা করিলেন। তথা হইতে পায়েবা আবিসিনিয়ায় গমন করিলেন; কিন্তু তথাকার লোকেরা তাঁহার প্রাণ বিনাশ করে। কবিলাম এডেন হইতে ভারতবর্ষে গমন করতঃ তথাকার বাণিজ্যাদির সংবাদ লইয়া লোকালয়ে আসিয়া আফ্রিকার উপকূল ভাগ পরিদর্শন করতঃ কেরো হইতে নিজের ভ্রমণ বৃত্তান্ত রাজা জনের গোচর করিলেন। ডায়াজের উত্তমাশা আবিষ্কারের সহিত কবিলামের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ঐক্য করিয়া সকলের নিশ্চয় বিশ্বাস হইল যে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতবর্ষে যাওয়া যায়। কিন্তু এই অর্ণবযাত্রা বহুকায়সাধ্য বলিয়া লোকে ভয় পাইতে লাগিল। জন ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি অহর্নিশ এই চিন্তাতেই মগ্ন, তাঁহার রাত্রে নিদ্রা পর্য্যন্ত তিরোহিত হইল। তাঁহার উত্তেজনা ও দৃঢ়তা বশতঃ অনেকের সাহস সঞ্চার হইল; অনেকে রাজভয়ে মনোভাব গোপনে

রাখিল। ভিনিসীয়গণের মনে ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধে এতদিনের একাধিপত্য লোপ হইবার আশঙ্কা হইতে লাগিল এবং পর্টুগীজেরা কল্পনা-চক্ষে সেই বাণিজ্যপ্রসূত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে লাগিল। সমস্ত ইয়ুরোপ মহা আন্দোলনে আন্দোলিত। এমন সময়ে এই সমস্ত কোলাহল ভেদ করিয়া এমন একটী নূতন সংবাদ উপস্থিত হইল যে তাহা সমস্ত সভ্য জগতের মনোযোগ সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিকে আকর্ষণ করিল। সে সংবাদ এই যে পশ্চিমদিকে আট্‌লাণ্টিকের অপর পারে একটী নূতন মহাদেশ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শুকতারা।

নিশা অবসানে নিত্য হে সুর-সুন্দরি,
গগন-গবাক্ষ খুলি কেন অনিমেষে
থাক চেয়ে দূর-নিয়ে—ভারতের পানে ?
কি আছে ভারতে আর দেখিবার এবে,
অভিনয় সমাপনে যথা নাট্যশালা,
দীপ্তিশূন্য—দৃশ্যশূন্য—শুধু তমোময়,
ভারতের দশা দেবি! সেরূপ এখন।
অনন্ত-প্রসারী ঘোর আঁধার ভেদিয়া
যখন জ্বলিলে শূন্যে ইচ্ছায় তাঁহার,
(শুভ-ইচ্ছাময় যিনি অনাদি পুরুষ,)
সে সময় হতে তুমি দেখেছ সকলি,—
রবি, চন্দ্র, ধূমকেতু, গ্রহের উদয় ;
দেখেছ—কিরূপ পূর্ব্বে ছিল এ ধরণী,
দগ্ধ বালুসম দ্রব ধাতুপিণ্ডময়,
উত্তপ্ত—কুজ্ঝটি পূর্ণ—মেঘ আবরণে
আবরিত—শূন্য দেশে বেড়াত ঘুরিয়া ;

কেমনে ধরিল পরে এরূপ আকার—
নগ-নদী-সুচিত্রিত—উদ্ভিজ্জ-শোভিত,
অসংখ্য জীবের রম্য বিহার-ভবন,
সুখ-শান্তি-সৌন্দর্য্যের উৎস—নর-বাস।
দেখেছ—এমহী-পৃষ্ঠে ছিল যত দেশ,
ভারত তাদের শীর্ষ ছিল একদিন—
যে সময় সমুদয় মেদিনীমণ্ডল
অজ্ঞতার ঘোরতম অমার আঁধারে
ছিল নিমজ্জিত; যবে গ্রীশ, রোম, (যারা
আজি কালি পশ্চিমের সভ্যতার গুরু,)
অনাগত কাল-গর্ভে আছিল ঘুমায়ে,
তখন (ও) ভারতাকাশ বিশাল বিস্তৃত,
বিভাসিয়া একেবারে সহস্র কিরণে,
বিদ্যা সভ্যতার শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় ভানু,
খেলেছিল আলোকিয়া তমিস্রা গভীর।
দেখিয়াছ—রাজস্থানে প্রত্যেক নগরে,
থার্ম্মোপিলী সমক্ষেত্রে—বীরের বাঞ্ছিত;
প্রতিগ্রামে—প্রতিগৃহে হেরেছ বিস্ময়ে,
লিওনিডাসের * তুল্য যোদ্ধা বিচক্ষণ;
সতী, সীতা, দময়ন্তী, সাবিত্রী, গান্ধারী,
ইহাঁদের মত সাধ্বী হিন্দু সীমন্তিনী,
ভারতে প্রত্যেক পর্ণকুটীরের মাঝে

* খৃষ্টাব্দের ৪৮০ বৎসর পূর্ব্বে লিওনিডাস গ্রীশদেশের অন্তঃপাতী স্পার্টা-রাজ্যের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। যৎকালে পারস্যরাজ ৫০০০০০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে গ্রীশ আক্রমণ করেন, তখন লিওনিডাস কেবল ৩০০ বিশ্বস্ত অনুচর লইয়া থার্ম্মোপিলী নামক পার্ব্বত্য পথ তিন দিবস কাল এরূপ অবরোধ করিয়াছিলেন এবং বিপক্ষের এত সৈন্য ধ্বংস করিয়াছিলেন, যে পারস্য-রাজ ভীত হইয়া স্ব-রাজ্যে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন।

হেরিয়াছ কত ; পুণ্য বদরিকাশ্রমে,
দ্বৈপায়ন—তপোধন—মুখ হতে তাঁর
শুনেছ অমৃত কথা মহাভারতের ;
শুনিয়াছ গঙ্গাতটে পুণ্য তপোবনে,
কবিগুরু বাল্মীকির করুণ বিলাপ ;
আর কি বলিব অয়ি অমরা-বাসিনি,
শোননি কি কভু পূত সরস্বতী তটে,
ঋষিদের সুগম্ভীর সামবেদ গান ?
কিন্তু কি দেখিছ তবে শুনিছ কি আর ?
এত দেখে, এত শুনে, একি চমৎকার,
আজিও বাসনা তব মেটেনি কি সতি !
এখন (ও) জাগে কি মনে সেদিনের কথা ?
সেদিন কোথায় এবে ? গিয়াছে মিলায়ে
নিশীথ-স্বপন সম ; শুধু আছে পড়ে
স্মৃতি মাত্র অবশেষ এই বর্ত্তমানে ;
মরিগো সে পূর্ব্বস্মৃতি কতই মধুর !
বৈজয়ন্ত-ধাম সম ছিল যেই স্থান,
কিসে অবনতি তার হইল এমন ?
হেন কি করেছে পাপ ভারত-সন্তান,
যার প্রায়শ্চিত্ত আজো করে প্রাণপণে ;
কতকাল, বল দেবি ! জিজ্ঞাসি তোমায়,
আর কতকাল হায় ! ভারত-সন্তান,
অভাগা দীনের দীন হয়ে জন্মভূমে,
যাপিবে জীবন যেন প্রবাসীর প্রায় ;
আর কতকাল এই আর্য্য-প্রিয় দেশ
মরমে মরিয়া রবে ঘোর অনাদরে ;
থাকিতে জীবিত তার চতুর্বিংশ কোটী
কাপুরুষ—কুলাঙ্গার—নারকী সন্তান।

সহসা কে কোথা হতে গাহিল অমনি
কাঁপায়ে হৃদয়স্থল ফাটায়ে গগন—
"পাষাণে গঠিত বুঝি ভারত পুরুষ-মন,
নতুবা রমণী দুঃখে ফাটে না সে কি কারণ।
ফুল সম সুকুমারী, অবলা সরলা নারী,
তার প্রতি কেন হেন নিরদয় আচরণ।
পারি না সহিতে আর, এ ভীষণ অত্যাচার,
হেন বন্ধু নাহি কেহ এ জ্বালা করে বারণ।
শোন রে পুরুষজাতি, যে যাতনা দিবা রাতি,
সহিতেছে অনাথিনী ভারত-কামিনীগণ।
তার চেয়ে শতগুণ, প্রজ্বলিত চিতাগুণ,
দহিবে তোদের হিয়া স্তরে স্তরে অনুক্ষণ॥
একবিন্দু অশ্রুনীর, যতদিন রমণীর,
ঝরিবে নয়নে হায় ততদিন কদাচন,
তোমাদের এ দুর্দ্দশা ঘুচিবে, করোনা আশা,
এখন যেমন আছ, থাকিবে সবে তেমন।"
রজনীর অন্ধকারে গেল মিলাইয়া
সে ঘোর করুণ ধ্বনি—বামা আর্ত্তনাদ;
শব্দবহ সমীরণ, নীরব জগতে,
দিক্ আকুলিয়া তাহা করিল প্রচার;
স্তম্ভিত হৃদয় মম, নিস্পন্দ শরীর;
স্তম্ভিত নিস্পন্দ যথা মানব-মূরতি,
যবে দেহ মধ্যে তার ছোটে দ্রুত বেগে
তাড়িত প্রবাহ কোন; কতক্ষণ পরে
চাহি দূর শূন্য পানে—কহিনু উচ্ছ্বাসে—
"রমণী—গৃহের শোভা—গৃহীর ভূষণ;
গৃহস্থের আজীবন পূজনীয়া রমা (আরাধ্যা কমলা)
ঈশ্বরের সৃজনের উৎকর্ষ চরম,

স্নেহময়ী দয়াময়ী—রমণী সরলা;
অত্যাচার তাঁর প্রতি করে নিরন্তর
পুরুষ-অসুরগণ!—জানে না কি তারা
সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে খাটিয়া খাটিয়া
শ্রান্ত কলেবর যবে, কে হায় তখন
যোগায় অজস্রধারে সুধা—শ্রম-হারী?
রোগে, শোকে, সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে,
সহায়, সুহৃদ, বল, নারীর মতন
নাহি আর পুরুষের—তাঁরে অনাদর?
জানিয়া শুনিয়া ভাঙ্গে মঙ্গল-কলস?
বুঝিয়াছি—যতকাল এ অসুর কুল
না শিখিবে সমাদর করিতে প্রকাশ
কুসুম-কোমলা চারু নারী-জাতি প্রতি,
ততদিন ভারতের রবে অবনতি।"

বায়ুর ভার ও স্থিতিস্থাপকতা।

বায়ু আমরা দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু তথাপি ইহার ভার আছে; কারণ ভারহীন পদার্থ জগতে সম্ভবপর নহে। স্থিতিস্থাপকতা নামে বায়ুর আর একটী গুণ আছে। স্থিতিস্থাপকতা বলিলে কি বুঝায় তাহা বলিতেছি। পাঠিকাবর্গ রবার দেখিয়াছেন। ইহা টানিলে বাড়ে, ও চাপিয়া ধরিলে আকুঞ্চিত হইয়া যায়; অথচ ছাড়িয়া দিবা মাত্র পূর্ব্বে যেরূপ ছিল পুনরায় সেইরূপ হয়। ইহাকেই স্থিতিস্থাপকতা কহে। এই গুণ বশতঃ বল প্রয়োগ দ্বারা বহুপরিমাণে বায়ু স্বল্পায়তনের মধ্যে চাপিয়া চাপিয়া পুরিয়া রাখিতে পারা যায়। ভার ও স্থিতিস্থাপকতা বশতঃ বায়ুতে যে তিনটি বিশেষ ফল লক্ষিত হয় তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।